

## ADVERTISEMENT.

The following Works by THE CHANG THACKOOR will shortly be published.

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়।

A collection of humorous and satirical Sketches and Tales, illustrative of the ill effects of Drinking and Customs regarding Caste, with a few illustrations, in one vol. post 8vo. Price per copy, ..... 8 Annas, *cash*.

রামা রঞ্জিকা ।

A collection of Dialogues on Female Education, Tales illustrative of the benefit of educating females, and Exemplary Female Biographical Sketches, in one vol. post 8vo. price per copy, ..... 8 Annas, *cash*.

Intending subscribers are requested to forward their names, addresses, and the number of copies to which they wish to subscribe, to Messrs. P. S. D'ROZARIO & Co., 8, Tank-Square, or to Baboo A. L. Mitra, at Messrs. Purrier & Co.'s Fairlie Place.

# নির্ঘণ্ট ।

বাবুরাম বাবুর পরিচয়—মতিলালের বাঙ্গালী	
সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষা	১
মতিলালের ইংরাজি শিক্ষার উদ্‌যোগ ও বাবু- রাম বাবুর পরিচয়	৬
মতিলালের বিলাস ও গমন ও তথায় লীলাখেলা পরে ইংরাজী শিক্ষার্থ বঙ্গবাজারে অবস্থিতি,	১০
কলিকাতায় ইংরাজি শিক্ষার বিবরণ, শিশু শিক্ষার প্রকরণ, মতিলালের কুমঙ্গ ও ধৃত হট্টয়া পুলিসে •অনিয়ম,	১৪
বাবুরাম বাবুর নিকটস্থ পাদ দেওনাথ প্রেমনারায়ণকে প্রেরণ, বাবুরামের সভাবর্ণন, ঠকচাতার পরিচয়, বাবুরামের স্ত্রীর সহিত কথোপকথন, কলিকাতায় আগমন—প্রভাত কালীন কলিকাতার বর্ণন, বাঙ্গারামের বাটীতে বাবুরামের গমন তথায় আত্মীয়দিগের সহিত দানসং ও মতিলাল সংক্রাম কথোপকথন,	২১
মতিলালের মাতার চিন্তা, ভগিনী দ্বয়ের কথোপ- কথন, বেণী ও বেচারাম বাবুর নীতি বিষয়ে কথোপকথন ও বরদা প্রসাদ বাবুর পরিচয়,	৩০
কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত, জমটিষ অব পিন্ধনিয়োগ, পুলিস বর্ণন, মতিলালের পুলিসে বিচার ও খালাস, বাবুরাম বাবুর পুত্র লইয়া বৈদ্যবাটি গমন, ঝড়ের উত্থান ও নৌকা জলমগ্ন হওনের আশঙ্কা,	

- ৮ উকিল বটলর সাহেবের আফিস—বৈদ্যবাটীর বা-  
টাতে কর্তার জন্য ভাবনা, বাঞ্জামবাবুর তথ্য  
গমন ও বিবাদ বাবুরামবাবুর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষগণ. ৪৬
- ৯ শিশু শিক্ষা—সুশিক্ষা না পওয়াতে মতিলালের  
ক্রমে মন্দ হওন ও অনেক সঙ্গি পাঠসা বাবু  
হয়মা উঠন এবং ভুল কন্যার প্রতি অত্যাচার  
করণ. .... ৫
- ১০ বৈদ্যবাটীর বাবুর বর্ণনা, বোম্বাই বাবুর আগ-  
মন, বাবুরাম বাবুর সম্বন্ধে মতিলালের বিবাহের  
ঘোঁটি ও বিবাহ করণার্থে মতিলালপুরে যাওয়া এবং  
তথ্য গোপনযোগ. .... ৫
- ১১ মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে বরিতা, প্র. আশুড় প-  
ড়ার অধ্যাপকদিগের বাদান্তবাদ. .... ৬
- ১২ বেচারাম বাবুর নিকট বেণী বাবুর গমন, মতিলালের  
ভ্রাতা রামলালের উত্তম চরিত্র হওনের কারণ,  
বরদাপ্রসাদ বাবুর প্রদক্ষ—ম. শোভনের উপায়. ৬৯
- ১৩ বরদা প্রসাদ বাবুর উপদেশ দেওন, তাঁহার বিবাহ  
ও পক্ষ নিষ্ঠা এবং সুশিক্ষার প্রার্থনা। তাঁহার  
নিকট রামলালের উপদেশ, তখনকার রামলালের  
পিতার ভাবনা ও ঠকচাঁচার সহিত পরামর্শ।  
রামলালের গুণ বিষয়ে মতান্বয় ও, তাহার বড়  
ভগিনীর পীড়া ও বিয়োগ. .... ৭৪
- ১৪ মতিলাল ও তাহার দলবলের এক জন কবিরাজ লইয়া  
তামাসা কথিকরণ, রামলালের সহিত বরদাপ্রসাদ  
বাবুর দেশ ভ্রমণের ফলের কথা, হুগলি হইতে  
গুমথুনির পরওয়ানা ও বরদা বাবু প্রভৃতির তথ্য  
গমন. .... ৮১
- ১৫ হুগলির মাজিষ্ট্রেট কাছারির বর্ণন, বরদাবাবু রাম-  
লাল ও বেণী বাবুর সহিত ঠকচাঁচার সাক্ষাৎ,  
সাহেবের আগমন ও তজ্জবিজ আরম্ভ এবং বরদা-  
বাবুর খালাস. .... ৮৫

## আলালের ঘরের দুলাল ।

১ বাবুরাম বাবুর পরিচয়—মতিলালের বাগানবাগীচা,  
সংস্কৃত ও পার্শ্ব শিক্ষা ।

বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈশিষ্ট্য ছিলেন। তিনি  
মাল ও ফৌজদারি মাদানিতে অনেক কাম্য করিয়া বিখ্যাত  
হন। কাম্য কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না  
করিয়া বৎস পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিলনা—বাবুরাম  
সেই প্রথা অনুসারেই চলিতেন। একে কাম্য পট—ভাতে ভো-  
মানোদ ও কতাবজ্রি বাক্য শাস্ত্রের দু'বিধকে বর্শীভূত করিয়া  
ছিলেন এজন্য এরা দিগের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন  
করিতেন। এদেশে ধন অধিকাংশ বাড়ীকেই মান বাড়ে,  
বিদ্যা ও চরিত্রে তাহদের শৌখিন হয় না। বাবুরাম বাবুর  
গবস্তা গুমে বড় মন্দ ছিল, তৎকালে গ্রামে কেবল দুই এক  
শক্তি তাঁহার তত্ত্ব করিত। পরে তাঁহার সুদৃশ্য অট্টা-  
লকা বাগ বাগিচা তালুক ও অন্যান্য গ্রামের সম্পা-  
দিত্যে অল্পগত ও অনাত্য বন্ধনাক্রমের সংস্থা অসংখ্য  
হিল। অবকাশ কালে বাটীতে আসিলে তাঁহার বৈঠক  
না লোকারণ্য হইত, যেমন মেঠাইওয়ালার লোকাদে  
কি থাকিলেই তাহা যক্ষিকায় পরিপূর্ণ হয় তেমন ধনের  
সমদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়, বাবুরাম বাবুর  
বাটীতে যখন যাও তাঁহার নিকট লোক ছাড়া নাই—  
বড়, কি ছোট, সকলেই চারি দিকে বসিয়া তুষ্টিজনক  
কথা কহিতেছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভিত্তিতে  
শাস্ত্রানুসারে করিত আর এপোমেলো লোকেরা একেবারেই

এই উচ্চ নীচ বসিত। এইরূপে কিছু কাল যাগণ করিয়া  
বাবুরাম বাবু পেশশন লইলেন ও আপান বাটীতে বসিয়া  
সমিধান ও সপ্তদাগার কর্ম করিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকের সমস্ত প্রকারে সখ্য প্রায় হয় না ও সমস্ত বিষয়ে  
দ্বিধা পোষণ করেন। বাবুরাম বাবু কেবল ধন উপার্জনই  
নোযোগ করিতেন। কি প্রকারে বিষয় বিভব বাড়িবে  
—কি প্রকারে দশ জন লোকের জামিন—কি প্রকারে গ্রামস্থ  
লোক সকল করজোড়ে থাকবে—কি প্রকারে ক্রিয়াকাণ্ড  
সম্বোধন হইবে—এই সকল বিষয় সর্বাঙ্গ চিন্তা করিতেন।  
তাহার এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। বাবুরাম বাবু  
বলরাম মাজরের সন্তান, একমাত্র জামিনের সখ্য কন্যা নয়,  
সম্মিমা মাজর বিধির ব্যয় ভরণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়া  
ছিলেন। কিন্তু জামা তার কলীন, অনেক স্থানে দাসপরিগ্রহ  
কারিয়াছিল—বিশেষ পরিবেশনিক না পাউলে বৈদ্যবাটীর  
শস্তুর বাটীতে ডাক্তার মজিত না। পুত্র মতিলাল বাম্যাবস্থা  
অবধি আদর পানিয়া বসিয়াই বাসন করিত—কখন বলিত  
বাবা টান পরিস—কখন বলিত দাদা তোপ খাব। যখন  
চীৎকার করিয়া কামিনীত অধিক করত নিকটস্থ সকল লোক  
বসিত এই বান্ধকে ছেলেটার দ্বারা সন্মান দার! বালকটী  
পিতা মাতার একটি আকারা পাউয়া পাঠশালায় বাইবার  
নামও করিত না। যিনি বাটীর সরকার তাহার উপর শিক্ষা  
করাইবার জায় ছিল। গুরুমহাশয়ের নিকটে গেলে  
মতিলাল তাঁর পিতার নিকট গিয়া বলিতেন  
কামড় দত্ত—গুরুমহাশয়ের নিকট গিয়া বলিতেন  
মহাশয়! আপনাকে কামড় দত্ত করান আমার কর্ম নয়।  
কর্তী প্রভাত্তর দি... আমার সবে ধন নীলমণি—  
ভুলাইয়া টুপাইয়া... হাত বুলাইয়া দেখাও। পরে  
বিশ্বর কৌশলে ম... পাঠশালায় আসিতে আরম্ভ  
করিল। গুরুমহাশয়... এর পা, বেত হাতে, দিয়াছে  
ঠেসান দিয়া তুলছে... ন “ল্যাথ রে ল্যাথ”

আছে। চঞ্চল স্বভাব—এক স্থানে কিছু কাল বসিতে দানব কৈশ বোধ হয়—এজন্য আশুত্ব উচিত্য বাটীর চতুর্দিক দাঁড়ুড়ে বেড়াইতে লাগিল—কখন টেক্সেলের টেকিতে পা দিতেছে—কখন বা ছাত্তর উপর গিয়া হুপ করিতেছে—কখন বা পথিদিকগণ্ডে উট পাটাকল মারিয়া পিটান দিতেছে। এইরূপে হুপদাপ করিয়া বালি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল—কাহারো বাগানের ফল চেড়ে—কাহারো গাছের ফল পাড়ে—কাহারো মটকার উপর উচিত্য লাফায়—কাহারো কঁলের কলসী ভাঙ্গিয়া দেয়।

বালির সকল লোভনীয় ভ্রুকু হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—এ ছোঁড়া কেরেই যেমন হরপোড়া দ্বারা লক্ষ্য ছাড়াইয়া তইয়াছিল আনানিগের গ্রামটা সেইরূপ তখন হইবে না কি? কেহও ঐ নামদের পিতার নাম শুনিয়া বলিল—আতা বাবুরাম বাবুর ওপুত্র—না হবে কেন? “পুলে যশসি তোয়ে চনরানাই পুণ্য লক্ষণং”

১ সন্ধ্যা হইল—শূণ্যলিগের শেখর ও ঝাঁও পোকার ঝাঁও শব্দে গ্রাম শব্দায়মান হইতে লাগিল। বালিতে অনেক ভদ্র লোকের বসতি—প্রায় অনেকের বাটিতে শালগ্রাম অর্জুন এজন্য শঙ্খ সর্টার ধনির ন্যূনতা ছিলনা। বেণী বাবু অধ্যয়নান্তর, গানোড়া দিয়া উচিত্য তামাক খাইতেছেন—ইত্যবসরে একটা গোল উপস্থিত হইল। পাঁচ সাত জন লোক নিকটে আসিয়া বলিল—মশাইগে! বৈদ্য-বাটীর জমিদারের ছেলে আনাদের উপরে উট মারিয়াছে—কেহ বলিল আনার কাঁক ফেলিয়া দিয়াছে—কেহ বলিল আমাকে ঠেলে ফেলিয়াছে—কেহ বলিল আনার মুখে খুঁতু দিয়াছে—কেহ বলিল আনার বিয়ের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে। বেণী বাবু পরদুঃখ কাতর—সকলকে ভবেতবে ও কিছুই দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন পরে ভাবিলেন এ ছেলের তো বৈদ্যানগদ হইবে—এক বেলাতেই গ্রাম কাঁপিয়া দিয়াছে—একদে এখান হইতে প্রস্থান করিলে আমার ছাড় জুড়ায়।

গ্রামের শ্রীগুরু ঋষি ভগবতী ঠাকুরদাদা ও ফচুকে রাজকুমার আসিয়া কিজাসা করিলেন বেণী বাবু এ ছোলেটিকে?—আমরা আশার কথিয়া নিদা যাঁতে জিলাম—গোলের নামটে উঠে পড়িলাম—কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাতে শরীরটা মাটি করিতেছে। বেণী বাবু করিলেন আর ও কথা কেনে বল? একটা কারি কাম্বোগে পড়িমাঁচ—আমার একটা জমিদার। যথ্য কুটম আছে—তার ও হুক দীঘ কিছুই জ্ঞান নাই—কেবল কককগুলা টাকি খাটে। ছেলেটিকে সনে ভর্তি করাইবার জন্য আনার নিকট পাঠাইয়াছে—কিন্তু এখনপোই হাড় কালী হইল—এমন ছেলেকে তিন দিন রাখিলেই বাসিতে ঘুঘু চরবে। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—জনকয়েক চেংড়া পশ্চাতে মতিলাল—“তজ নর শম্ভুসুত্তরে” বলিয়া চাৎকার করিতে অসিল। বেণী বাবু বলিলেন এই আস্তে রে বাবু—চপ ক—আবার ছুই একথা কথিয়া দেও না কি? পাপকোবদায় করিতে পারিলে বাঁচি। মতিলাল বেণী বাবুকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া কবকাষ্য করত কিঞ্চিৎ সঙ্কচিত হইল। বেণী বাবু কিজাসা করিলেন বাবু কোথায় গিয়াছিলে? মতিলাল বলিল মহাশয়দের গ্রামটা কত বড় তাই দেখে এলাম।

পরে বাটীর তিতর যাঁয়া মতিলাল রাম চাকর কতামাক আনিতে বলিল। অসুরি অথবা ভেলসায় গানে না—কড়া তামাকের উপর কড়া তামাক খাইতে লাগিল। রাম তামাক যোগাড়িয়া উঠিতে পারে না—এই আনে—এই নাট। এইরূপ মজদুহ তামাক দেওয়াতে রাম অন্য কোন কাম্ব করিতে পারিল না। বেণী বাবু রোয়াকে বলিয়া স্তম্ভ হইয়া রহিলেন ও একা বার পিছন ফিরিয়া নিট করিয়া উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন।

আছারের সময় উপস্থিত হইল। বেণী বাবু অন্তঃপরে মতিলালকে লইয়া উত্তম অন্ন বাঞ্ছন ও নানা প্রকার চক্ক চম্ব দেখ পেয় দ্বারা পার্বত্য করিয়া তাহুল এই গ্রামের

আপনি শয়ন করিতে গেলেন। মতিলাল শয়নাগারে গিয়া পান তামাক খাওয়া বিচেনার ভিতর ঢুকিয়া। কিছু কাল এ পাশ ও পাশ করিয়া পড়মাড়িয়া উঠিয়া একই বার পায়চারি করিতে লাগিল ও একই বার নীলঠাকুরের মথীসংবাদ অথবা রাম বাবুর বিবাহ গাইতে লাগিল। গানের ভোটে বাটীর সকলের নিদ্রা ছুটে পাল্লাইল।

চতুর্দশদশে রাম ও কাশীজোড়া গিবারী পেলারাম মালি শয়ন করিয়াছিল। দিবসে পরিশ্রম করিলে নিদ্রাটি বড় আরামে হয়, কিন্তু ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত বিবস্ত্র জন্মে। গানের চীৎকারে চাকরের ও মালির নিদ্রা ভাঙিয়া গেল।

পেলারাম : অহে বাপা রাম! এ সড়ার চিড়কারে মোর নিদ্রা হতেছে না—উঠে বসানে দীজ গুড়া কি পেড়াইব।

রাম। (গা মোড়া দিয়া) আরে পাত ঝাঁই কচে—এখন কেন উঠবি? বাবু ভাল নালা কেটে জল এনেছে—এ ছোড়া কাণ ঝালাপালা কলে—গেলে বাঁচি।

পরদিন প্রভাতে বেণী বাবু মতিলালকে লইয়া বৌ-বাজারের বেচারাম বন্দোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বেচারাম বাবু কেনারাম বাবুর পুত্র—বুনিয়াদি বড় মানুষ—সস্তানাদ কিছুই নাই—সাদামিদ্দে লোক কিছু জন্মাবধি গর্দাখাঁদা—অল্প পিটপিটে ও চিড়-চিড়ে। বেণী বাবুকে দেখিয়া স্বাভাবিক নাকি স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “আরে কও কি মনে করে?”

বেণী বাবু : মতিলাল মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া স্কুল পড়িবে—শনিবার দুটি পাইলে বৈদ্যবাটা নাইবে। বাবুরাম বাবুর কলিকাতায় আপনার নত আঙ্গীয় আর নাই এজন্য এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি।

বেচারাম। তাঁর আটক কি—এও ঘর সেও ঘর! আপনার ছেলে পলে নাই—কেবল দুই ভাগিনেয় আছে—মতিলাল স্বচ্ছন্দে থাকুক।

বেচারাম বাবুর নাকি স্বরের কথা শুনিয়া মতিলাল খিলং করিয়া হাসিতে লাগিল। অমনি বেণী বাবু উর্ছৎ করত চোক টিপিতে লাগিলেন ও মনে করিলেন এমন ছেলে সঙ্গে থাকিলে কোথাও সুখ নাই। বেচারাম বাবু মতিলালের হাসি শুনিয়া বলিলেন—বেণী ভায়া! ছেলেটা কিছু বেদড়া দেখিতে পাই যে? বোধ হয় খালককালাবধি বিশেষ নাই পাউয়া থাকিলে। বেণী বাবু অতি অনুসন্ধানী—পুস্তকখা সকলি জানেন, আপনিও ভুগেছেন—কিন্তু নিজ গুণ সকল ঢেকে ঢেকে লইলেন—স্বপ্ন কথা ব্যক্ত করিলে মতিলাল যারা যায়—তাহার কলিকাতায় থাকাও হয়না ও স্কুলে পড়াও হয়না। বেণী বাবুর নিতান্ত বাসনা সে কিছু লেখা পড়া শিখিয়া কোন প্রকারে নান্য হয়।

অনন্তর অন্যান্য প্রকার অনেক আলাপ করিয়া বেচারাম বাবুর নিকট কইতে বিদায় হইয়া বেণী বাবু মতিলালকে সঙ্গে করিয়া শরবোরণ সাহেবের স্কুলে আসিলেন। হিন্দুকালেজ হওয়াতে শরবোরণ সাহেবের স্কুল কিঞ্চিৎ মেডো পড়িয়াছিল এজন্য সাহেব দিন রাত্রি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন—তাঁহার শরীর মোটা—দুরন্তে রৌ ভয়া—গালে সর্কদা পান—বেত হাতে—এক২ বার ক্লাশে বেড়াইতেন ও এক২ বার চৌকিতে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন। বেণী বাবু তাঁহার স্কুলে মতিলালকে ভর্তি করিয়া দিয়া বালীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

৪ কলিকাতায় ইংরাজি শিক্ষার বিবরণ, শিশু শিক্ষার প্রকরণে মতিলালের কৃসঙ্গ ও পত হইয়া পুলিসে আনয়ন।

প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য কবিত্তে আইসেন, সে সনয়ে সেট বয়াথ বাবুরা সওদাগরি করিতেন।

কিন্তু কলিকাতার এক জনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্তা, ইশারাদ্বারা হইত। মানব সম্ভাব এই, যে চাড়া পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারাদ্বারাই ক্রমেই কিছুই ইংরাজী কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপরিম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন জীদারতের পাব্কায় ইংরাজী চর্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রী ও ভানন্দি-রাম দাস অনেক ইংরাজী কথা শিখিয়াছিলেন। রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন, ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাঁহার প্রকটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪। ১৬ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত। পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুল মান্টর-গিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা ভাস্কর্য্য পড়িত, ও কথাই মানে মুখস্থ করিত। বিবাহে অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে আইন ব্যাডিতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বা ওহা দিতেন। X —

কেন্‌কো ও আরাতুন পিট্রস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবরণ সাহেব কিছুকাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।

যদি ছেলেদিগের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁহারা যে স্কুলে পড়ুক আপনং পরিশ্রমের জোরে কিছু না কিছু অবশ্যই শিখিতে পারে। সকল স্কুলেরই দোষ গুণ আছে, এবং এমনই অনেক ছেলেও আছে যে এ স্কুল ভাল নয়, ও স্কুল ভাল নয়, বলিয়া, আজি এখানে—কালি ওখানে ঘুরেই বেড়ায়—মনে করে, গোলমালে কাল কাটাইয়া দিতে পারিলেই বাপ মাকে ফাঁকি দিলান। মতিলাল শরবোরণ সাহেবের স্কুলে দুই এক দিন পড়িয়া, কালুম সাহেবের স্কুলে ভর্তি হইল।

দেখা পড়া শিখিবার তাৎপর্য্য এই, যে সং সম্ভাব ও সং

চরিত্র হইবে—সুবিবেচনা জন্মিবে ও যোঃ বিষয় কর্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এক্ষণে অভিপায় অনুসারে বাসকদিগের শিক্ষা হইলে তাহার সর্বপ্রকারে উন্নত হয় ও ঘরে বশ্বিরে সকল কর্ম ভাল রূপে বুঝিতেও পারে—করিতেও পারে। কিন্তু এসমত শিক্ষা দিতে হইলে, বাপ নাও বন্ধু চাই—শিক্ষকেরও যত্ন চাই। বাপ যে পথে যানেন, ছেলেও সেই পথে যাবে। ছেলেকে সহ করিতে হইলে, আগে বাপের সহ হওয়া উচিত। বাপ মদে মত্ত থাকা যেন ছেলেকে মদ খেতে মানা করিলে, সে তাহা শুনায়ে কেন?—বাপ অসং কর্মে রত হইয়া নীতি উপদেশ দিলে, ছেলে তাহাকে বিজ্ঞান তপস্বি জ্ঞান করিয়া উপভাস করিবে। তাহার বাপ ধর্মা পথে চলে তাহার পুত্রের উপদেশ বড় আবশ্যক করে না—বাপের দেখা দেখি পুত্রের সহ আচার আপনাপনি জন্মে। মাতারও আপন শিশুর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জন্মনির দৃষ্টি থাকে, প্নেহে এবং দুঃখচয়নে শিশুর মন যেমন নরম হয়, এমন কিছুতেই হয় না। শিশু যদি নিশ্চয় রূপে জানে যে এমনও কর্ম করিলে আমাকে না কোলে লইয়া আদর করিবেন না, তাহা হইলেই তাহার সহ সংস্কার বদ্ধমূল হয়। শিক্ষকের কর্তব্য, যে শিশুকে কতকগুলো বহিঃপড়াইয়া কেবল ভোতা পাঠা না করেন। বাহ্য পড়িবে তাহা মুখস্থ করিলে স্মরণ শক্তির পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যদ্যপি বুদ্ধির দোর ও কাজের বিদ্যা না হইল, তবে সে লেখাপড়া শেখা কেবল লোক দেখাবার জন্য। শিষ্য বড় হউক বা ছোট হউক, তাহাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবেক, যে পড়াশুনাতে তাহার মন লাগে—সেরূপ বুঝান শিক্ষার সুধার ও কৌশলের দ্বারা হইতে পারে—কেল তাইস করিলে হয় না।

বৈদ্যবাটীর বাটীতে থাকিয়া মন্ত্রিবাল কিছুনাঃ সুনীতি শেখে নাই। এক্ষণে বহুবাজারে থাকিতে হিতে বিপন্ন হইল। বেচারাম বাবর ছই জন ভাগিনেয় ছিল, তাহা-

দের নাম হুলাধর ও গদাধর, তাহারা জন্মাবধি পিতা কেমন দেখেনাই। মাতার ও মাতুলের ভয়ে একে বার পাঠশালায় গিয়া বসিত, কিন্তু সে নামমাত্র, কেবল পাথে ঘাটে—ছাতে মাঠে—ছুটাছুটি—ছটোছটি, করিয়া বেড়াইত। কেহ দমন করিলে দমন স্থিত না—মাকে বলিত, তুমি এমন করোত জানরা বেরিয়ে যাব। একে চায় আরে, পায়—তাহারা দেখিল মতিলালও তাহাদেরই এক জা। দুই এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল। এক জায়গায় দপে—এক জায়গায় খায়ে—এক জায়গায় শোয়। পরস্পর এ ওব কাখে হাত দেয় ও ঘরে দ্বারে বাহিরে ভিতরে হাত ধরাধরি ও গলা জড়াজড়ি করিয়া বেড়ায়। বেচারাম বাবুর প্রাক্কনী তাহাদিগকে দেখিয়া একে বার বলিতেন আণ্ডা এরা যেন এক মার পেটের তিনটি ভাই।

কি শিশু কি যুবা কি বৃদ্ধ ক্রমাগত চুপ করিয়া, অথবা এক প্রকার কষ্ট লইয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে সময় কাটাইবার উপায় চাই। শিশুদিগের প্রতি এমন নিয়ম করিতে হইবেক যে তাহারা খেলাও করিবে—পড়াশুনাও করিবে। ক্রমাগত খেলা করা অথবা ক্রমাগত পড়াশুনা করা ভাল নহে। খেলাচলা করিবার বিশেষ তাৎপর্য এই, যে শরীর তাজা হইয়া উঠিলে তাহাতে পড়াশুনা করিতে অধিক মন যায়। ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে মন দুর্বল হইয়া পড়ে—যাহা দেখা যায় তাহী মনে ভেসে থাকে—ভাল করিয়া প্রবেশ করে না। কিন্তু খেলাও হিসাব আছে, যে খেলায় শারীরিক পরিশ্রম হয়, সেই খেলাই উপকারক। তাস পাশা প্রভৃতিতে কিছুমাত্র কল নাই—তাহাতে কেবল আলস্য স্বভাব বাড়ে—সেই আলস্যেতে নানা উৎপাত ঘটে। কোন ক্রমাগত পড়াশুনা করিলে পড়াশুনা ভাল হয় না, তেমন ক্রমাগত খেলাতেও বুদ্ধি হোঁতকা হয় কেননা খেলায় কেবল শরীর সবল হইতে থাকে—মনের কিছুমাত্র শ্রম হয় না, কিন্তু মন একটা না একটা বিষয় লইয়া

অবশ্যই নিম্ন কথাকিবে, এমন অবস্থায় তাহা কি কুপথে  
বটে স্বপথে যাইতে পারে? অনেক কালক এইরূপেই,  
অধঃপাতে গিয়া থাকে।

হলধর, গদাধর ও মতিলাল মোকলের যাঁড়ের ন্যায়  
বেড়ায়—যাহা মনে যায় তাই করে—কাহারো কথা শুনে  
না—কথা কহেও মানে না। হয় তাস—নয় পাশ—নয় ঘুড়ি  
—নয় পায়ের—নয় বুলবুল, একটা না একটা লইয়া সব্বা  
আনে। ই আছে—খাবার গণকাশ নাই—শোবার অবকাশ  
নাই—পাটার ভিতর খাইবার জন্য চাকর ডাকিতে আসিলে,  
অননি বলে—না বেটা যা, আমরা যাব না। দাসী আসিয়া  
বলে, অগো না ঠাকুরাণী যে শুভে পান্ না—তাহাকেও  
বলে—দুধহু তারামজাদি। দাসা মধোৎ বলে, আ নরি,  
কি মিষ্ট কথাই শিখেছ। ক্রমেই প্যাড়ার যত হতভাগী  
লক্ষ্যছাড়া—উনপাজুরে—বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ  
হইল। দিবারাজি হটগোল—বৈঠকখানায় কাণ পাতি  
ভার—কেবল হোৎ শব্দ—হাসির গরবা ও ভাষিক চরস  
গাজার চরণা, ধোঁয়াতে অক্ষকার হইতে লাগিল। কার  
সাধ্য সে দিক্ দিয়া যায়—কারই বাপের সাধ্য যে মনি করে।  
বেচারাম বাবু একই দার গন্ধ পান—নাক টিপে ধরেন  
আর বলেন—দূরৎ।

সঙ্গ দোষের ন্যায় আর ভয়ানক নাই। বাপ না ও  
শিক্ষক সর্কদা যত্ন করিলেও সঙ্গ দোষে সব যায়, যে স্থলে  
ঐ রূপ যত্ন কিছু মাত্র নাই, সে স্থলে সঙ্গ দোষে কত মন্দ হয়,  
তাহা বলা যায় না।

মতিলাল যে সকল সঙ্গি পাইল, তাহাতে তাহার  
সুস্থতাব হওয়া দূরে থাকুক, কুস্থতাব ও কুমতি দিনই বাড়িতে  
লাগিল। সঙ্গিতে ছুই এক দিন স্কলে যায় ও অতিকট  
সাক্ষীগোপালের ন্যায় বসিয়া থাকে। হয়তো ছেলেদের সঙ্গে  
ফুটবল নাটকি করে—নয়তো সেলেট্ লইয়া সব্বি আঁকে—  
পড়াশুনায় পাঁচ মিনিটও মন দেয় না। সর্কদা মন টিঙ্ক  
কতকবে সমবয়সিদের সঙ্গে ধূমধাম ও আফ্লাদ আনিস

করিব। এমনই শিক্ষকও আছেন, যে মতিলালের মত  
 ছেলের মন কৌশলের দ্বারা পড়াশুনায় ভেজাইতে পারেন।  
 তাহার শিক্ষা করাইবার নানা প্রকার খাবা জানেনা—  
 যাহার প্রতি যেখারা খাটে, সেই খারা অতুসারে শিক্ষা দেন।  
 এক্ষণে সরকারি স্কুলে যেহেতু পড়ুক্ষে রকম শিক্ষা হইয়া  
 থাকে, কালুস সাহেবের স্কুলেও সেই রূপ শিক্ষা হইত।  
 এতোক ক্লাশের এতোক বালকের প্রতি সমান তদারক  
 হইত না—ভারিও বহি পড়ুবার মধ্যে সহজও বহি ভাল-  
 রূপে বুদ্ধিতে পাবে কি না, তাহার অনুসন্ধান হইত না—  
 অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের  
 গৌরব হইবে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল—ছেলেরা মথস্থ বলে  
 গেলেই হইত,—বুঝুক বা না বুঝুক জানা আবশ্যিক বোধ  
 হইত না এবং কি শিক্ষা করাইলে উপর কালে কর্ম্মে  
 লাগিতে পারিবে তাহারও বিবেচনা হইত না, এমত স্কুলে  
 যে ছেলে পড়ে তাহার বিদ্যা শিক্ষা কপালের বড় জোর  
 না হইলে হয় না।

মতিলাল যেমন বাপের পেটা—যেমন সহবত পাইয়া-  
 ছিল—যেমন স্থানে বাস করিত—যেমন স্কুলে পড়িতে  
 লাগিল তেমন তাহার বিদ্যাও ভারি হইল। এক প্রকার  
 শিক্ষক প্রায় কোন স্কুলে থাকে না, কেহবা প্রাণান্তক  
 পরিশ্রম করিয়া মরে—কেহবা গোপে তা দিয়া উপর চাল  
 চালিয়া বেড়ায়। বটতলার বক্রেশ্বর বাবু কালুস  
 সাহেবের সোণার কাটি রূপার কাটি ছিলেন। তিনি  
 যাবতীয় বড়মাতৃঘের বাটীতে যাইতেন ও সকলকেই বলি-  
 তেন আপনার ছেলের আনি সর্সদা তদারক করিয়া থাকি—  
 মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন! সেতো ছেলে নয়, পুরশ  
 পাথর! স্কুলে উপর উপর ক্লাশের ছেলেদিগকে পড়াইবার  
 ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন, তাহা নিজে বসিতে  
 পারিতেন কি না, সন্দেহ। এ কথা প্রকাশ হইলে সোণ  
 অপমান হইবে, এজন্য চেপে চেপে রাখিতেন। বালক-  
 দিগকে কেবল মথন পড়াইতেন—মানে জিজ্ঞাসা করিলে

বলিতেন তিকুনেরি দেখ। ছেলেরা বাহা তরঙ্গনা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটা কুটি করিতে হয়, সব বজা রাখিলে নাটকগিরি চলে না, কার্য্য শব্দ কাটিয়া কল্প লিখিতেন, অথবা কল্প শব্দ কাটিয়া কার্য্য লিখিতেন—ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তোমরা বড় বেআদব, আমি যাহা বলিব তাহার উপর আবার কথা কও? মধো২ বড়নাভুষের ছেলেদের লইয়া বড় আদর করিতেন ও জিজ্ঞাসা করিতেন তোমাদের অমুক জায়গার ভাড়া কত—অমুক ভালকের মনফা কত? মতিলাল অল্প দিনের মধ্যে বক্রেস্বর বাবুর অতি প্রিয় পাত্র হইল। আজ ফুলটি, কাল ফলটি, আজ বইখানি, কাল হাতরুনাখানি আনিত, বক্রেস্বর বাবু মনে করিতেন মতিলালের মত ছেলেদিগকে হাত ছাড়া করা ভাল নয়—ইহারা বড় হইয়া উঠিলে আমার বেগুন ক্ষেত হইবে। স্কুলের তদারকের কথা লইয়া খুঁটি নাটি করিলে আমার কি পরকালে সাক্ষি দিবে?

শারদীয় পূজার সময় উপস্থিত—বাজারে ও স্থানে স্থানে অতিশয় গোল—ঐ গোলে মতিলালের গোলে হরিদোল বাড়িতে লাগিল। স্কুলে থাকিতে গেলে দুটকটানি ধরে—একবার এ দিগে দেখে—একবার ও দিগে দেখে—একবার বসে—একবার ডেকু বাজায়,—এক লহমাণ্ড স্থির থাকে না। শনিবারে স্কুলে আসিয়া বক্রেস্বর বাবুকে বলিয়া কহিয়া হাণ্ডস্কুল করিয়া বাটা যায়। পথে পানের খিনি খরিদ করিয়া দুই পাশে পায়রাওয়াল ও ঘড়িওয়ালার দোকান দেখিয়া যাইতেছে—অমান মুখ, কাহারও প্রতি দৃকপাত নাই, ইতিমধ্যে পুলিশের এক জন সারজন ও কয়েক জন পোয়ন্দা দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল। সারজন কহিল তোমার নাম পর পুলিশের গেরেফতারি হয়—তোমাকে জরুর জানে হোণা। মতিলাল হাত বাঁধা বাগড়ি করিতে আরম্ভ করিল। সারজন বলবান—জোর হিড়হ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মতি-

লাল ভূমিতে পড়িয়া গেল—সমস্ত শরীরে ছড় গিয়া পূলায় পরিপূর্ণ হইল, তবুও এক২ বার ছিনিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সারজনও মশো২ ছুই এক কিল ও দুসা মারিতে থাকিল। অবশেষে রাস্তায় পড়িয়া সাপকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এক২ বার তাহার মনে উদয় হইল যে কেন এমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম—কলোকে২র সঙ্গী হইয়া আমার সঙ্গনাশ হইল। রাস্তায় অনেক লোক জমিয়া গেল—এ ওকে ঝুঁকাসা করে—বাণপারটা কি? ছুই এক জন বুড়ী বলগনি করিতে লাগিল, তাহা কাণ বাছাকে এমন করিয়া মারেণা—ছেলেটির মুখ যেন চাঁদের মত—ওর কথা শুনে আমাদের গাণ কেঁদে উঠে।

সূর্য্য অস্ত না হইতেও মতিলাল পুলিসে আনীত হইল, তথায় দেখিল যে হলধর, গদাপন্ন ও পাড়ার রানগোবিন্দ দৌলগোবিন্দ, মানগোবিন্দ প্রভৃতিকেও পরিয়া আনিয়াছে—তাহারা সকলে অপোয়ুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বেলাকিরুর সাহেব নোজ্জিফট—তাঁহাকে তজবিজ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি বাসী গিয়াছেন এজন্য সকল আশানিকে বেনিগারদে থাকিতে হইল।

৫ বাবুরামবাবুকে সংবাদ দেওনার্থে প্রেমনারায়ণকে প্রেরণ, বাবুরামেরে সভাপর্জন, ঠকচাচার পরিচয়, বাবুরামের স্বাধীন সহিত কথোপকথন, কলিকাতায় আগমন—প্রভাত কাণীন কলিকাতার বর্নন, বাবুরামের বাণ্গারামের বাসীতে গমন তথ্যে আত্মীয়দিগের সহিত থাকায় ও মতিলাল সংক্রান্ত কথোপ কথন।

৬ বাবুরামের নাগাল পালান না গো সই—ওগো নরমেতে নরে রই—টক্—টক্—পটাস—পটাস, মিয়াজান গাডো-

যান একবার গান করিতেছে—টিটকারি দিতেছে ও শালার  
 গরু চলতে পারেনা বলে লোক মচড়াইয়া সপাৎ নাহিতেছে।  
 একটু মেঘ হইয়াছে—একটু বায়ু শক্তিতেছে—গরু দুটা  
 হনং করিয়া চািয়া একখানা ঢকড়া গাড়িকে ধিছে ফেলিয়া  
 গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজমদার যাইতেছিলেন  
 —গাড়িখানা বাতাসে দোলো—দোড় দুটা বেটো মোড়ার  
 বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংসং ডংসং করিয়া চলিতেছে  
 —পটাপটা পটাপটা চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোন ক্রমেই চাল  
 বেগড়াই না। প্রেমনারায়ণ দুইটা ভাত মখে দিয়া শওয়ার  
 হইয়াছেন—গাড়ির হেঁকোঁচ হেঁকোঁচে প্রাণ ওঠাগত।  
 গরুর গাড়ি এগিয়ে গেল তাহাতে আরো বিরক্ত হইলেন।  
 এবিষয়ে প্রেমনারায়ণের দোষ দেওয়া মিছে—অভিমান  
 ছাড়া লোক পাওয়া ভার। প্রায় সকলেই আপনাকে  
 আপনি বড় জানে। একটুকু মানের ক্রটি হইলেই কেহ  
 তেলে বেগুনে জলে উঠে—কেহই মুখটি গোঁজ করিয়া বসিয়া  
 থাকে। প্রেমনারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন ননের কথা  
 আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—চাকরি করা স্বাক্ষারি—  
 চাকরে কুকারে স্তম্ভন—ছকম করিলে দোড়িতে হয়। মতে,  
 হলা, গদার জ্বালায় চিরকালটা জ্বলে নরেছি—আমাকে  
 খেতে দেয় নাই—শুতে দেয় নাই—আমার নামে গান বাঁধিত  
 —সর্দার ক্ষুদ্রে পীপড়ার কামড়ের মত ঠাটা করিত—আমাকে  
 ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যে  
 আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হোং করিত।  
 এসব সহিয়া কোন ভালো মানুষ টিকিতে পারে? ইহাতে  
 সহজ মানুষ পাগল হয়! আমি যে কলিকাতা ছেড়ে পলাই  
 নাই এই আমার বাহাজুরি—আমার বড় গুরু বল যে  
 অদ্যাপিও সরকারিগণি কষ্টটি বজায় আছে। ছোঁড়াদের  
 যেমন কর্ম তেমনি ফল। এখন জ্বলে পচে মরুগ—অর  
 খেন খালান হয় না—কিন্তু একথা কেবল কথার কথা, আমি  
 নিজেই খালাসের উদ্বিগ্নে যাইতেছি। মনিবওয়ারি কর্ম  
 চারা কি? মানুষকে পেটের জ্বালায় সব করিতে হয়।

বৈদ্যবাবুর বাবুরাম বাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন হরে পাটিপিতেছে। একপাশে ছুই এক জন ভট্টাচার্য্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়া ছুন্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া চোকর কচু-কচি করিতেছেন। এক পাশে কয়েক জন শতরঞ্চ খেলিতেছে তাহার মধ্যে এক জন খেলওয়াল্ড মাথায় হাত দিয়া ভাবি-তেছে—তাহার সর্কনাশ উপস্থিত—উঠবার কিস্তিতেই মাত। এক পাশে ছুই এক জন গায়ক বস্ত্র মিলাইতেছে—তানপুরা নেওং করিয়া ডাকিতেছে। এক পাশে মুছুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জনার প্রজ্ঞা ও মহাজন সকলে দাঁড়া-ইয়া আছে—অনেকের দেলা পাওনা ডিগ্রি ডিসমিস হইতেছে—বৈঠক খানা লোকে খইং করিতেছে। মহাজনেরা কেহই বলিতেছে মহাশয় কাহর শিন বংসর—কাহার চার বংসর হইল আমরা জিনিস সরবরাহ করিয়াছি, কিন্তু টাকানা পাওয়াতে বড় ক্লেশ হইতেছে—আমরা অনেক হাঁটাইটি করিলাম—আমাদের কাজ কষ্ট সব গেল। খচুরা মহা-জনেরা যথা তেলওয়াল্লা, কাঠওয়াল্লা, মদেশওয়াল্লা তাহা-রাও কেঁদে ককিয়ে কহিতেছে—মহাশয় আমরা নারা গেলাম—আমাদের পুঁটিনাছের প্রাণ—এমন করিলে আমরা কেমন করে বাঁচিতে পারি? টাকার তাগাদা করিতেও আমাদের পায়ের বাঁধন ছিড়িয়া গেল,—আমাদের দোকান পাট সব বন্ধ হইল, মাগ ছেলেও শুকিয়ে মরিল। দেওয়ান একই বার উত্তর করিতেছে—তোরা আজ বা—টাকা পাখি-দইকি—এত বকিম কেন? তাহার উপর যে ডেডে কথা কহিতেছে অমনি বাবুরাম বাবু চোক নুখ ঘুরাইয়া তাহাকে স্মারি গালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন। বাঙ্গালি বড় মানুষ বাবুরা দেশ শুদ্ধ লোকের জিনিস ধারে লন—টাংগ দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে—বাক্কের ভিতর টাকা কে কিছু টাল নাটাল না করিলে বৈঠক খানা লোকে বায়ল ও জগজমা হয় না। গরিব ছুংখী মহাজন বাঁচিলো

কি নরিলো তাহাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু এরূপ বড় মানুষ করিলে তাপ পিতামহের নাম বজায় থাকে। অন্য কতক গুলি কতো বড়মানুষ আছে—তাহাদের উপরে চাকন চাকন, ভিতরে খাঁড়। বাহিরে কোঁটার পদন ঘরে ছুঁচার কাঁঠন, আর দেখে বায় করিতে ততলেই মনে ধরে—তাহাতে বাগানও হয় না—বাবুগিরিও চলে না, কেবল চটক দেখাইব মহাজনের চক্ষে পূজা দেয়—যারে টাকা কি জিনিস পাঠিয়ে চাওয়াও হয়—বড় পেড়া-পেড়ি ততলে এর নিয়ে গুকে দেয় অবশেষে সমন ওয়ারিণ বাহির হইলে কিয় আশয় পোনি করিয়া পাঠাক হয়।

বাবুরাম বাবুর টাকাতে অতিশয় মায়া—বড় হাত ভারি—বাবু থেকে টাকা বাহির করিতে হইলে বিষম দায় হয়। মহাজনদিগের মজিত কচকিচি কককি করিতেছেন, ইতি মধ্যে প্রেমনারায়ণ মজুমদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কুলিকাতার সকল সমাচার কাণে বলিলেন। বাবুরাম বাবু শুনিয়া লুকু হইয়া থাকিলেন—বাপ হইল যেন বজু ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় পড়িল। অনেক কাল পরে সুস্থির হইয়া ভাবিয়া মোকাজান মিয়াকে ডাকিলেন। মোকাজান আদালতের কক্ষে বড় পট্টা অনেক জমিদার নীলকর প্রভৃতি সর্বদা তাহার সহিত পরামর্শ করিত। জাল করিতে—সাক্ষী মাজাইয়া দিতে—দীর্ঘোগা ও আনলা-দিগকে বশ করিতে—গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে—মাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে নয়কে বশ করিতে তাহার তুল্য আর এক জন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত, তিনিও তাহাতে গণিয়া মাজিতেন এবং মনে করিতেন আমার শুভ-ক্ষণে জন্ম হইয়াছে—রাজান ইদ সোবেরাত আমার করা সার্থক—বোপ হয় পিরের কাছে কসে কয়তালিলে আমার কদরত আরও বাড়িয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া একটা বদনা লইয়া উদ্ভ করিতে ছিলেন বাবুরাম বাবুর ডাক

যাকি হাঁকাহাঁকিতে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া নিজের  
সকল সংবাদ শুনিলেন; কিছুকাল ভাবিয়া বলিলেন—  
‘উর কি বাবু? এমন কত শত মকদ্দমা মুঁত উড়াইয়া দিয়েছি  
এবা কোন ছারে? মোর কাছে পাকা লোক আছে—  
তেনাদের সাথে করে গিয়ে যাব—তেনাদের জবানবন্দিতে  
মকদ্দমা জিতব—কিছু উর কর না—কেল খুব ফজরে  
এসবো, এজ চললাম।’

বাবুরাম বাবু সাহস পাইলেন বটে তথাপি ভ্যাবনা  
অস্থির হইতে লাগিলেন। আপনার স্ত্রীকে বড় ভালবাসিতেন।  
স্ত্রী যাহা বলিতেন সেই কথাই কথা—স্ত্রী যদি বলিতেন এ  
জল নয় দুধ, তবে তোথে দেখিলেও বলিতেন তাইহো এ  
জল নয়—এ দুধ—না হলে গৃহিণী কেন বলবেন?  
অন্যান্য লোকে আপন পত্নীকে ভালবাসে বটে কিন্তু  
তাহারা বিবেচনা করিতে পারে যে স্ত্রীর কথা কোন বিষয়ে  
ও কত দূর পর্য্যন্ত শুনা উচিত। সুপুরুষ আপন পত্নীকে  
অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসে কিন্তু স্ত্রীর সকল কথা শুনিতে  
গেলে পুরুষকে শাড়ী পরিয়া বাটীর ভিতর থাকা উচিত।  
বাবুরাম বাবু স্ত্রী উঠ বলিলে উঠিতেন—বস বলিলে  
বসিতেন। কয়েক মাস হইল গৃহিণীর একটা মকদ্দমার  
হইয়াছে—কোলে লইয়া আদর করিতেছেন—তুই দিগে  
তুই কন্যা বসিয়া রহিয়াছে, ঘরকমা ও অন্যান্য কথা হইতেছে  
এমত সময়ে কর্তা বাটীর মধ্যে গিয়া বিষয় ভাবে বসিলেন  
এবং বলিলেন—গিন্নি! আমার কপাল বড় মন্দ—মনে  
করিয়াছিলাম মতি মানুষ মুশ্ব হইলে তাহাকে সকল  
বিষয়ের ভার দিয়া আমরা কাশীতে গিয়া বাস করিব কিন্তু  
সে আশায় বুঝি বিধি নিরাশ করিলেন।

গৃহিণী। ওগো—কি—কি—শীঘ্র বল কথা শুনে যে  
আমার বুক খড়্‌ফড়্‌ করতে লাগল—আমার মতি তো  
ভাল আছে?

কর্তা। হাঁ—ভাল আছে—শুনিলাম পুলিশের লোক  
আজ তাহাকে ধরে হিঁচুড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে।

গৃহিণী। কি বললে?—মতিকে হাঁচুড়েরা লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে? ওগো কেন কয়েদ করেছে? অহা বাচ্চা গায়ে কতই ছড় গিয়াছে, বুঝি আবার বাচ্চা পেতেও পায়-নাই—শুতেও পায়নাই! ওগো কি হবে? অশমার মতিকে এখনি আনিয়া দাপ।

এই বলিয়া গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন দুই কন্যা চক্ষের জল মুচাইতে নানা প্রকার সাস্তুনা করিতে আরম্ভ করিল। গৃহিণীর রোদন দেখিয়া কোলের শিশুটিও কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে কথ্য বর্ত্তার ছলে কর্ত্তা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন মতিলাল মধ্যে বাড়ীতে আসিয়া মায়ের নিকট হইতে নানা প্রকার ছল করিয়া টাকা লইয়া যাউত। গৃহিণী একথা প্রকাশ করেন নাই—কি জানি কর্ত্তা রাগ করিতে পারেন—অথচ ছেলেটিও আছুরে—গোসা করিলে পাছে প্রমাদ ঘটে। ছেলে পুলের সংক্রান্ত সকল কথা স্ত্রীলোকদিগের স্বামির নিকট বলা ভাল। রোগ লকাইয়া রাখিলে কখনই ভাল হয় না। কর্ত্তা গৃহিণীর সহিত অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পরামর্শ করিয়া পর দিন কলিন্দাতায় যে স্থানে যাইবেন তথায় আপনার কয়েক জন আত্মীয়কে উপস্থিত হইবার জন্য রাজতেই চিঠি পাঠাইয়া দিলেন।

সুখের রাত্রি দেখিতে যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে তখন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি পোহাইল কিম্বা পোহাইতে পোহাইতেও পোহায় নাই। বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা কৌশল—নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতেও ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতে ভাঁটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘনি জুড়ে দিয়েছে—বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—খোবার গাধা থপাস করিয়া যাইতেছে—মাছের তরকারির বাজর হই করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ গাও-

তেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবর্তা করিতেছে। কেহ বলিছে পাণ ঠাসরবার জ্বালায় প্রাণটা গেল—কেহ বলে আমার শাশুড়া মাগি বড় বৌকাঁটিকি—কেহ বলে দিদি আনার আর বাঁচতে সাধ নাই—বৌছাঁড়ি আমাকে ছুপা দিয়া খেতলায়—নেটা কিছুই বলে না; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে আঁহা এখন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল—কবে মরি কবে বাঁচি এইবেলা তার বিএটি দিয়ে নি।

এক পসলা নৃষ্টি তইয়া গিয়াছে—আকাশে স্থানে স্থানে কাণামেঘ আছে—রাস্তা ঘাট সের্ত করিতেছে। বাবুরাম বাবু এক ছিলিম তমাক খাইয়া এক খানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাঙ্কর চেঁকা করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—অনেক চাড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকন সকম দেখিয়া কেহ বলিল—ওগো বাবু বাঁকা মুটের উপর বসে যাবে? তাহা হইলে দুপয়সায় হয়? তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে—বলিয়া যেমন বাবুরাম দৌড়িয়া মারিতে যাবেন অমনি দড়ান করিয়া পড়িয়া গেলেন। ছোঁড়া গুলা হোং করিয়া দূরে থেকে হাত তালি দিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু অধোমুখে শীঘ্র এক খানা লকটে রকন কেরাধিতে ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া উঠিলেন এবং খনং খনং শব্দে বাহির শিমলের বাঞ্চারাম বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঞ্চারাম বাবু বৈঠকখানার উকিল বটলর সাহেবের মুতস্বদি—আইন আদালত—মামলা রকদয়ায় বড় খড়িবাজ। মাসে মাহিনা ৫০ টাকা কিছু প্রাপ্তির সীমা নাই বাটীতে নিত্য ক্রিয়া কাণ্ড হয়। তাহার বৈঠকখানায় বালীর বেণী বাবু, বহুবাজারের বেচারাম

বাবু, বটতলার বক্রেস্বর বাবু আসিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন।

বেচারাম! বাবুরাম! ভাল ছদ্ম দিয়া কাল সাপ পুষ্টিয়া ছিলে। তোমাকে পুনঃ বলিয়া পণঠাইয়াছিলান আমার কথা গ্রাহ্য কর নাহি—ছেলে হতে ইতকালও গেল—পরকালও গেল। মতি দেবাব মদ খায়—জোয়া খেলে—অখাদ্য আহার করে। জোয়া খেলিতেই ঘরা পড়িয়া চৌকিদারকে নিৰ্ঘাত না'রিয়াকে। হলা গদা ও আবার ছোঁড়ারা তাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাহি। মনে করিয়াছিলান হলা ও গদা এক গণ্ডম জল দিবে এখন সে গুড়ে বাগি পড়িল। ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব? দাঁরঃ।

বাবুরাম। কে কাহাকে মন্দ করিয়াছে তাহা নিশ্চয় করা বড় কঠিন—এক্ষণে ত্বিদের কথা বলুন!

বেচারাম। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর—আমি জ্বালা-তন হইয়াছি—রাত্রে ঠাসর ঘরের ভিতর ঘাইয়া বোতলঃ মদ খায়—চবস গাঁজার পোয়াতে কড়িকাট কাল করিয়াছে—রুপা সোণার জিনিস চুরি করিয়া বিক্রি করিয়াছে আবার বলে একদিন শালগ্রামকে পোড়াইয়া চূর্ণ করিয়া পানের সঙ্গে খাইয়া ফেলিব। আমি আবার তাহাদের খালাসের জন্যে টাকা দিব? দাঁরঃ!

বক্রেস্বর। মতিলাল এত মন্দ নহে—আমি স্বচক্ষে স্কুলে দেখিয়াছি তাহার স্বভাব বড় ভাল—সেতো ছেলে নয়, পরেস পাথর, তবে এমনটা কেন হইল বলিতে পারি না।

ঠক চাচা। মুই বলি এসব ফেলত বাতের দরকার কি? ত্যাল খেড়ের বাতে তে কি মোদের প্যাট ভরবে? মকদ্দমা-টার বুনিয়াদটা পেরুড়ে শেজিয়া কেলায়াওক।

বাপ্পোরাম (মনেই বড় আক্লাদ—মনে করিতেছেন বুঝি চিড়া দই পেকে উঠিল) কারবারি লোক'না হইলে কপরবারের কথা বুঝে না। ঠক চাচা যাহা বলিতেছেন তাই হই

কাজের কথা। ছুই এক জন পাকা সাক্ষিকে ভাল তালিম  
করিয়া রাখিতে হইবে—আমাদিগের বটলর সাহেবকে  
উকিল পরিতে হইবে—তাতে যদি মকদ্দমা জিত না হয় তবে  
বড় আদালতে লইয়া যাব—বড় আদালতে কিছু না হয়—  
কোনসেল পর্য্যন্ত যাব,—কোনসেলে কিছু না হয় তো বিলাত  
পর্য্যন্ত করিতে হইবে। একি ছেলের হাতে পিটে? কিছ  
আমাদিগের বটলর সাহেব না থাকিলে কিছুই হইবে না।  
সাহেব বড় খাম্বা—তিনি অনেক মকদ্দমা আকাশে ফাঁদ  
পাতিয়া নিকাশ করিয়াছেন আর সাক্ষিদিগকে যেন পাখী  
পড়াইয়া তইয়ার করেন।

বক্রেস্বর বাবু, আপদে পড়িলেই বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক  
হয়। মকদ্দমার তরির অবশ্যই করিতে হইবেক। বে  
তরিরে দাঁড়িয়া হারা ও হাততালি খাওয়া কি ভাল?

বাঞ্জারাম বাবু। বটলর সাহেবের মত বুদ্ধিনান উকিল  
আর দেখিতে পাই না। তাহার বুদ্ধির বনিহারি যাই।  
এসকল মকদ্দমা তিনি তিন কথাতে উড়াইয়া দিবেন। এক্ষণে  
শীঘ্র উঠুন—তাঁহার বাটীতে চলুন।

বেণী বাবু। মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। প্রাণ  
বিয়োগ হইলেও অধর্ম্ম করিব না। খাতিরে সব কর্ম্ম পারি  
কিছ পরকালটি খোয়াইতে পারি না। বাস্তবিক দোষ  
থাকিলে দোষ স্বীকার করা ভাল—সত্যের মাইর নাই—  
বিপদে মিথ্যা পথ আশ্রয় করিলে বিপদ বাড়িয়া উঠে।

ঠক চাচা। হা—হা—হা—হা—মকদ্দমা করা কেভাবি  
লোকের কাম নয়—তেনারা একটা ধাবকান্বেই পেলেয়ে যায়।  
এনার বাত সাক্ষিক কাম করলে মোদের মেটির ভিতর জন্দি  
যেতে হবে—কেয়া খুব!

বাঞ্জারাম। আপনাদের সাজ করিতে দোল কুরাল।  
বেণী বাবু স্থিরপ্রজ্ঞ—নীতি শাস্ত্রে জগন্নাথ তর্কপঞ্চা-  
নন, তাঁহার সঙ্গে তখন এক দিন বালীতে গিয়া তর্ক করা  
হাইবেক? এক্ষণে আপনারা গাঢ়োখান করুন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! তোমার যে মত আমার সেই মত—তুমি তিন কাল গিয়াছে—এক কাল ঠেকেছে, আমি প্রাণ গেলেও অপসন্ন করিব না আর কাহার জন্যে বা অপসন্ন করিব? ছোড়ারা আমার হাড় ভাজান করিয়াছে—তাদের জন্যে আমি আবার খরচ করিব—তাদের জন্যে মিথ্যা সাক্ষি দেওয়াইব? তাহারা জেপে যায় তো এক প্রকার আমি বাঁচি। তাদের জন্যে আমার খেদ কি?—তাদের মুখ দেখিলে গা জ্বলে উঠে—হুঁহু!!!

৬ মতিলালের মাতার চিন্তা, গৃহিণী দ্বয়ের কথোপকথন, বেণী ও বেচারাম বাবুর নীতি বিষয়ে কথোপকথন ও বরদাপ্রসাদ বাবুর গরিচয়!

বৈদ্যবাটীর বাটীতে স্বস্ত্যচন্দনের ধূম লেগে গেল। সূর্য্য উদয় না হইলেও শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, রামগোপাল চুড়া-মণি প্রভৃতি জুপ করিতে বসিলেন। কেহ তুলসী দেন—কেহ বিলুপত্র বাছেন—কেহ বসবসন করিয়া গালবাদ্য করেন—কেহ বলেন যদি মঙ্গল না হয় তবে আমি বামুন নহি—কেহ কহেন যদি মন্দ হয় তবে আমি পৈতে ওলাব। বাটীর সকলেই শশব্যস্ত—কাহারো মনে কিছুনাও সুখ নাই।

গৃহিণী জানালায় নিকটে বসিয়া কাতরে আপন উষ্ণ দেবতাকে ডাকিতেছেন। কোলের ছেলেটি চুষী লইয়া চষিতেছে—মর্ধ্যের হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। শিশুটির প্রতি একই বার নৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী মনেই বলিতেছেন—জাহ্নু! তুমি আবার কেমন হবে বলিতে পারি না। ছেলের না হবার এক জ্বালা—হবার শতক জ্বালা—যদি ছেলের একটু রোগ হলো, তো মারি প্রাণ অমনি উড়ে গেল। ছেলে কিসে ভাল হবে এজন্য মা শরীর একেবারে ঢেলে দেয়—তখন খাওয়া বল, শোয়া বল, সব ঘরে যান—দিনকে দিন বন্ধান হয় না, রাতকে রাত জ্ঞান হয় না, এক

দুঃখের ছেলে বড় হয়ে যদি সুস্থান হয় তবেই সব সার্থক, তা না হলে মার জীবন্তে মৃত্যু—সংসারে কিছুই ভাল লাগে না—পাড়াপড়ুর কাছে মুখ দেখাতে উচ্চা হয় না—বড় মুখটি ছোট হয়ে যায়, আর মনে হয় যে পৃথিবী দোফাক হও আমি তোমার ভিতর সেদুই। মতিকে যে কবে মামুষ করেছি ত শুকদেবই জানেন—এখন বাচ্চা উড়তে শিখে আনাকে ভাল সাফাই দিতেছেন। মতির কুকুম্বের কথা শুনে আমি ভয়ানক হয়েছি—দুঃখেতে ও খুশিতে মরে রয়েছি। কর্তাকে সকল কথা বলি না, সকল কথা শুনিলে তিনি পাগল হতে পারেন। দর হউক, আর ভাবিতে পারি না! আমি মেয়ে মামুষ, ভেবেই থাকি করি বা—ম কপালে আছে তাই হবে।

দাসী আসিয়া খোকােকে লইয়া গেল। গৃহিণী আফ্রিক করিতে বসিলেন। মনের ধন্দাই এউ, যখন এক বিষয়ে মগ্ন থাকে তখন সে বিষয়টী হঠাৎ ভুলিয়া আর একটি বিষয়ে প্রায় যায় না। এট কারণে গৃহিণী আফ্রিক করিতে বসিয়াও আফ্রিক করিতে পারিছেন না। এক২ বার যত্ন করেন জপে মন দি, কিন্তু মন সে দিকে যায় না। মতির কথা মনে উদয় হইতে লাগিল—সে যেন প্রবল শ্রোত, কার সাধ্য নিবারণ করে। কখনও বোধ হইতে লাগিল তাহার কয়েদ ছকুম হইয়াছে—তাহাকে বাধিয় জেলে লইয়া যাইতেছে—তাহার পিতা নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন,—দুঃখেতে ঘাড় হেঁট করিয়া রোদন করিতেছেন। কখন বা জ্ঞান হইতেছে পুত্র নিকটে আসিয়া বলিতেছে মা আমাকে ক্ষমা কর—আমি যা করিয়াছি তা করিয়াছি আর আমি কখন তোমার মনে বেদনা দিব না, আবার এক২ বার বোধ হইতেছে যে মতির ঘোর বিপদ উপস্থিত—তাহাকে জন্মের মত দেশান্তর যাইতে হইবেক। গৃহিণীর চটক ভাবিয়া গেলে আপন আপনি বলিতে লাগিলেন—এ দিনের বেলা—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না—এ তো স্বপ্ন নয়, তবে কি খেয়াল দেখিলুম? কে জানে আমার

মনটা আজ কেন এমন হচ্ছে! এই বলিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ভূমিতে আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন।

ছুই কন্যা মোক্ষদা ও প্রমদা ছাত্তের উপরে বসিয়া মাথা শুকাইতে ভিলেন।

মোক্ষদা! ওরে প্রমদা চুল গুলা ভাল করে এলিয়ে দে না, তোর চুল গুলা যে বড় উষ্ণ খুষ্ণ হয়েছে?—না হবেই বা কেন? সাত জনে তো একটু তেল পড়ে না—মানুষের তেলে জলেই শরীর, বার মাস রক্ষা নেয়ে কি একটা রোগ নারা করবি? তুই এত ভাবিস কেন?—ভেবে যে দড়ি বেটে গেলি।

প্রমদা। দিদি! আমি কি সাধ করে ভাবি? মন বুঝে না কি করি? ছেলেবেলা বাপ একজন কুর্দীনের ছেলেকে ধরে এনে আমার বিবাহ দিয়েছিলেন—একথা বড় হয়েছে শুনেছি। প্রতি কত শত স্থানে বিয়ে করেছেন, আর তাঁহার যেরূপ চরিত্র তাতে তাঁহার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না। অমন স্বামী না থাকা ভাল।

মোক্ষদা। হাবি! অমন কথা বাণিসনে—স্বামী মন্দ হউক ছন্দ হউক, মেয়ে মানুষের এয়ত থাকা ভাল।

প্রমদা। তবে শুনবে! আর বৎসর যখন আমি পালা স্বর ভগতেছি—দিবারাত্রি বিছানায় পড়ে থাকতুম—উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিলনা, সে গময় স্বামী আসিয়া উপস্থিত হগেন। স্বামী কেমন, রত্নান হওয়া অবধি দেখি নাই, মেয়ে মানুষের স্বামির ন্যায় ধন নাই। মনে করিলাম তুই দণ্ড কাছে বসে কথা কহিলে রোগের যন্ত্রণা কম হবে। দিদি বললে প্রত্যয় যাবে না—তিনি আমার কাছে দাঁড়াইয়াই অমনি বললেন যোল বৎসর হইল তোমার বিবাহ করে গিয়াছি—তুমি আমার এক স্ত্রী—টাকার দরকারে তোমার নিকটে আসিতৈছি—শীঘ্র যাব—তোমার বাপকে বললাম তিনিতো ফাঁকি দিলেন—তোমার ছাত্তের গহনা খুলিয়া দাও। আমি বললাম না। জিজ্ঞাসা করি—যা যা বলবেন তাই করবো। এই কথা

শুনিবা মাত্রে আমার হাতের বাঁকা গাছটী ফোর কবে খুলে নিলেন আমি একটু হাত বাগড়াবাগড়ি করেছিলুম, আমাকে একটা লাগি মারিয়া চণিয়া গেলেন—তাতে আমি অজ্ঞান হইয়ে পড়েছিলুম, তার পর মা আসিয়া আমাকে অনেকক্ষণ বাতাস করিতে আমার চেতনা হয়।

মোক্ষদা। প্রমদা! তোর দুঃখের কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আইসে, দেখ তোর তবু এয়ত আছে আনার তাও নাই।

প্রমদা। দিদি স্বামির এই রকম। ভাগ্যে কিছুদিন আমার বাড়ী ছিলাম তাই একটু লেখা পড়া ও ছন্দারি কর্ম্ম শিখিরাছি। সমস্ত দিন কর্ম্ম কাজ ও মধ্যে লেখা পড়া ও ছন্দারি কর্ম্ম করিয়া মনের দুঃখ তোক বেড়াই। একলা বসে যদি একটু ভাবি তো মনটী মননি ছলে উঠে।

মোক্ষদা। কি করবে? আর জন্মে কত পাপ করা গিয়াছিল তাই আমাদের এত ভোগ হতেছে। খাটা খাটনি করলে শরীরটা ভাল থাকে মনও ভাল থাকে। চুপ করিয়া বসে থাকিলে দুঃখ বনা বন, দুঃখিতি বন, রোগ বন, সকল আসিয়া পরে। আমাকে একথা মামা বলে দেন আমি এই করে বিপবা হওয়ার যন্ত্রণাকে অনেক খাট করেছি, আর সর্বদা ভাবি যে সকলই পরমেশ্বরের হাত, তাঁর প্রতি মন থাকাই আসল কর্ম্ম। বোন! ভাবতে গেলে ভাবনার সমুদ্রে পড়তে হয়। তার কূল কিনারা নাই। ভেবে কি করবি? দশটা ধর্ম্ম কর্ম্ম কর—বাপ মার সেবা কর—ভাই ভূটির প্রতি যত্ন কর, আবার তাদের ছেলেপুলে হলে লালন পালন করিস—তারাই আমাদের ছেলেপুলে।

প্রমদা। দিদি, যা বলতেছ তা সত্য বটে কিন্তু বড় ভাইটি তো একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। কেবল কুকথা ককর্ম্ম ও কলোক লইয়া আছে। তার যেমন স্বভাব তেমনি বাপ মার প্রতি ভক্তি—তমনি আমাদের প্রতিও স্নেহ বাহনের স্নেহ ভায়ের প্রতি যতটা হয় ভায়ের স্নেহ

তার শত অংশের এক অংশও হয় না। বোন ভাই করে সারা হন কিন্তু ভাই সফল মনে করেন বোন বিদায় হলেই বাঁচি। আমরা বড় বোন—মতি, যদি কখনও কাছে এসে ছু একটা ভাল কথা বলে তাতেও মনটা ঠাণ্ডা হয় কিন্তু তার যেমন ব্যবহার তা তো জ্ঞান?

মোক্ষদা। সকল ভাই এরূপ করে না। এমন ভাইও আছে যে বড় বোনকে মার মত দেখে, ছোট বোনকে মেয়ের মত দেখে। সত্যি বল্চি এমন ভাই আছে যে ভাইকেও যেমন দেখে বোনকেও তেমন দেখে। ছুদণ্ড বোনের সঙ্গে কথা বার্তা না করিলে তৃপ্তি বোধ করে না ও বোনের আপদ পড়িলে প্রাণ গণে সাহায্য করে।

প্রমদা। তা বটে কিন্তু আমাদের যেমন পোড়া কপাল তেমন ভাই পেয়েছি। হায় পৃথিবীতে কোন প্রকার সুখ হল না।

দাসী আসিয়া বলিল যা ঠাকুরুণ কান্দছেন এই কথা শুনিবা মাত্রে ছুই বোনে ভাড়াভাড়া করিয়া নীচে নামিয়ে গেলেন।

চাঁদনীর রাজি। গঙ্গার উপর চন্দ্রের আভা পড়িয়াছে—মন্দ বায়ু বহিতেছে—বোন ফুলের সৌগন্ধ্য মিশ্রিত হইয়া একই বার যেন আমোদ করিতেছে—ডেও গুলা নেচে উঠিতেছে। নিকটবর্তি ঝোপের পাখী সকল নানা রবে ডাকিতেছে। বালির বেণী বাবু দেওনাগাজির ঘাটে বসিয়া এদিক ওদিক দেখিতে কেদারা রাগিনীতে “সি কেহো” খেয়াল গাইতেছেন। গানেতে মগ্ন হইয়াছেন, মাথায় ভালও দিতেছেন। ইতিমধ্যে পেছন দিক্ থেকে “বেণী ভার্য ও সি কেহো” বলিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। বেণী বাবু ফিরিয়া দেখেন যে হুঁদীসাজারের বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত অমনি আশ্বে ব্যস্তে উঠিয়া সম্মান পূর্বক তাঁহাকে নিকটে আনিয়া বসাইলেন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! তুমি আজ বাবুরামকে  
স্বপ্ন ওয়াজিব কথা বলিয়াছ। তোমাদের গ্রামে নিমন্ত্রণে  
আসিয়াছিলোম—তোমার উপর আমি বড় তুটু হইয়াছি  
এজন্য ইচ্ছা হইল তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

বেণী বাবু। বেচারাম দাদা! আমরা নিজে দুঃখি  
শ্রাণী লোক, মজুরি করে এনে দিনপাত করি। যে সব স্থানে  
জানের অথবা পশু কণার চর্চা হয় সেই সব স্থানে যাই।  
বড় মানুষ কুটুয় ও আলাপী অনেক আছে বটে কিন্তু  
তাড়াপিগের নিকট চফলছা অথবা দায়ে পড়ে কিয়া  
নিজ প্রয়োজনেই কখনই যাই, সাদ করে বড় যাইনা, আর  
গেলেও মনের প্রতি হয়না কারণ বড়মানুষ বড়মানুষকেই  
খাতির করে আমরা গেলে হৃদয় বলবে—“আজ বড় গরমি—  
কেমন কাজকর্ম ভাল হচ্ছে—অরে এক ছিলিন তানাক  
দে’। যদি একবার হেসে কথা কহিলেন তবে বাপের সঙ্গে  
বর্ত্তে গেলোম। একগে টাকার যত মান তত মান বিদ্যারও  
মাই ধর্কেরও নাই। আর বড়মানুষের খোসামোদ করাও  
বড় দায়! কথাই আছে “বড়র পিরাতি বালির বাধ,  
ক্ষণেক হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ” কিন্তু লোকে বুঝে না—  
টাকার এমন কুহক যে লোকে লাখিও খাটছে এবং নিকটে  
গিয়া যে আজ্ঞাও করছে। সে যাহা হউক, বড়মানুষের সঙ্গে  
থাকলে পরকাল রাখা ভার। আজকের যে ব্যাপারটি  
হইয়াছিল তাতে পরকালটি নিয়ে বিজ্ঞান টানাটানি।

বেচারাম। বাবুরামের রকম সকম দেখিয়া বোধ হয়  
যে তাহার গতিক ভাল নয়। আহা! কি মজি পাইয়াছেন!  
এক বেটা নেড়ে তাহার নাম ঠকচাচা। সে বেটা জোয়া-  
চোরের পাদশা। তার হাড়ে ভেল্কি হয়। বাপ্তারাম  
উকিলের বাটার লোক! তিনি বর্ণচোরা জীব—ভিক্তে  
বেরালের মত আস্তেই সলিয়া কলিয়া লওয়ান। তাহার  
হাতে যিনি পড়েন তাহার দখল একেবারে রফা হয়,  
আর বক্রেশ্বর মাটিরগিরি করে—নীতি শিখান অথচ

জল উচ নীচ চলনের শিরোনাম। দাঁর! যাহা হউক, তোমার এ ধর্ম জ্ঞান কি হিংসাজী পড়িয়া হইয়াছে?

বেণী বাবু। আমার এমন কি ধর্মজ্ঞান আছে! একপ' আমারকে বলা কেবল অনুগ্রহ প্রকাশ করা। যৎকিঞ্চৎ যাহা হিতাহিত বোধ হইয়াছে তাহা বদরগঞ্জের বরদা বাবুর প্রসাদে। সেই মহাশয়ের সত্বে অনেক দিন সহবাস করিয়াছিলাম। তিনি দয়া করিয়া কিঞ্চৎ উপদেশ দিয়াছেন।

বেচারাম। বরদা বাবু কে? তাঁহার বৃত্তান্ত বিস্তারিত করিয়া বল দেখি। এমত কথা সকল শ্রুতে বড় ইচ্ছা হয়।

বেণী বাবু। বরদা বাবুর বাটী বঙ্গদেশে—পরগণ্ডে এটেকাগমারি। পিতার বিয়োগ হইলে কলিকাতায় আইসেন—অম বস্ত্রের ক্রেশ আত্মস্থিক ছিল—আজ খান এমত যাত্র ছিলনা। বাল্যাবস্থা অবধি পরমার্থ প্রসঙ্গে সর্কদারত থাকিতেন, এজন্য ক্রেশ পাইলেও ক্রেশ বোধ হইত না। একখানি সামান্য খেলার ঘরে বাস করিতেন—খড়ার নিকট মাস দুটি টাকা পাইতেন তাহাই কেবল ভরসা ছিল। দুই একজন সংলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল—তন্মিমা কাহারও নিকট বাইতেন না, কাহার উপর কিছু ভার দিতেন না। দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি ছিলনা—আপনার বাজার আপনি করিতেন—অপনার রাসা আপনি রাখিতেন, রাখিবার সময়ে গড়াশুনা অভ্যাস করিতেন আর কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রে এক চিন্তে পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেন। স্কুলে ছেড়া ও মলিন বস্ত্রেই যাইতেন, বড় মানুষের ছেলেরা পরিহাস ও ব্যঙ্গ করিত। তিনি শুনিয়াও শুনিতেন না ও সকলকে তাই দাদা ইত্যাদি মিষ্ট বাক্যের দ্বারা ক্ষান্ত করিতেন। 'ইংরাজি পড়িলে অনেকের মনে মাৎসর্য হয়—তাহারা পৃথিবীকে শরা খান দেখে। বরদা বাবুর মনে মাৎসর্য কোনপ্রকারে মাৎসর্য করিতে পারিত না। তাঁহার স্বভাব অতি শান্ত ও মনন ছিল, বিদ্যা শিখিয়া স্কুল ছ্যাগ করিলেন। স্কুল ছ্যাগ করিবা মাত্রে স্কুলে একটি

৩০ টাকার কর্ম্ম হইল। তাহাতে আপনি ও মা ও স্ত্রী ও খড়ার পুত্রকে বাসায় আনিয়া রাখিলেন এবং তাঁহারা কি রূপে ভাল থাকিবেন তাহাতেই অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। বাসার নিকট অনেক গরিব দুঃখী লোক ছিল তাহাদিগের সম্বন্ধে তত্ব করিতেন—আপনার সাধ্যক্রমে দান করিতেন ও কাহারো শীড়া হইলে আপনি গিয়া দেখিতেন এবং ঔষধাদি আনিয়া দিতেন। ঐ সকল লোকের ছেলেরা অর্থ অভাবে স্কুলে পড়িতে পারিত না এজন্য প্রাতে তিনি আপনি তাহাদিগকে পড়াইতেন। খড়ার কাল হইলে খড়তুত ভয়ের ঘোরভর ব্যানোহ হয় তাহার নিকট দিন রাত বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন তাহাতে তিনি আরাম হন। বরদা বাবুর খড়ার প্রতি অসাদারণ ভক্তি ছিল, তাঁহাকে মাগের মত দেখিতেন। অনেকের পরমার্গ বিষয়ে শূশান বৈরাগ্য দেখা যায়। বন্ধু অপবা পরিবারের মধ্যে কাহারো বিয়োগ হইলে অথবা কেহ কোন বিপদে পড়িলে জগৎ অসার ও পরমেশ্বরই সারাংসার এই বোধ হয়। বরদা বাবুর মনে ঐ ভাব নিরন্তর আছে, তাঁহার সহিত আলাপ অথবা তাঁহার কর্ম্ম দ্বারা তাহা জানা যায় কিন্তু তিনি একথা লইয়া অন্যের কাছে কখনই ভড়ং করেন না। তিনি চটুকে মাহুষ নহেন—জাঁক ও চটকের জন্য কোন কর্ম্ম করেন না। মৎকর্ম্ম বাহা করেন তাহা অতি গোপনে করিয়া থাকেন। অনেক লোকের উপকার করেন বটে কিন্তু যাহার উপকার করেন কেবল সেই ব্যক্তিই জানে অন্য লোকে টের পাইলে অতিশয় কুণ্ঠিত হয়েন। তিনি নানা প্রকার বিদ্যা জানেন কিন্তু তাহার অভিমান কিছুমাত্র নাই। লোকে একটু শিখিয়া পুঁটে মাছের মত করত করিয়া বেড়ায় ও মনে করে আমি বড় বুঝি—আমি যেমন লিখি—এমন লিখিতে কেহ পারে না—আমার বিদ্যা যেমন, এমন বিদ্যা কাহারো নাই—আমি যাহা বলিব সেই কথাই কথা। বরদা বাবু অন্য প্রকার ব্যক্তি, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি প্রগাঢ় তথাচ সামান্য লোকের কথাও অগ্রাহ

করেম না এবং মতান্তরের কোন কথা শুনিলে কিছু মাত্র বিরক্তও হইবেন না বরং আজ্ঞাদি পূর্বক শুনিয়া আপন মতের দোষ গুণ পুনস্মার বিবেচনা করেন। ঐ মহাশয়ের নানা গুণ, সকল খুঁটিয়া বর্ণনা করা ভার, মোটি এই বলা যাইতে পারে যে তাঁহার মত নমু ও ধম্মভীত লোক কেহ কখন দেখে নাই—প্রাণ বিয়োগ হইলেও কখন অধম্মে তাঁহার মতি হয় না। এমত লোকের সহবাসে যত সৎ উপদেশ পাওয়া যায় বহি পাড়িলে তত হয়না।

বেচারাম। এমত লোকের কথা শুনে কান জড়ায়। রাত অনেক হইল, পারাপারের পথ, বাটা যাই। কাল যেন পুলিশে একবার দেখা হয়।

৭ কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত, জুনটিষ অব পিস নিয়োগ, পুলিশ বর্ণন, মতিলালের পুলিশে বিচার ও খালাস, বাবুরাম বাবুর পুত্র লইয়া বৈদ্যবাটি গমন, ঝড়ের উত্থান ও নৌকা জলমগ্ন হওনের আশঙ্কা।

সংসারের গতি অদ্ভুত—মানব বুদ্ধির অগম্য! কি কারণে কি হয় তাহা স্থির করা সুকঠিন। কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে সকলেরই আশ্চর্য্য বোধ হইবে ও সেহ কলিকাতা যে এই কলিকাতা হইবে ইহা কাহারো স্বপ্নেও বোধ হয় নাই।

কোম্পানির কৃষ্টি প্রথমে জুগলিতে ছিল, তাঁহাদিগের গোমাস্তা জীব চারনক সাহেব সেখানকার ফৌজদারের সহিত বিবাদ করেন, তখন কোম্পানির এত জারি জরি চুলতো না সুতরাং গোমাস্তাকে ছড় খেয়ে পালিয়া আসিতে হইয়াছিল। জীব চারনকের বারাকপুরে এক বাটা ও বাজার ছিল এই কারণে বারাকপুরের নাম অদ্যাবধি

চানক বলিয়া খ্যাত আছে। জাব চারনক একজন সতীকে চিতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়া ছিলেন কিন্তু ঐ বিবাহ পরস্পরের সুখজনক হইয়াছিল কি না তাহা প্রকাশ হয় নাই। তিনি নূতন কুচি কারিবার জন্য উলুবুবেড়িয়ায় গমনাগমন করিয়াছিলেন ও তাঁহার ইচ্ছাও হইয়াছিল যে সেখানে কুচী হয় কিন্তু অনেক কষ্ট হইয়া ক্ষয়বাকি থাকিতেও ফিরিয়া যায়। জাব চারনক বটকখানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে মধ্যে আরাম করিতেন ও তমাক খাইতেন সেই স্থানে অনেক বেপারিরাও জড় হইত। ঐ গাছের ছায়াতে তাঁহার এমনি দায় হইল যে সেই স্থানেই কুচি করিতে স্থির করিলেন। সূতানুটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আসি হইল পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানা জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল ও কলিকাতা ক্রমে শহর হইয়া গুলজার হইতে লাগিল।

ইংরাজি ১৬৮৯ সালে কলিকাতা শহর হইতে আরম্ভ হয়। তাহার তিন বৎসর পরে জাব চারনকের মৃত্যু হইল, তৎকালে গড়ের মাট ও চৌরঙ্গি জঙ্গল ছিল, এক্ষণে যে স্থানে পবমিট আছে পূর্বে তথায় গড় ছিল ও যে স্থানকে এক্ষণে ক্লাইবস্টিট বলিয়া ডাকে সেই স্থানে সকল সওদাগরি কর্ম হইত।

কলিকাতায় পূর্বে অতিশয় মারীভয় ছিল এজন্য যেই ইংরাজেরা তাহা হইতে পরিভ্রাণ পাইত তাহারা প্রতিবৎসর নবম্বর মাসের ১৫ তারিখে একত্র হইয়া আপন২ মঙ্গলবার্তা বলাবলি করিত।

ইংরাজিগের এক প্রধান গুণ এই যে, যে স্থানে বাস করে তাহা অ পরিষ্কার রাখে। কলিকাতা ক্রমে সাং-  
শুভর ত পৌড়াও ক্রমে কমিয়া গেল কিন্তু বাজা-  
লিরা মুন্সিয়াও বুঝেন না, অদ্যাবধি দক্ষীপতির

বাটীর নিকটে এমন খানা আছে যে দুর্গন্ধ নিকটে যাওয়া ভার।

কলিকাতার মাল, আদালত ও ফৌজদারি এই তিন কৰ্ম নিকাশের ভার এক জন সাহেবের উপর ছিল। তাহার অধীনে এক জন বাঙ্গালি কৰ্মকারী থাকিতেন, ঐ সাহেবকে জমিদার বলিয়া ডাকিত। পরে অন্যান্য প্রকার আদালত ও ইংরাজ দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য সুপারিম কোর্ট স্থাপিত হইল আর পুলিশের কৰ্ম স্বতন্ত্র হইয়া সুচারুরূপে চলিতে লাগল। ইংরাজি ১৭৯৮ সালে স্যার জান রিচার্ডসন প্রভৃতি জসটিস আব পিস মোকরর হইলেন তদনন্তর ১৮০০ সালে বাকিয়র সাহেব প্রভৃতি ঐ কৰ্মে নিযুক্ত হন।

যাঁহারা জসটিস আব পিস হয়েন তাঁহাদেরিগের হুকুম এদেশের সর্বস্থানে জারি হয়। যাঁহারা কেবল মেজিস্ট্রেট, জসটিস আব পিস নহেন, তাঁহাদেরিগের আপনহ সরহদ্দের বাহিরে হুকুম জারি করিতে গেলে তথাকার অদালতের মদৎ আবশ্যিক হইত এজন্যে সম্প্রতি মফঃসলের অনেক মেজিস্ট্রেট জসটিস আব পিস হইয়াছেন।

বাকিয়র সাহেবের মৃত্যু প্রায় চারি বৎসর হইয়াছে। লোকে বলে ইংরাজের ওরসে ও ব্রাহ্মণীগণের্ত্তে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম শিক্ষা এখানে হয় পরে বিলাতে যাইয়া ভালরূপ শিক্ষা করেন। পুলিশের মেজিস্ট্রেটী কৰ্ম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দবদবায় কলিকাতা শহর কাঁপিয়া গিয়াছিল—সকলেই খবরহরি কাঁপিত। কিছুকাল পরে সম্মান সুলুক করা ও ধরা পাকড়ার কৰ্ম ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল বিচার করিতেন। বেচারে সুপারগ ছিলেন, তাহার কারণ এই এদেশের ভাষা ও রীতি ব্যবহার ও যাঁৎ, যাঁৎ সকল ভাল বুঝিতেন—ফৌজদারি আইন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল ও বহুকাল সুপ্রিমকোর্টের ইন্টারপিটর থাকাতে মকদ্দমা বিচার করিতে হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার উত্তম জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

সময় কালের মত যাঁ—দেখিতেই সোম্বব, সল—

গির্জার ঘড়িতে চং চং করিয়া দশটা বাজিল। সারজন সিগাই দারোগা নায়েব ফাঁড়িদার চৌকিদার ও নানা প্রকার লোকে পুলিশ পরিপূর্ণ হইল। কোথাও বা কতগুলো বাড়ীওয়ালি, ও বেশ্যা বসিয়া পানের ছিবে ফেল্ছে—কোথাও বা কতগুলো লোক মারি খেয়ে রক্তের কাপড় স্ক দাঁড়িয়া আছে—কোথাও বা কতগুলো চোর অধোমুখে এক পার্শ্বে বসিয়া ভাব্ছে—কোথাও বা দুই এক জন টয়েবাধা ইংরাজিওয়ালি দরখাস্ত লিখ্ছে—কোথাও বা ফৈরাদিরা নাঁচে উপরে টং অসং করিয়া ফিরিতেছে—কোথাও বা সাক্ষি সকল পরস্পর ফুসং করিতেছে—কোথাও বা পেশাদার জামিনেরা তীথের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে—কোথাও বা উকিলদিগের দাখাল ঘাপিটনেরে জাল ফেলিতেছে—কোথাও বা উকিলেরা সাক্ষিদিগের কাণে মন্ত্র দিচ্ছে—কোথাও বা আমলারা চালানি মকদ্দমা টুক্ছে—কোথাও বা সারজনে-র বুকের ছাতি ফুলাইয়া মসং করিয়া বেড়াচ্ছে—কোথাও বা সরদারং কেরানিরা বলাবলি কর্ছে—এ সাহেবটা গাধা—ও সাহেব পটু—এ সাহেব নয়ম—ও সাহেব কড়া—কালকের ও মকদ্দমাটার ছকম ভাল হয় নাই। পুলিশ গসং করিতেছে—সাক্ষাৎ যমালয়—কার্ কপালে কি হয়—সকলই মশঙ্ক।

বাবুরাম বাবু আপন উকিল মন্ত্রি ও আত্মীয় গণ সহিত ভাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠকচাচার মাথায় নেস্তাই পাগড়ি—গায়ে পিরাহান—পায়ে নাখৌরা জুতা—হাতে ফটিকের মালা—বুজর্গ ও নবীর নাম নিয়া একং, বার দাড়িনেড়ে তসবি পড়িতেছেন কিন্তু সে কেবল ভেক। ঠকচাচার মত চালাক লোক পাওয়া ভার। পুলিশে আসিয়া চারি দিগে যেন লাটিমের মত ঘুরিতে লাগিলেন। এক বার এ দিগে যান—এক বার ও দিগে যান—এক বার সাক্ষিদিগের কাণে ফুসং করেন—একং, বাবুরাম বাবুর হাত পরিয়া টেনে লইয়া যান—একং, টেলর সাহেবের সঙ্গে তর্ক করেন—একং বার

বাঙ্গারাম বাবুকে বুঝান। পুলিশের যাবতীয় লোক ঠকচাচাকে দেখিতে লাগিল। অনেকের বাপ পিতামহ চোর ছেঁচড় হইলেও তাহাদিগের সম্বন্ধ সম্বন্ধিতরা দুর্বল স্বভাব হেতু বোধ করে যে তাঁহারা অসাধারণ ও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এজন্য অন্যের নিকট আপন পরিচয় দিতে হইলে, একেবারেই বলিয়া বসে আমি' অনুকের পুত্র— অনুকের নাতি। ঠকচাচার নিকট যে আলাপ করিতে আসিতেছে তাহাকে অমনি বলিতোছেন—মুই আবদর রহমান গুলমহামদের লেড়খা ও আমপকং গোলাম-হোসেনের পোতা। একজন স্টাটকাটা সরকার উকর করিল—আরে তুনি কাজ কক্ষ কি কর তাই বল—তোমার বাপ পিতামহের নাম নেডে পাড়ার দুই এক বেটা শোর-থেকে জান্তে পারে—কলিকাতা শহরে কে জানবে? তারা কি মুইস গিরি কর্ম করিত? এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—কি বলব এ পুলিশ, তুমি জেগা হলে তোর উপরে লোকিয়ে পড়ে কেমড়ে ধরতুম। এই বলিয়া বাবুরাম বাবুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, ও সরকারকে পাকতঃ দেখাইলেন যে আমার কত ছরমত— কত ইজ্জত।

ইতিমধ্যে পুলিশের সিঁড়ির নিকট একটা গোল উঠিল। এক খানা গাড়ি গড়ং করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল— গাড়ির দ্বার খুলিবামাত্র একজন জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন সাহেব নামিলেন—সারজনেরা অমনি টুপি খুলিয়া কুরনিস করিতে লাগিল ও সকলেই বলিয়া উঠিল—বাকিয়র সাহেব আসছেন। সাহেব বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়েকটা মার-পিটের মকদ্দমা ফয়সালা করিলেন পরে মতিলালের মকদ্দমা ডাক হইল। একদিগে কালে খাঁ ও ফতে খাঁ কৈরাদি দাঁড়াইল আর একদিগে বৈদ্যবাটী বাবুরাম বাবু বালীর বেণী বাবু টতলার বক্তেশ্ব বাবু বৌ-রাজারের বেচারাম বাবু বাহির সিমলা বাবু

বাবু ও বৈটকখানার বটলর সাহেব দাঁড়াইলেন। বাবুরাম বাবুর গায়ে জোড়া, মাথায় খিড়কিদার পাগড়ি? নাকে তিলক, তার উপরে এক হোমের ফোঁটা—ছুই হাত জোড় করিয়া কাঁদো২ ভাবে সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন—মনে করিতেছেন যে চক্ষের জল দেখিলে অবশ্যই সাহেবের দয়া উদয় হইবে। মতিলাল হৃদয় গদাধর ও অন্যান্য আশামিরা সাহেবের সম্মুখে আনীত হইল। মতিলাল লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহার অনাহারে শুষ্ক বদন দেখিয়া বাবুরাম বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ফৈরাদিরা এজেহার করিল যে আশামিরা কুস্থানে বাইয়া জুয়া খেলিত, তাহাদিগকে ধরাতে বড় মারপিট করিয়া ছিনিয়ে পলায়—মারপিটের দাগ গায়ের কাপড় খুলিয়া দেখাইল। বটলর সাহেব ফৈরাদির ও ফৈরাদির সাফির উপর অনেক জেরা করিয়া মতিলালের সংক্রান্ত এজেহার কতক কাঁচিয়া ফেলিলেন। এমত কাঁচন আশ্চর্য্য নহে কারণ একে উকিলী ফন্দি, তাতে পূর্বে গড়াপেটা হইয়াছিল—টাকাতে কি না হইতে পারে? “কড়িতে বুড়ার বিয়ে হয়” পরে বটলর সাহেব আপন সাক্ষিসকলকে তুলিলেন। তাহারা বলিল মারপিটের দিনে মতিলাল বৈদ্যবাটীর বাটীতে ছিল কিব'লু কিয়র সাহেবের খচনিতে এক২ বার ঘবড়িয়া যাইতে লাগিল। ঠকচাচা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়—পা পিছলে যাইতে পারে—মকদ্দমা করিতে গেলে প্রায় লোকের দিগবিদিক জ্ঞান থাকে না—সত্যের সহিত ফারখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুকতে হয়—কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিমা থাকে এই কারণে তিনি সম্মুখে আসিয়া স্বয়ং সাক্ষ্য দিলেন। অমুক দিবস অমুক তারিখে অমুক সময়ে তিনি মতিলালকে বৈদ্যবাটীর বাটীতে ফার্সি পড়াইতেছিলেন। মেজিস্ট্রেট অনেকে ল করিলেন কিন্তু ঠকচাচা হেলবার দোলবার

পাত নয়—মানসায় বস্তু টঙ্ক, আপনার আসল কথা কোন রকমেই কমপোক্ত হইল না। অমনি বটলর সাহেব বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পরে মাজিস্ট্রেট ক্রমেক কাল ভাবিয়া ছকুম দিলেন মতিলাল খালাস ও অন্যান্য আসামির একই মাস 'ময়াদ এবং ত্রিশটু টাকা করিমান। ছকুম হইবামাত্রে করিবোলেদ শক উঠিল ও বাবুরাম বাবু চাংকান করিয়া বলিলেন ধম্মাবতার! বিচার সুক্ষ্ম হইল, আপনি শীঘ্র গবর্ণর হউন।

পুলিসের উঠানে সকলে আসিলে হলধর ও গদাধর প্রেমনারায়ণ মজুমদারকে দেখিয়া তাহার খেপানের গান তাহার কাণেই গাঠিতে লাগিল—“প্রেমনারায়ণ মজুমদার কলা খাও, কর্ম কাজ নাই কিছু বাড়ী চলে যাও। হেন করি অম্মমান তুমি হও হম্মমান, সমুজের তীরে গিয়া স্বচ্ছন্দে লাকাও” প্রেমনারায়ণ বলিল—বটে রে বিটলেরা—বেচারার বালাই দূর—তোরা জেলে যাচ্ছিস্ ভবুও ছুঁমি করিতে ক্ষান্ত নহিস্ এই বলতেই তাহাদিগকে জেলে লইয়া গেল। বেণী বাবু ধর্মভীত লোক—ধর্মের পুরাজয় অধর্মের জয় দেখিয়া শুরু হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—ঠকচাচী দাড়িনেড়ে হাসিতেই দস্ত করিয়া বলিলেন—কেমন গে এখনি কেতাব বাবু কি বলেন এনার মসলতে কান করলে মোদের দফা রফা হইত। বাঞ্জারাম তেড়ে আসিয়া ডান হাত নেড়ে বলিলেন—এ কি ছেলের হাতের পিটে? বক্রেশ্বর বলিলেন—সে তো ছেলে নয় পরেস পাথর। বেচারাম বাবু বলিলেন দূরই এমন অধর্মও করিতে চাই না—মকদ্দমা জিতও চাই না—দূরই! এই বলিয়া বেণী বাবুর হাত ধরিয়া ঠিকিও বেরিয়া গেলেন।

বাবুরাম বাবু কালীঘাটে পূজা দিয়া নৌকা উঠিলেন। বাঙ্গালিরা জাহের গুনর সর্কদা করিয়া খাও কিন্তু কর্ম গড়িলে যখনও বাপের দাস হইয়া উঠে রাম

বাঁবু ঠকচাচাকে সাক্ষাৎ ভীষ্মদেব বোধ করিলেন ও তাহার গলায় হাত দিয়া মকদ্দমা জিতের কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন— কোথায় বা পান পানীর আয়েব—কোথায় বা আফ্রিক— কোথায় বা স্কট্যা? সবই ঘুরে গেল। একই বার বলাহক্ষে বটলর সাহেব এ বাঞ্জারাম বাবুর ভুল লোক নাই—একই বার বলাহক্ষে বেচারাম ও বেণীর মত বোকা আর দেখা যায় না। মতিলাল এদিগ ওদিগ দেখেছে— একই বার গলুয়ে দাঁড়াচ্ছে—একই বার দাঁড় ধবে টানছে—একই বার ছত্ৰির উপর বসছে—একই বার হাইল ধরে ঝাঁকে মারছে। বাবুরাম বাবু মধ্যের বস্ত্রভেছেন—মতিলাল দাবা ও কি? স্থির হয়ে বসে। কাশীজোড়ার শঙ্কুরে মালী তানাক সাজছে—বাবুর আজ্লাদ দেখে তাহারও মনে স্কুর্ভি হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করছে—বাও নোশাই! এ বাড় কি পূজাড় সময় বাকলে বাওলাচ হবে? এটা কি তুড়ার কড়? সাড়ার কত বড় করেছে?

প্রায় একভাবে কিছুই যায়না—সেমন মনেতে রাগ চাপা থাকিলে একবার না একবার অনশাই প্রকাশ পায় তেমনি বড় গ্রীষ্ম ও বাতাস বন্ধ হইলে প্রায় বাড় হইয়াথাকেন সূর্য্য অন্ত যাইতেছে—সন্ধ্যার আগমন—দেখতেই পশ্চিমে একটা কাল মেঘ উঠিল—তুই এক লহনার মধ্যেই চারি দিগে ঘূট মুটে অন্ধকার হইয়া আসিল—ছ-ছ করিয়া বাড় বহিতে লাগিল—কোলের মানুষ দেখা যায় না—মামাল্ ডাক পড়ে গেল। মধ্যের বিদ্যায় চমকিতে আরম্ভ হইল ও মুহুমুহুৎ বজের ঝঞ্জন কড় মড় হড় মড় শব্দে সকলের ত্রাস হইতে লাগিল—বৃষ্টির ঝরৎ তড়তড়তে কার শাখ্য বাহিরে দাঁড়ায়। ঢেউ গুলা একই বার বেগে উচ্চ হইয়া উঠে আবার নৌকার উপর ধপাস করিয়া পাতড়। অল্প ক্ষণের মধ্যে ছুঁ তিন খণ্ড নৌকা ধরাগেল। ইহা দেখিয়া অন্য নৌকা নাঞ্জিরা কিনারা। ভিড়তে চেঁকা করিল কিন্তু বাঁবু অন্য দিগে গিয়া পড়িল। ঠকচাচার

বকুনি বন্ধ—দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞান শূন্য—তখন একই বার  
মাল্লা লইয়া তববি পড়েন—তখন আপনার মহম্মদ আলি  
ও সত্যাপিরের নাম হইতে লাগিলেন। বাবুরাম বাবু  
অতিশয় ব্যাকল হইলেন, দুষ্কর্মের শাস্তা এইখানেই  
আবল্ল হয়। দুষ্কর্ম করিলে কারার মনঃ সৃষ্টির থাকে?  
অমোর কাছে চাতুরীর দ্বারা দুষ্কর্ম ঢাকা হইতে পারে  
বটে কিন্তু কোন কন্দই মনের অগোচর থাকে না। পাপী টের  
পান যেন তাঁহার মনে কেহ ছুঁচ বিধছে—সর্বদাই আতঙ্ক  
—সর্বদাই ভয়—সর্বদাই অসুখ—মধ্যে যে হাঁসিটুকু  
হাসেন সে কেবল দেতোর হাঁসি। বাবুরাম বাবু আসে  
কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন ঠকচাচা কি হইবে। দেখিতে  
পাই অপঘাত মৃত্যু হইল—বুঝি আনাদিগের পাপের এই  
দণ্ড। তাইয়ঃ ছেপেকে খালাস করিয়ঃ আনিলাম, ইহাকে  
গৃহিনীর নিকট নিয়ে যাইতে পারিলাম না—যদি মরি তো  
গৃহিনীও শোকে মরিয়া যাইবেন—এখন আমার বেণী  
ভায়ার কথা স্মরণ হয়—বোধ হয় ধর্ম পথে থাকিলে ভাল  
ছিল। ঠকচাচারও ভয় হইয়াছে কিন্তু তিনি পুরাণ পাপী  
স্বয়ং বড় দড়—বলিলেন ডর কেন কর বাবু? লা ডুবি  
হইলে মুঃ তোমাকে কাঁদে করে সেতরে লিয়ে যাব—আফদ  
তো মরদের হয়। বড় ক্রমে বড়িয়া উঠিল—নৌকা টল মল  
করিয়া ডুবু ডুবু হইল, সকলেই তাঁকু পাঁকু ও ত্রাহিঃ করিতে  
লাগিল—ঠকচাচা মনেঃ কহেন “চাচা আপনা বাঁচা”।

৮ উকিল বটলর সাহেবের আফিস—বৈদ্যবাটার  
বাটিতে কর্তৃত্বের জন্য ভাবনা, বাঞ্জারামবাবুর তথায়  
গমন ও বিষাদ, বাবুরামবাবুর সংবাদ ও আগমন।

“ বটলর সাহেব আফিসে আসিয়াছেন। ” মাসে  
কতকর্ম হইল উল্টে পাঁকু দেখিতেছেন, কেটা

কুকুর শুয়ে আছে, সাহেব এক২ বার সিগ দিতেছেন—  
 এক২ বার নাকে নস্য গুঁজে হাতের আঙ্গুল চটকাতেছেন  
 —এক২ বার কেতাবের উপর নজর করিতেছেন—এক২ বার  
 দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতেছেন—এক২ বার ভাবিতেছেন  
 আদালতের কয়েক আফিসে খরচার দরুন অনেক টাকা  
 দিতে হইবেক—টাকার জোটপাট কিছুই হয় নাই অগত  
 টরম খোলবার আগে টাকা দাখিলা না করিলে কর্ম বন্ধ  
 হয়—ইতিমধ্যে হোয়র্ড উকিলের সরকার আমিয় তাঁহার  
 হাতে দুই খানা কাগজ দিল। কাগজ পাইবা মাত্রে  
 সাহেবের মুখ আঞ্জুলানে চকচক করিতে লাগিল, অমনি  
 বলিতেছেন বেন্শারাম জলদি হিয়া আও। বাঞ্জারাম  
 বাব চৌকির উপর চাদর খানা ফেলিয়া কাণে একটা কলম  
 গুঁজিয়া শীঘ্র উপস্থিত হইলেন।

বটলর। বেন্শারাম! হাম বড়া খোশ ছয়া বাব-  
 রামকা উপর দৌ নালিশ ছয়া—এক উজ্জেক্টমেন্ট আর এক  
 একুটি, হামকো নটিস ও সুপিনা হোয়র্ড সাহেব আনি  
 ভেজ দিয়া।

বাঞ্জারাম শুনিবা মাত্রে বগল বাঞ্জিয়ে উঠিলেন ও  
 বলিলেন—সাহেব দেখ আমি কেমন মৎসুদি—বাবরামকে  
 এখানে আনাতে একা দুধেকত ফীর ছেনা ননী হইবেক।  
 ঐ দুখানা কাগজ আমাকে শীঘ্র দাও আমি স্বয়ং বৈদ্য-  
 বাটীতে যাই—অন্য লোকের কর্ম নয়। এক্ষণে অনেক  
 দনবাজি ও ধড়িবাজির আবশ্যিক। একবার গাছের উপর  
 উঠাতে পারলেই টাকার বৃষ্টি করিব, আর এখন আমাদের  
 তপ্ত খোলা—বড় খাঁই—একটা ছোবল মেরে আলাল  
 হিসাবে কিছু আনতে হবে।

বৈদ্যবটীর বাটীতে বোধন বসিয়াছে—নহবৎ ধাঁধা-  
 গুড়ং ধাঁধা গুড়ং করিয়া বাঞ্জিতেছে। মুর্শুদাবাদি রোশন-  
 চৌকি পেণ্ডা করিয়া ভোরে রাগ আলাপ করিতেছে।  
 নাগানে মতিলালের জন্য স্বপ্নায়ন আশ্রয় হইয়াছে। এক-

দিগে চণ্ডীপাঠ হইতেছে—একদিগে শিবপূজার নিমিত্তে গঙ্গা নৃত্তিকা চানা হইতেছে। মধ্যস্থলে শালগ্রাম শীলা রাখিয়া তুলসী দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা মাথায় হাত দিয়া ভাবিত্তেছে ও পরস্পর বলবলি করিতেছে আত্মাদিগের ঈদব ব্রহ্মণ্যে গো নগদই প্রকাশ হইল—মতিলালের খালাস হওয়া দিবে থাকক একদে কর্ত্তাও তাহার সঙ্গে গেলেন। কল্য যদি নৌকায় উঠিয়া থাকেন সে নৌকা ঝড়ে অদৃশ্য মারা পাড়িয়াছে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই—যা ত উক, সংসারটা একেবারে গেল—এখন চ্যাং চেংড়ার কীর্ত্তন হইবে—ছেট নাবু কি রকম হইয়া উঠেন বলা যায় না—বোধ হয় আমাদের প্রাপ্তির দফা একেবারে উঠে গেল। ঐ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক জন আস্তে বসন্ত লাগিলেন—ওহে তোমরা ভাবছো কেন? আমাদের প্রাপ্তি কেহ ছাড়ায় না—আমরা শাঁকের করাত—যেতে কাটি আস্তে কাটি—যদি কর্ত্তার পঞ্চ হইয়া থাকে তবেতো একটা জাঁকাল শ্রোদ্ধ হইবে—কর্ত্তার বয়েস হইয়াছে—মাগী টাকা লয়ে আতুং পুতুং করিলে দশ জনে মুখে কালী চূণ দিবে। আর এক জন বললেন—অহে ভাই। সে বেগুন ক্ষেত ঘুচে মূল্য ক্ষেত হবে, আমরা এমন চাই যে বসুধারার নত ফোটার পড়ে—নিত্য পাই, নিত্য খাই—এক বর্ষে কি চির কালের তৃষ্ণা যাবে?

বাবুরাম বাবুর স্ত্রী অতি সাধ্বী। স্বামির গমনাবধি অন্ন জল ত্যাগ করিয়া অস্তির হইয়াছিলেন। বাটীর জানালা থেকে গঙ্গা দর্শন হইত—সারা রাত্রি জানালায় বসিয়া আছেন। এক২ বার যখন প্রচণ্ড বায়ু বেগে বহে তিনি ওমনি আতঙ্কে শুখাইয়া যান। এক২ বার তুফানের উপর দৃষ্টিপাত করেন কিন্তু দেখিবামাত্র হুংকল্প উপস্থিত হয়। এক২ বার বজ্রাঘাতের শব্দ শুনে তাহাতে অস্তির হইয়া কাতরে পরমেশ্বরকে ডাকেন। এই প্রকারে কিছু কাল গেল—গঙ্গার উপর নৌকার গমনাগমন প্রায় বন্ধ। মধ্যে২ যখন এক২টা শব্দ শুনে অমনি উঠিয়া দেখেন। এক২ বার দূর হতে একটা মিড়গিড়ে অহো দেখতে পান তাহাতে দোষ

করেন ঐ আলোটা কোন নৌকার আলো হইবে—কিয়ৎক্ষণ পরেই এক খান নৌকা দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে মনে করেন এ নৌকা বুঝি মাটে আসিয়া লাগিবে—তখন নৌকা ভেড়ুং করিয়া ভেড়ে না—বরাবর চলে যায় তখন নৈরাশ্যের বেদনা শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয়ে লাগে। রাজি প্রায় শেষ হইল—ঝড় বৃষ্টি ক্রমেই থামিয়া গেল। সূর্যের অস্তুর অবস্থার পর স্তির অবস্থা অধিক শোভাকর হয়। আকাশে নক্ষত্র প্রকাশ হইল—চন্দের আভা গঙ্গার উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল ও পৃথিবী এমন নিঃশব্দ হইল যে গাছের পাতাটা নড়িলেও স্পষ্ট রূপ শুনা যায়। এইরূপ দর্শনে অনেকেরই মনে নানা ভাবের উদয় হয়। পৃথিবী একই বার চারি দিগে দেখিতেছেন ও অধৈর্য হইয়া अपना অপনি বলিতেছেন—জগদীশ্বর! আমি জানত কাহারো মন্দ করি নাই—কোন পাপও করি নাই—এত কালের পর আমাকে কি বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে? আমার ধনে কাজ নাই—গহনায় কাজ নাই—কাঞ্চালিনী হইয়া থাকি সেও ভাল—সে চুঃখে চুঃখ বোধ হইবে না কিন্তু এই ভিক্ষা দেও যেন পতি পুত্রের মুখ দেখতে মরিতে পারি। এইরূপ ভাবনায় গৃহিনীর মনঃ অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি বড় বুদ্ধিমতী ও চাপা মেয়ে ছিলেন—আপনি রোদন করিলে পাছে কন্যারা কাতর হয় একারণ ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। শেষ রাত্রে বাটীতে প্রভাতি নহবৎ বাজিতে লাগিল। ঐ বাদ্যে সাধারণের মন আকৃষ্ট হয় সত্য কিন্তু তাপিত মনে ঐ রূপ বাদ্য চুঃখের মোহানা খুলিয়া দেয়, এ কারণ বাদ্য শ্রবণে গৃহিনীর মনের তাপ যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে একজন জেলিয়া বৈদ্যবাটীর বাটীতে মাজ বেচতে আসিল তাহার নিকট অল্পসন্ধান করিতে সে বলিল ঝড়ের সময় বাঁশবেড়ের চড়ার নিকট একখানা নৌকা ডুবুডুবু হইয়াছিল—বেধ হয় সে নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে—তাহাতে একজন মোটা বাবু—একজন মোসলমান—একটি

ছেলেবাবু ও আরও অনেক লোক ছিল। এই সংবাদ একেবারে যেন বজ্রাঘাত তুল্য হইল। বাটীর বাদ্যোদ্যম বন্ধ হইল ও পরিবারেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অনন্তর সন্ধ্যা হয় এমন সময় বাঞ্জুরাম বাবু তড়বড় করিয়া বৈদ্যবাটীর বাটীর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কতী কোথায়? চাকরের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—হায়, বড় লোকটাই গেল! অনেক ক্ষণ খেদ বিষাদ করিয়া চাকরকে বললেন এক ছিলিম তামাক আনতে। এক জন তামাক আনিয়া দিলে খাইতে খাইতে ভাবিতেছেন—বাবুরাম বাবুতো গেলেন এক্ষণে তাঁহার সঙ্গে আমিও যে যাই। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু আশা আসা মাত্র হইল—বাটীতে পূজা—প্রতিমা ঠনঠনাচ্ছে—কোথথেকে কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। দম সম দিয়া টাকাটা হাত করিতে পারিলে অনেক কর্ম্ম আনিত—কতক সাহেবকে দিতাম—কতক আপনি লইতাম—তার পরে এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে দিয়া হর বর সর করিতাম। কে জানে যে আকাশ ভেঙ্গে একেবারে মাথার উপর পড়বে? বাঞ্জুরাম বাবু চাকরদিগকে দেখাইয়া লোক দেখানো একটু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু সে কান্না কেবল টাকার দরুন। তাঁহাকে দেখিয়া স্বস্তায়নি ব্রাহ্মণেরা নিকটে আসিয়া বসিলেন। গলায়দড়ে জাত প্রায় বড় খুঁর্ত—অন্তু পাওয়া ভার। কেহ বাবুরাম বাবুর গুণ বর্ণন করতে লাগিলেন—কেহ বলিলেন আমরা পিতৃহীন হইলাম—কেহ লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন এখন বিলাপের সময় নয় যাতে তাঁর পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা কর্তব্য—তিনি তো কম লোক ছিলেন না? বাঞ্জুরাম বাবু তামাক খাচ্ছেন ও হাঁ হাঁ বলছেন—ও কথায় বড় আশ্রয় করেন না—তিনি ভাল জানেন বেল পাকুলে কাকের কি? আপনি এমনি

বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছেন যে উঠে যেতে পা এগোয় না—না শুনের তাতেই সাটে হেঁ হুঁ করেন—আপনি কি করিবেন—কার মাথা খাবেন—কিছুই মতলব বাস্তব করিতে পারিতেছেন না। এক২ বার ভাবতেছেন তদ্বির না করিলে ছুই খানা ভাল বিষয় যাইতে পারে একথা পরি-  
দাবদিগকে জানালে এখন টাকা বেরোয়—আবার এক২ বার মনে করতেছেন এমত টাকা শোকের সময় বল্লে কথা ভেসে যাবে। এইরূপে সাত পাঁচ ভাবছেন, উত্তিমপো দরজায় একটা গোল উঠিল—একজন চিকা ঢাকর আসিয়া এক খানা চিঠি দিল—শিরনানা বাবুরাম বাবুর ভাতের মেথা কিছু সে ব্যক্তি সরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না, বাটার ভিতর চিঠি লইয়া যাওয়াতে গৃহিণী আস্তে আস্তে খুলিয়া পড়িলেন। সে চিঠি এই।

“কাল রাত্রে ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম—নৌকা অঁদিতে এগিয়ে পড়ে, মাজিরা কিছুই ঠাহর করিতে পারে নাই, এমন বড়ের জোর যে নৌকা একেবারে উল্টে যায়। নৌকা উবিবার সময় এক২ বার বড় জাম হয় ও এক২ বার তোমাকে স্মরণ করি—তুমি যেন আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছ—বিপদ কালে ভয় করিও না—কায় মন চিন্তে পরমেশ্বরকে ডাক—তিনি দয়াময়, তোমাকে বিপদ থেকে অবশ্যই উদ্ধার করিবেন। আমিও সেই মত করিয়াছিলাম। যখন নৌকা থেকে জলে পড়িলাম তখন দেখিলাম একটা চড়ার উপর পড়িয়াছি—সেখানে হাঁটু জল। নৌকা তুকানের তোড়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি চড়ার উপর থাকিয়া প্রাতঃকালে বাঁশবেড়িয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মতিমাল অনেক ক্ষণ জলে থাকাতে পীড়িত হইয়াছিল তাকুত করাতে আরাম হইয়াছে, খোপ করি রাত্তক বাসীতে পৌঁছিব”।

চিঠি পড়িবামাত্রই যেন অনলে জল পড়িল—গৃহিণী কিছুকাল ভাবিয়া-বলিলেন এ দুঃখিনীর কি এমন কপাল হবে? এই বলিতে বাবুরাম বাবু আপন পুত্র ও ঠকচাচা

মহিত বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে মহা গোল পড়িয়া গেল। পরিবারের মন সস্তাপের মেঘে আচ্ছন্ন হিল এক্ষণে আচ্ছাদের সূর্য্য উদয় হইল। গৃহিণী দুই কন্যার হাত পরিয়া স্বামি ও পুত্রের মুখ দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, মনে করিয়াছিলেন মতিলালকে অশ্রুযোগ করিবেন—এক্ষণে সে সব ভুলিয়া গেলেন। দুইটি কন্যা ভ্রাতার হাত পরিয়া ও পিতার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ছোট পুত্রটি পিতাকে দেখিয়া যেন অমূল্য ধন পাইল—অনেক ক্ষণ গলা জড়াইয়া থাকিল—কোন পেকে নামিতে চায় না। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াগোপান দিয়া মহলাচরণ করিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু মায়াতে মুগ্ধ হওয়াতে অনেক ক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। মতিলাল মনেই কহিতে লাগিল নৌকা ডুবি ফুওয়াতে বাঁচলুম—তা না হলে মায়ের কাছে মুখ খেতেই প্রাণ যাইত।

বাহির বাটীতে স্বস্ত্যয়নি ব্রাহ্মণেরা কর্তাকে দেখিয়া আশীর্বাদ করণানন্তর বলিলেন “নচ দৈবাৎ পরং বলং” দৈব বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই—মহাশয় একে পুণ্যবান তাতে যে দৈব করাগিয়াছে আপনার কি নিপদ হইতে পারে? যদাপি তা হইত তবে আমরা অত্রাক্ষণ। এ কথায় ঠকচাচা চিড়চিড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—যদি এনাদের কেবলমানেতে সব আফদ দফা হল তবে কি মোর মেহনৎ ফেলতো, মুই তো তমবি পড়েছি? অমনি ব্রাহ্মণেরা নরম হইয়া সামঞ্জস্য করিয়া বলতে লাগিলেন—ওহে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন তেমনি তুমি কর্তা বাবুর সারথি—তোমার বৃদ্ধি বলেতেই তো সব হইয়াছে—তুমি অবতার বিশেষ, যেখানে তুমি আছ—যেখানে আমরা আছি—সেখানে দায় দফা ছুটে পালায়। বাঞ্জারাম বাবু মণি হারা কণী হইয়া ছিলেন—বাবুরাম বাবুকে দেখাইবার জন্য পান্সে চক্রে একটুই মায়া কামা কাঁদিতে লাগিলেন তখন তাহার দর্শ

হাত ছাতি হইয়াছে—এবং দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে চার ফেলিলেই মাছ পড়িবে। তিনি ব্রাহ্মণদিগের কথা শুনিয়া তোড় আসিয়া ডান হাত নেড়ে বলতে লাগিলেন—একি ছেলের হাতে গিটে? যদি কর্তার আপদ হবে তবে আমি কলিকাতায় কি ঘান কাটি?

৯ শিশু শিক্ষা—ও সুশিক্ষা না হওয়াতে মতিলালের ক্রমে২ মন্দ হওন ও অনেক সঙ্গি পাইয়া বাবু হইয়া উঠন এবং ভদ্র কনার প্রতি অত্যাচার করণ।

ছেলে একবার বিগড়ে উঠলে আর সুবৃত্ত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি মাহাতে মনে সন্দাব জন্মে এমন উপায় করা কর্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সন্দাব ক্রমে২ পেকে উঠতে পারে তখন কুকর্মে মন না গিয়া সংকল্পের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয় কিন্তু বাল্যকালে কসঙ্গ অথবা অসচ্চপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই উল্টে যাইবার সম্ভাবনা অভাব যে পর্যন্ত ছেলেবুদ্ধি থাকিবে সে পর্যন্ত নানা প্রকার সং অভ্যাস করান আবশ্যিক। বালকদিগের এই রূপ শিক্ষা পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত হইলে তাহাদিগের মন্দ পথে যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। তখন তাহাদিগের মন এমন পবিত্র হয় যে কুকর্মের উল্লেখ মাত্রই রাগ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়।

এতদেশীয় শিশুদিগের একরূপ শিক্ষা হওয়া বড় কঠিন প্রথমতঃ ভাল শিক্ষক নাই—দ্বিতীয়তঃ ভাল বাই নাই—এমতৎ বহি চাই যাহা পড়িলে মনে সন্দাব ও সুবিবেচনা জন্মিয়া ক্রমে২ দৃঢ়তর হয় কিন্তু সাধারণের সংস্কার এই যে কেবল কতক গুলিন শব্দের অর্থ শিক্ষা হইলেই আসল শিক্ষা হইল। তৃতীয়তঃ কিং উপায় দ্বারা মনের মধ্যে সন্দাব জন্মে তাহার বোধ অতি অল্প লোকের আছে।

চতুর্থতঃ শিশুদিগের যে প্রকার সহবাস হইয়া থাকে তাহাতে তাহাদিগের সম্ভাব জন্মান ভার। হয় তো কাহারো বাপু ছুয়াচোর বা মদখোর, নয় তো কাহারো খড়া বা জেঠা ইন্দ্রিয় দোষে আসক্ত—হয়তো কাহারো মাতা লেখা পড়া কিছুই না জানাতে আপন সম্ভানাদির শিক্ষাতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না, ও পরিবারের অন্যান্য লোক এবং চাকর দাসীর দ্বারা নানা প্রকার কুশিক্ষা হয়, নয়তো পাড়াতে বা পাঠশালাতে যে সকল বালকের সহিত সহবাস হয় তাহাদের কংসর্গ ও কুকর্ম শিক্ষা হইয়া একবারে সর্জনশোষণিত্তি হয়। যে স্থলে উপরোক্ত একটি কারণ থাকে সে স্থলে শিশুদিগের সমুদদেশের গুরুতর ব্যাধাত—সকল কারণ একত্র হইলে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে—সে যেমন খড়ে আগুন লাগা—যে দিগ জ্বলে উঠে সেই দিগেই যেন কেহ ঘৃত ঢালিয়া দেয় ও অল্প সময়ের মধ্যেই অগ্নি ছড়িয়া পড়িয়া যাহা পায় তাহাই ভস্ম করিয়া ফেলে।

অনেকেরই বোধ হইয়া ছিল পুলিশের ব্যাপার নিষ্পন্ন হওয়াতে মতিলাল সুযুত হইয়া আসিবে। কিন্তু যে ছেলের মনে কিছু মাত্র সংস্কার জন্মে নাই ও মান বা অপমানের ভয় নাই তাহার কোন শাজাতেই মনের মধ্যে ঘৃণা হয় না। ক্রমতি ও সুমতি মন থেকে উৎপন্ন হয় সুতরাং মনের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ—শারীরিক আঘাত অথবা ক্লেশ হইলেও মনের গতি কিরূপে বদল হইতে পারে? যখন সারজম মতিলালকে রাস্তায় হিচুড়িয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তখন তাহার একটু ক্লেশ ও অপমান বোধ হইয়া ছিল বটে কিন্তু সে ক্ষণিক—বেনিগারদে যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ভাবনা বা ভয় বা অপমান বোধ হয় নাই। সে কংস্করাত্রি ও পর দিবস গান গাইয়া ও শেয়াল কুকুরের ডাক ডাকিয়া নিকটস্থ লোক দিগকে এমত জ্বালাতন করিয়াছিল যে তাহারা কাণে হাত দিয়া রাম্ ডাক ছাড়িয়া ইলাবলি করিয়াছিল কয়েদ হওয়া অপেক্ষা এ ছোড়ার কাছে থাকা ঘোর যন্ত্রণা। পরদিবস মেজিষ্ট্রেটের নিকট দাড়াই-

বার সময় বাপকে দেখাইবার জন্য শিশু পরামর্শিকের ন্যায় একটুকু অধো বদন হইয়া ছিল কিন্তু মনে কিছতেই দৃকপাত হয় নাই—জ্বলেই যাউক আর জিঞ্জিরেই যাউক কিছতেই ভয় নাই।

যে সকল বালকদের ভয় নাই—ডর নাই—লজ্জা নাই—কেবল কুকর্মেতেই রত—ভাঙ্গাদিগের রোগ সামান্য রোগ নহে—সে রোগ মনের রোগ। তাহার উপর প্রকৃত ঔষধ পড়িলেই ক্রমে উপশম হইতে পারে। কিন্তু ঐ বিষয়ে বাবুরাম বাবুর কিছুমাত্র বোধ শোধ ছিল না। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল মতিলাল বড় ভাল ছেলে, তাহার নিন্দা শুনিলে প্রথমতঃ রাগ করিয়া উঠিতেন—কিন্তু অন্যান্য লোকে বলিতে ছাড়িত না, তিনি ও শুনিয়ে শুনিতেন না। পরে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল কিন্তু পাছে অন্যের কাছে খাট হইতে হয় এজন্য মনে গুমরেৎ থাকিতেন কাহার নিকট কিছুই ব্যক্ত করিতেন না, কেবল বাটীর দরওয়ানকে চুপচুপি বলিয়া দিলেন মতিলাল যেন দরজার বাহির না হইতে পারে। তখন রোগ প্রবল হইয়া ছিল সুতরাং উপযুক্ত ঔষধ হয় নাই, কেবল আটকে রাখাতে অথবা নজরবন্দি করায় কি হইতে পারে?—মন বিগড়ে গেলে লোহার বাড় দিলেও থামে না বরং তাহাতে ধূর্তমি আরও বেড়ে উঠে।

মতিলাল প্রথমতঃ প্রাচীর টপকিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ ও মানগোবিন্দ খালাস হইয়া বৈদ্যবাটীতে আসিয়া আড়ডা গাড়িল ও পাড়ার কেবলরাম, বাঙ্গুরাম, ভজরুক্ষ, হরেকুক্ষ এবং অন্যান্য শ্রীদাম সুবল ক্রমে জুটে গেল। এই সকল বালকের সহিত সহবাস হওয়াতে মতিলাল একেবারে ভয় ভাঙ্গা হইল—বাপকে পুসিদ্ধা করা ক্রমে ঘুচিয়া গেল। যে বালক বাল্যাবস্থা অবধি নির্দোষ খেলা অথবা সংআমোদ করিতে না শিখে

তাঙ্গারা ইতর আমোদেই রত হয়। ইংরাজদিগের ছেলেরা পিতা মাতার উপদেশে শরীর ও মনকে ভাল রাখিবার জন্য নানা প্রকার নির্দোষ খেলা শিক্ষা করে। কেহবা তসবির আঁকে—কাহারো বা ফুলের উপর সন্ধ্যা হয়—কেহবা সংগীত শিখে—কেহবা শীকার করিতে অথবা মর্দানা কলত্র করিতে রত হয়—যাহার যেমন ইচ্ছা সে সেই মত এইরূপ নির্দোষ ক্রীড়া করে। এতদ্দেশীয় বালকেরা যেমন দেখে তেমন করে—তাহাদিগের সর্কদাই এই ইচ্ছা যে জরি জহরত ও মুক্তা প্রবাল পরিব—মোশাহেব ও বেশ্যা লইয়া বাগানে ঘাইব এবং খুব ধূমধামে বাবুগিরি করিব। জাঁক জমক ও ধূমধামে থাকা যুবা কালেরই পর্শা, কিন্তু তাহাতে পূর্ব সাবধান না হইলে এই রূপ ইচ্ছা ক্রমে বেড়ে উঠে ও নানা প্রকার দোষ উপস্থিত হয়—সেই সকল দোষে শরীর ও মন অবশেষে একেবারে অধঃপাতে যায়।

মতিলাল ক্রমে মেরোয়া হইয়া উঠিল, এমনি খুঁত হইল যে পিতার চক্ষে ধূলা দিয়া নানা অভদ্র ও অসৎ কল্ম করিতে লাগিল। সর্কদাই সঙ্গিদিগের সহিত বলাবলি করিত বুড়া বেটা একবার চোক বুজ্জলেই মনের সাদে স্বাবুয়ান করি। মতিলাল বাপ মার নিকট হইতে টাকা চাহিলেই টাকা দিতে হইত—বিলম্ব হইলেই তাহাদিগকে বলে বসিত—আমি গলায় দাড়ি দিব অথবা বিষ খাইয়া মরিব। বাপ মা ভয় পাইয়া মনে করিতেন কপালে যাহা আছে তাই হবে এখন ছেলেটি প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে আমরা বাঁচি—ও আমাদিগের শিবরাত্রির শলিতা—বেঁচে থাকুক, তবু এক গণ্ডুষ জল পাব। মতিলাল ধূমধামে সর্কদাই ব্যস্ত—বাটীতে তিলাক্ক থাকে না। কখন বনভোজনে মস্ত—কখন যাত্রার দলে আকড়া দিতে আসক্ত—কখন পাঁচালির দল করিতেছে—কখন সকের দলের কবিওয়ালা দিগের সঙ্গে দেওরাং করিয়া চৈচাইতেছে—কখন বারওয়ারি পূজার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে—

কখন খেমটার নাচ দেখিতে বসিয়া গিয়াছে—কখন অনর্থক মার পিট দাঙ্গা হাঙ্গামে উদ্ভব আছে। নিকটে সিদ্ধি, চরম, গাঁজা, গুলি, মদ অনবরত চলিয়াছে—গুড়ুক পালাই হুড়াক ছাড়িতেছে। বাবুরা সকলেই মর্কদা ফিট ফাট—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—দাঁতে নিমি—সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধূতি পরা—বুটোদার একলাই ও গাজের নেরজাই গায়—নাথায় জরির তাজ—হাতে আতরে ভুরভুরে রেশমের হাত কুমাল ও একই ছড়ি—পায়ে রুপার বগলমগুয়লা হংরাজি জুতা। ভাত খাইবার অবকাশ নাই কিন্তু খাস্তার কচরি খানা গোলা বর্কি নিখুঁতি মনোহরা ও গোলাবি খিলি সঙ্গেই চলিয়াছে।

প্রথমই কমতিব দমন না হইলে ক্রমেই বেড়ে উঠে। পরে একেবারে পশুবৎ হইয়া পড়ে—ভাল মন্দ কিছুই বোধ থাকে না, আর যেমন আফিম খাইতে আরম্ভ করিলে ক্রমেই মাত্রা অবশ্যই অধিক হইয়া উঠে তেমনি কুকর্মে রত হইলে অন্যান্য গুরুতর কুকর্ম করিবার ইচ্ছা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। মতিলাল ও তাহার সঙ্গি বাবুরা যে সকল আমোদে রত হইল ক্রমে তাহা অতি সামান্য আমোদ বোধ হইতে লাগিল—তাহাতে আর বিশেষ সম্ভ্রাম হয় না অতএব ভারিই আমোদের উপায় দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর বাবুরা দলল বাঁধিয়া বাহির হন—হয়তো কাহারো বাড়িতে পড়িয়া লুঠ তরাজ করেন—নয়তো কাহারো কানোচে আগুন লাগাইয়া দেন—হয়তো কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া সোর সরাবত করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন বা মশারি পোড়ান্ বা কাপড় ও গহনা চুরি করিয়া আনেন—নয়তো কোন কুলকামিনীর ধর্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পান। গ্রামস্থ সকল লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, অজ্বল মট্ হাইয়া মর্কদা বলে তোরা ভুরায় নিপাত হ।

এই রূপে কিছুকাল যায়—দুই চারি দিবস হইল বাবুরাম্ বাবু কোন কর্মের অনুরোধে কলিকাতায় গিয়াছেন। একদিন সন্ধ্যার সময় বৈদ্যবাটীর বাটীর নিকট দিয়া

একখানা জানানা সোয়ারি যাইতে ছিল। নব্বাবুরা ঐ সোয়ারি দেখিয়া মাত্রে দৌড়ে গিয়ে চার দিগ্‌ ঘেরিয়া ফেলিল ও বেহারা দিগের উপর নারপিট আরম্ভ করিল তাহাতে বেহারার পাল্কি ফেলিয়া প্রাণ তয়ে আস্তুরে গেল। বাবুরা পাল্কি খুলিয়া দেখিল একটি পরন সুন্দরী কন্যা তাহার ভিতরে আছেন—মতিলাল তেড়ে গিয়া কন্যার হাত ধরিয়া পাল্কি থেকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। কন্যাটি তয়ে ঠক্ক করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন—চারি দিক শূন্যকার দেখেন ও রোদন করিতে মনে পরমেশ্বরকে ডাকেন—প্রভু! এই অবলা অনাথাকে রক্ষা কর—আমার প্রাণ যায় সেও ভাল যেন ধর্ম নষ্ট না হয়। সকলে টানাটানি করতে কন্যাটি ভনিতে পড়িয়া গেলেন—তবুও তাহার হিঁচুড় জোরে বাটীর ভিতর লইয়া গেল। কন্যার ক্রন্দন মতিলালের মাতার কর্ণ গোচর হওয়াতে তিনি আস্তে আস্তে বাটীর বাহিরে আসিলেন অমনি বাবুরা চারিদিকে পলায়ন করিল। গৃহিনীকে দেখিয়া কন্যা তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাতরে বলিলেন—মাগো! আমার ধর্ম রক্ষা কর—তুমি বড় সাধী—সাধী স্ত্রী না হইলে সাধী স্ত্রীর বিপদ অন্যে বুঝিতে পারে না। গৃহিনী কন্যাকে উঠাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষের জল পুছিয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন—মা কেদো না—তয় নাই—তোমাকে আমি বুকের উপর রাখিব, তুমি আমার পেটের সন্তান—যে স্ত্রী পতিব্রত তাঁহার ধর্ম পরমেশ্বর রক্ষা করেন। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে অভয় দিয়া সান্তনা করণান্তর আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া তাঁহার পিতৃ আলয়ে রাখিয়া আসিলেন।

বৈদ্যবাটীর বাজারের বর্ণনা, বেচারাম বাবুর  
আগমন, বাবুরাম বাবুর সভায় মতিলালের  
বিবাহের ঘোঁটে ও বিবাহ করণার্থে মণিরামপুরে  
যাত্রা এবং তথায় গোলযোগ।

শেওড়াপুলির নিস্তারিণীর আরতি ডেডাং ডেডাং  
করিয়া হইতেছে। বেচারাম বাবু ঐ দেবার আলয়  
দখিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন। রাস্তার দোখারি দোকান—  
কোনখানে বন্দিপুর ও গোপালপুরের আলু স্তূপাকার  
রহিয়াছে—কোন খানে মুড়ি মুড়কি ও চাল ডাল বিক্রয়  
হইতেছে—কোন খানে কলুভায়া ঘানিগাছের কাছে বসিয়া  
ভায়া রামায়ণ পড়িতেছেন—গরু ঘুরিয়া যায় অমনি  
টিটকারি দেন, আবার আল ফিরিয়া আউলে চীৎকার  
করিয়া উঠেন “ওরাম আনরা বানর রাম আমরা বানর”—  
কোন খানে জেলের মেয়ে মাছের ভাগা দিয়া নিকেট প্রদীপ  
রাখিয়া “মাছ নেবেগোহ” বলিতেছে—কোন খানে কাপুড়ে  
মহাজন বিরাট পর্দা লইয়া বেদব্যাসের শ্রাদ্ধ করিতেছে।  
এই সকল দেখিতে বেচারাম বাবু যাইতেছেন। একাকী  
সেইসেই গলে সর্বদা যে সব কথা তোলাপাড়া হয় সেই  
সকল কথাই মনে উপস্থিত হয়। তৎকালে বেচারাম বাবু  
সদা সংকীর্ণন লইয়া আমোদ করিতেন। বসতি ছাড়াইয়া  
নির্জন স্থান দিয়া যাইতে মনোহর শাহী একটা তুঙ্গ তাঁহার  
স্মরণ হইল। রাত্রি অন্ধকার—পথে প্রায় লোক জনের  
গমনাগমন নাই—কেবল ছুই এক খানা গরুর গুড়ি কেঁকোয়  
কোঁকোর করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে ও স্থানে একটা কুকুর  
ঘেউ করিতেছে। বেচারাম বাবু তুঙ্গর স্মরণ দেদার  
রকমে ভাঁজিতে লাগিলেন—তাঁহার খোঁনা আওয়াজ তাহার  
পাশের ছুই এক জন পাড়াগেয়ে মেয়েমানুষ শুনিবা মাত্র

—আঁও মাঁও করিয়া উঠিল—পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদিগের আজন্মকালাবধি এই সংস্কার আছে যে খোনা কথা কেবল ভূতেভেই কহিয়া থাকে। ঐ গোলযোগ শুনিয়া বেচারাম বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া দ্রুত গতি একেবারে বৈদ্যবাটীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাবুরাম বাবু ভারি মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। বালির বেণী বাবু, বটতলার বক্রেস্বর বাবু, বাহির-সিমলার বঙ্ক্যারাম বাবু ও অন্যান্য অনেকে উপস্থিত, গদির নিকট ঠকচাচা এক খান চৌকির উপর বসিয়া আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। কেহহ ন্যায় শাস্ত্রের ফেঁকড়ি পরিয়াছেন—কেহহ তিথি তত্ত্ব কেহবা মলমাস তত্ত্বের কথা লইয়া তর্ক করিতে ব্যস্ত আছেন—কেহহ দশম স্কন্ধের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছেন—কেহহ বহুব্রহ্মী ও ছন্দ লইয়া মহা ছন্দ করিতেছেন। কামাখ্যা নিবাসী একজন টেকিয়াল ফুকন কর্তার নিকট বসিয়া ছকা টানিতে বলিতেছেন—আপনি বড় বাগ্যমান পুরুষ—আপনার দুইটি লড়বড়ে ও দুইটি পেঁচা মুড়ি—এ বচ্চর একটু লেরাং ভেরাং আছে কিন্তু একটি যাগ করলে সব রান্ধা ফুকনের মাচাং যাইতে পারবে ও তাহার বশীবৃত্ত হবে—ইতিমধ্যে বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবা মাত্র সকলেই উঠে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে হুকং বলিতে লাগিল। পুলিশের ব্যাপার অবধি বেচারাম বাবু চটিয়া রহিয়া ছিলেন কিন্তু শিষ্টাচারে ও মিন্ট কথায় কে না ভোলে? ঘনং যেআজ্ঞা মহাশয়ে তাঁহার মন একটু নরম হইল এবং তিনি সহাস্য মনে বেণী বাবুর কাছে ঘেঁসে বসিলেন। বাবুরাম বাবু বলিলেন মহাশয়ের বসাটা ভাল হইল না—গদির উপর আসিয়া বসুন। মিলমাকিক লোক পাইলে শাণিক-জোড় হয়। বাবুরাম বাবু অনেক অছুরোধ করিলেন

বটে কিন্তু বেচারাম বাবু বেণী বাবুর কাচ ছাড়া হইবেন না। কিয়ৎ ক্ষণ অন্যান্য কথাবার্তার পর বেচারাম বাবু ক্রিজাগা করিলেন মতিলালের বিবাহের সম্বন্ধ কোথায় হইল ?

বাবুরাম বাবু। সম্বন্ধ অনেক আনিয়াছিল। গুপ্তিপাড়ার হরিদাস বাবু, নাকানীপাড়ার শ্যামাচরণ বাবু, কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু, ও অন্যান্য অনেক স্থানের অনেক ব্যক্তি সম্বন্ধের কথা উপস্থিত করিয়াছিল। সে সব ভাগ করিয়া এক্ষণে মণিরামপুরের মাধব বাবুর কন্যার সহিত বিবাহ ধার্য্য করা গিয়াছে। মাধব বাবু যোত্রাপন্ন লোক আর আনানিগের দশটাকা পাওয়া থোয়া হইতে পারিবে।

বেচারাম বাবু। বেণী ভায়া! এবিষয়ে তোনার কি মত?—কথাগুলো খুলে বল দেখি।

বেণী বাবু। বেচারাম দাদা! খুলে খেলে কথা বলা বড় দায়—বোবার শত্রু নাই আর কর্ম্ম যখন ধার্য্য হইয়াছে তখন আন্দোলনে কি ফল ?

বেচারাম বাবু। আরে তোমাকে বলতেই হবে—আমি সব বিষয়ের নিঃগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাই।

বেণী বাবু। তবে শুনুন—মণিরাম পুরের মাধব বাবু দাজ্জবাজ লোক—ভদ্র চালচুল নাই, কেবল গরুকেটে জুত দানি ধার্ম্মিকতা আছে—বিবাহেতে জিনিসপত্র টাকা কাড় দিতে পারেন কিন্তু বিবাহ দিতে গেলে কেবল কি টাকা কাড়ির উপর দৃষ্টি করা কর্তব্য হয়? অগ্রে ভদ্রঘর খোজা উচিত, তার পর ভাল মেয়ে খোজা কর্তব্য, তার পর পাওনা পোওনা হয় বড় ভাল—না হয়—নাই। কাঁচড়াপাড়ার রামহরি বাবু অতি সুমানুষ—তিনি পরিশ্রম দ্বারা ধাঁহা উপায় করেন তাহাতেই মানন্দ চিন্তে কাল যাপন করেন—পরের বিষয়ের উপর কখন চেয়েও দেখেন

না—তাহার অবস্থা বড় ভাল নয় বটে কিন্তু তিনি আপন  
সন্তানাদির সত্বপদেশে সন্দেহা যত্নবান ও পরিবারের  
কিপ্রকারে ভাল থাকিবে ও কিপ্রকারে তাহাদিগের সুখিত  
হইবে সন্দেহ কেবল এই চিন্তা করিয়া থাকেন। এমন  
লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা হইলে তো সর্বাংশে সুখজনক হইত।

বেচারাম বাবু। বাবুরাম! তুমি কাতার বুদ্ধিতে এ  
সম্বন্ধ করিয়াছ? টাকার লোভেই গেলে যে! তোমাকে  
কি বলব?—এ আনাদিগের জেতের দোষ? বিবাহের  
কথা উপস্থিত হইলে লোকে অগনি বলে বসে—কেমন গো  
রূপের ঘড়া দেবে তো?—মুন্দের মালা দেবে তো? আক্ষে  
আবাগের বেটা কটন ভদ্র কি অভদ্র তা আগে দেখ—  
মেয়ে ভাল কি মন্দ তার অন্বেষণ কর?—সে সব ছোট  
কথা—কেবল দশটাকা লাভ হইলেই সব হইল—দূর—দূর!

বাঞ্জারাম বাবু। কলও চাই—রূপও চাই—ধনও  
চাই!—টাকাকে একেরারে অগ্রাহ করিলে সংসার কিরূপে  
চলবে?

বক্রেস্বর বাবু। তা বই কি—ধনের খাতির অদৃশ্য  
রাখতে হয়। নির্ধন লোকের সহিত আলাপে ফল কি?  
সে আলাপে কি পেরি ভরে?

ঠকচাচা। চৌকির উপর থেকে হুন্ডি খেয়ে পড়িয়  
বল্লেন—মোর উপর এতনা টিটি কারি দিয়া বাত হচ্ছে  
কেন?—মুই তো এ সাদি করতে বলি—একট! নামজাদা  
লোকের বেটা না আন্লে আদমির কাছে বহুত সরমের  
বাত, মুই রাতদিন ঠেওরেং দেখেছি যে মণিরামপুরের  
মাধব বাবু আছা আদমি—তেনার নামে বাগে গরুণে  
খায়—দাঙ্গা হাঙ্গামের ওজ্জে লেঠেল মেংলে লেঠেল  
মিলবে—আদালতের বেলকুল আদমি—তেনার দস্তুর বিচ  
—আপদ্ পড়লে হাজারো সুরতে মদত্ মিলবে। কাচডা  
পাড়ার রামহরি বাবু সেকস্ত আদমি—ঘোষাট ঘোষাট  
করে প্যাট টালে—তেনার সাথে খেসি কামে কি কায়দা?

বেচারাম বাবু। বাবুরাম! ভাল মন্ত্রী পাঠিয়াছ?  
—এমন মন্ত্রির কথা শুন্দলে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে  
হইবে—আর কিবা ছেলেই পেয়েছ!—তাহার আবার  
বিয়ে? বেণী ভায়া তোমার মত কি?

বেণী বাবু। • আমার মত এই—যে পিতা প্রথমে  
ছেলেকে ভালরূপে শিক্ষা দিবেন ও ছেলে যাতাতে সর্ব  
প্রকাৰে সং হয় এমন চেমটা সম্যক্ রূপে পাইবেন—ছেলের  
যখন বিবাহ করিবার বয়স হইবে তখন তিনি বিশেষরূপে  
সাত্ত্ব্য করিবেন। অসময়ে বিবাহ দিলে ছেলের নানা  
প্রকার হানি করা হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া বাবুরাম বাবু পড়মড়িয়া  
উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর গেলেন। গৃহিণী পাড়ার  
স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহ সংক্রান্ত কপাণীর্ষ্য কাহিন্তে-  
ছিলেন। কর্ত্তা নিকটে গিয়া বাহির বাটীর সকল কথা  
শুনাইয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন তবে কি  
মতিলালের বিবাহ কিছুদিন স্থগিত থাকিবে? গৃহিণী  
উত্তর করিলেন—তুমি কেমন কথা বল—শত্রুর মুখে চাই  
দিয়ে যেটের কোলে মতিলালের বয়েস যোল বৎসর হইল  
—আর কি বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায়? একথা  
লইয়া এখন গোলমাল করিলে লগ্ন বয়ে যাবে—কি করছো  
একজন ভালমানুষের কি জাত যাবে?—বর লয়ে শীঘ্র  
যাও। গৃহিণীর উপদেশে কর্ত্তার ননের চাপল্য দূর হইল  
—বাটীর বাহিরে আসিয়া রোসনাই জ্বালিতে ছকুম দিলেন  
অর্মান ঢোল রোসন চৌকি ও ইংরাজি বাজানা বাজিয়া  
উঠিল। ও বরকে তক্তনামার উপর উঠাইয়া বাবুরাম বাবু  
ঠকচাচার হাত ধরিয়া আপন বন্ধ বাজাব কুটুম্ব সজ্জ  
সজ্জ লইয়া হেলত তুলতে চলিলেন। ছাতের উপর  
থেকে গৃহিণী ছেলের মুখখানি দেখিতে লাগিলেন অন্যান্য  
স্ত্রীলোকেরা বলিয়া উঠিল—ও মতির মা! আহা বাছার  
কি রূপই বেরিয়েছে! বরের সব ইয়ার বক্কি চলিয়াছে,

পেছনে বংমোসাল লইয়া কাহারো গা পোড়াইয়া দিতেছে, কাহারো ঘরের নিকট গটকা ছুঁড়িতেছে, কাহারো কাছে তুবড়িতে আশ্রয় দিতেছে। গরিব দুঃখী লোক সকল দেকসেক হইল কিন্তু কাহারো কিছু দিলিতে সাহস হইল না।

কিষ্কণ্ডন পরে মর মণিরামপুরে গিয়া উদ্ভীর্ণ হইল—  
 বর দেখতে রাস্তার দোপারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—ছেলেটির স্ত্রী আছে বটে কিন্তু নাকটি একটু টেকাল হলে ভাল হইত—কেহ বলতে লাগিল—রংটি কিছু ফিকে একটু মাজা হলে আরও খুলতো। নিবাহ ভারি লগ্নে হবে কিন্তু রাত্রি দশটা না বাজতে—মাধব বাবু দরওয়ান ও জটান সঙ্গে করিয়া বর যাত্রিদিগের আগবাড়ান লইতে আইলেন—রাস্তায় বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা শিফাচারেতেই গেল—ইনি বলেন মহাশয় আগে চলন উনি বলেন মহাশয় আগে চলন—বালীর বেণী বাবু এগিয়া আসিয়া বলিলেন আপনারা দুইজনের মধ্যে যিনি হউন একজন এগিয়ে পড়ুন আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হিম খাইতে পারি না। এইরূপ মীমাংসা হওয়াতে সকলে কন্যাকর্তার বাটীর নিকট আসিয়া তিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন ও বর বাইয়া মজলিসে বসিল। ভাট রেও ও বারওয়রী ওয়ালা, চারিদিগে ঘেরিয়া দাঁড়াইল—গ্রামভাটি ও নানা প্রকার বাবের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল—ঠকচাচা দাঁড়াইয়া রফা করিতেছেন—অনেক দম সম দেন কিন্তু ফলের দফায় নাম মাত্র—রেওদিগের মধ্যে একটা সপ্তা ভেড়ে এসে বলিল এ নেড়ে বেটা কে রে? বেরো বেটা এখানথেকে—হিন্দুর কশ্মে মোছলমান কেন? ঠকচাচার অমনি রাগ উপস্থিত হইল। তিনি দাড়ি নেড়ে চোক রাঙ্গাইয়া গালি দিতে লাগিলেন। হুলাধর গদাধর ও অন্যান্য নব বাবুরা একে চায় আরে পায়। তাহার, দেখিল যে প্রকার মেঘ করিয়া আসিতেছে বড় হইতে পারে—অতএব কেহ ফরাস ছেঁড়ে—কেহ সেজ নেবায়

—কেহ বাড়ে টক্কর লাগাইয়া দেয়—কেহ ওর এর মাথার উপর ফেলিয়া দেয়, কন্যা কর্তার তরফের দুই জন লোক এই সকল গোলযোগ দেখিয়া দুই একটা মজু কথা বলতে তাহাঙ্গাতি হঠবার উপক্রম হইল—মতিলাল বিবাদ দেখিয়া মনে ভাবে বুঝি আমার কপালে বিয়ে নাই—হয় তো সূতা হাতে মার হইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে হবে।

## ১১ মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে কবিতা ও আগড়- পাড়ার অধ্যাপকদিগের বাদানুবাদ।

আগড়পাড়ার অধ্যাপকেরা বৈকালে গাছের তলায় বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন। কেহ নস্য লইতেছেন—কেহবা তমাক খাইতেছেন—কেহবা খক করিয়া কাসিতেছেন—কেহবা দুই একটি খোস গল্প ও হাসি মনকরার কথা কহিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন—বিদ্যারত্ন কেনন আছেন? ব্রাহ্মণ পেটের আলায় মণিরামপুরে নিমন্ত্রণে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছে।—আহা কাল যে করে লাঠি ধরিয়া স্নান করিতে যাইতে ছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল।

বিদ্যাভূষণ। বিদ্যারত্ন ভাল আছেন চুণ হলুদ ও সেকতাপ দেওয়াতে বেদনা অনেক কমিয়া গিয়াছে। মণিরামপুরের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কবিকঙ্কণ দাদা বে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহাতে রং আছে—বলি শুনুন। ডিমকিৎ, তা থিয়ে থিয়ে বোলে নহবত বাজে। মাধব ভবন। দেবেন্দ্রসদন। জিনি ভবন বিরাজে। অদভুত সূতা। আলোকের আভা। বাড়ের প্রভা নাজে। চারিদিগে নানা ফুল। ছড়াছড়ি দুইকুল। বাদ্যের কুল বাজে।

খোপেৎ গাঁদা মালা । রাজা কাপড় রূপার বালা ।

এতক্ষণে বিয়ের শালা মাজে ।

সামেয়ানা ফর ফর । তালি তাতে বহুতর । জল পড়ে  
ঝর ঝর হাজে ।

লেহিয়াল মজপুত । দরওয়ান রজপুত । নিনাদ অদ্ভুত  
গাজে ।

লুচিচিনি মনোহরা । তাঁড়ারেতে খুব ভরা । আলপনার  
ডোঁরা ডোঁরা মাজে ।

ভাটবন্দি কতং । শ্লোক পড়ে শতং । চন্দনানা মত ভাজে ।  
আগড়পাড়া কবিবর । বিরচয়ে গুঁহিপর । ঝুপকরে  
আলো বর সমাজে ।

হলধর গদাধর উসু খুসু করে ।

ছট ফট ছট ফট করে তারা মরে ।

ঠকচাচা হন কাঁচা শুনে বাজে কথা ।

হলধর গদাধর খাইতেছে মাথা ।

পড়াপড় পড়াপড় ফাড়িবার শক ।

গুপাগুপ গুপাগুপ কিলে করে জুক ।

ঠনাঠন ঠনাঠন ঝাড়ে ঝাড়ে লাগে ।

সটসট সটসট করে সবে ভাগে ।

মতিলাল দেখে কাল বসেৎ দৌলে ।

সুতাসার কি আমার আছয়ে কপালে ।

বক্রেস্বর বোকাস্বর খোষামদে পাকু ।

চলেযান কিল খান খান গলা ধাক্কা ।

বাঞ্জারাম অবিরাম ফিকিরেতে টনক ।

চড় খেয়ে আচাড় খেয়ে হইলেন বঙ্ক ।

বেচারাম সববাম দেখে যান টেরে ।

দূর দূর দূর দূর বলে অনিবারে ।

বেণী বাবু খান খাবু নাই গতি গঙ্গী ।

ছপ হাপ গুপ গাপ বেড়ে উঠে দাঙ্গা ।

বালুরাম ধরে থাম থাম করে ।

ঠকৎ ঠকৎ কেঁপে মরে ডরে ।

ঠকচাচা মোরে বাচা বলে তাড়াতাড়ি ;  
 মুসলমান বেইমান আছে মুড়ি বুড়ি ।  
 যায় সরে ধীরে ধীরে মুখেকাপড় মোড়া ।  
 সবে বলে এই বেটা যত কুয়ের গোড়া ।  
 রেওতাট করে সাট ধরে তাকে পড়ে ।  
 চড় চড় চড় চড় দাড়ি তার ছেঁড়ে ।  
 সেকেরপো ওহোওহো বলে তোবা তোবা ।  
 জান যায় হায় হায় মার কর বাবা ।  
 খুবকরি হাতধরি মোকে দাও চেড়ে ।  
 ভালা বুঝা নেহি জাস্তা জেতে মুই নেড়ে ।  
 এমোকামে কোইকামে আন, ঝকনারি ।  
 হয়রান পেরেসান বেইজ্জতে মরি ।  
 না বুঝিয়া না সজিয়া হেন্দুদের সাথে ।  
 এসেছি বসিয়া আছি সেরক্ দোস্তিতে ।  
 এ সাদিতে না থাকিতে বার বার নানা ।  
 চাচি মোর ফুপা মোর সবে করে মানা ।  
 না শুনিয়া না রাখিয়া তেনারদের কথা ।  
 জান যায় দাড়ি যায় যায় মোর মাথা ।

মহাঘোর ঝাপে লটিয়াল সাজিছে ।  
 কড়মড় হড়মড় করে তারা আসিছে ।  
 সপাসপ লপালপ বেত পিঠে পড়িছে ।  
 গেলম রে মলম্ রে বলে সবে ডাকিছে ।  
 বর যাত্রী কন্যা যাত্রী কে কোথা ভাগিছে ।  
 মার মার ধর ধর এই শব্দ হইছে ।  
 বর লয়ে মাধব বাবু অন্তঃপুরে যাইছে ।  
 সভা ভেঙ্গে ছার খার একেবার হইছে ।  
 সবে বলে ঠক মুখে খুলে কাপড় বেড় ।  
 দাড়ি ছেঁড় দাড়ি ছেঁড় দাড়ি ছেঁড় দাড়ি ছেঁড় ।

বাবুরাম নিরনাম হইয়ে চলিল ।  
 রেসালা দোশালা সব কোথায় রহিল ।

কাপড় চোপড় ছিঁড়ে পড়ে খুলে ।  
 বাতাসে অবশে ওড়ে ছলে ছলে ।  
 চাদর ফাদর নাহি কিছু গায়ে ।  
 হেঁচট মোচট খান অহু পায়ে ।  
 চলিছে বলিছে বড় অধোমখে ।  
 পড়েছি ডুবোঁছ আমি ঘোর দুঃখে ।  
 ক্ষপাতে তুষপাতে মোর ছাতি কাটে ।  
 মিঠাই নাপাই নাহি মড়কি জোটে  
 রফনি অমনি হইতেছে ঘোর ।  
 বাতাস নিশ্বাস মধ্যে হল জোর ।  
 বহে জড় হড়মড় চারিদিকে ।  
 পবন শমন সেন আলো বেগে ।  
 কি করি একাকী না লোক না জন ।  
 নিকট নিকট হইবে মরণ ।  
 চলিতে বলিতে মন নাহি লাগে ।  
 বিধাতা শক্রতা করিলে কি হবে ।  
 নাজানি গৃহিণী মোর মৃত্যু শুনে ।  
 দুঃখেতে খেদেতে মরিবেন প্রাণে ।  
 বিবাহ নির্বাহ হল কি না হল ।  
 ঠ্যাঙ্গাতে লাঠিতে কিন্তু প্রাণ গেল ।  
 সম্বন্ধ নির্বন্ধ কেন করিলাম ।  
 মানিতে প্রাণেতে আমি মজিলাম ।  
 আসিতে আসিতে দোকান দেখিল ।  
 অবাধা ভাগাদা যাইয়া ঢুকিল ।  
 পার্শ্বেতে সর্মেতে শুয়ে আছে পড়ে ।  
 অস্থির ছস্থির বড় ঠক নেড়ে ।  
 কেমনে এখানে বাবুরাম কহে ।  
 একালা ফেলিয়া আমাকে আইলে ।  
 একশ্ব কিকশ্ব সখার উচিত ।  
 বিপদে আপদে প্রকাশে পিরিত ।  
 ঠক কয় মহাশয় চপ কর ।  
 দোকানি না জানি তেনাদের চর ।

পোলিয়ে যাইলে সব বাত হবে।  
 বাঁচিলে জানেতে মহস্বত হবে।  
 প্রভাতে দোঁহেতে করিল গমন।  
 রুটয়ে তোটকে শ্রীকবি কঙ্কণ।

তর্কবাগীশ বাবুরাম বাবুর বড় গোড়া কবিতা শুনিয়া  
 নাহ্নে জ্বলিয়া উঠে বলিলেন আ মরি! কিবা কবিতা  
 —সাক্ষাৎ সরস্বতী মূর্তিমান—কিবা কালিদাস করিয়া  
 জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ভারি বিদ্যা—এমন  
 ছেলে বাঁচা ভার। পয়ারও চমৎকার! মেজের মাটি—  
 গোথর বাটি—শীতলপাটি—নারকেল কাটি! ব্রাহ্মণ পণ্ডিত  
 হইয়া বড়মানুষের সর্বদা প্রশংসা করিবে—শ্রীমানি করাতো  
 ভদ্র কর্ম নয়—এই বলিয়া তিনি রাগ করিয়া সেস্তান হইতে  
 উঠিয়া চলিয়া যান। সকলে হাঁ—হাঁ—দাডানগো—থামুন-  
 গো বলিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া এসাইলেন।

অন্য আর এক জন অধ্যাপক ও কথা চাপা দিয়া অন্যান্য  
 কথা ফেলিয়া মলিয়ে কলিয়ে বাবুরাম ও মাধব বাবুর  
 জারিফ করিতে আরম্ভ করিলেন। বায়নে বুদ্ধি প্রায় বড়  
 মোটা—সকল সময়ে সব কথা তুলিয়া বুঝিতে পারে না—  
 ন্যায় শাস্ত্রের ফেঁকড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায় শাস্ত্রীয় বুদ্ধি  
 হয়—সাংসারিক বুদ্ধির চালনা হয় না। তর্কবাগীশ অমনি  
 গিয়া গিয়া উপাস্ত কথায় আমোদ করিতে লাগিলেন।

১২ বেচারাম বাবুর নিকট বেণী বাবুর গমন, মতি-  
 লালের ভ্রাতা রামলালের উত্তম চরিত্র হওনের কারণ,  
 বরদাশ্রমাদ বাবুর প্রসঙ্গ—মন শোধনের উপায়।

বৌবাজারের বেচারাম বাবু, ঠৈঠকখানায় বসিয়া  
 গাছেন। নিকটে ছুই এক জন লোক কীর্তন অঙ্গ গাই-

তেছে। বাবু গোষ্ঠ দান মান মাথুর খণ্ডিতা উৎকর্ষতা কলহাস্থরিতা ক্রমে২ করমাইস করিতেছেন। কীর্ত্তনিকারী মনোহরসরী বেণী টি ও নানা প্রকার সুরে কীর্ত্তন করিতেছে, সে সকল শুনিয়া কেহ২ দশা পাইয়া একেবারে গড়াগড়ি দিতেছে। বেচারাম বাবু চিত্র প্রকলিকার ন্যায় স্কন্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন এনত সময়ে বালীর বেণী বাবু গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেচারাম বাবু অমনি কীর্ত্তন বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আরে কও বেণীভায়া বেঁচে আছ কি? বাবুরাম নেকড়ার আগুন—ছেড়েও ছাড়ে না অথচ আমরা তাঁহার, যে কণ্ঠে যাই সেই কণ্ঠে লগুভণ্ড হইয়া আসিতে হয়। মণিরামপুরের ব্যাপারেতে ভাল আক্কেল পাইয়াছি—কথাই আছে যে হয় ঘরের শত্রু সেই বায় বরযাত্রী।

বেণী বাবু। বাবুরাম বাবুর কথা আর বলবেন না—দেবকসেক হওয়া গিয়াছে—ইচ্ছা হয় বালীর ঘর দ্বার ছাড়িয়া প্রস্থান করি। দেখুন “অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি” —আরবা কপালে কি আছে!

বেচারাম। ভাল, বাবুরামের তো এই গতিক—আপনি যেমন—মন্ত্রী যেমন—মঞ্জিরা যেমন—পুত্র যেমন—সকল কণ্ঠ কারখানাও তেমন। তাঁহার ছোট ছেলেটি ভাল হইতেছে এর কারণ কি? সে যে গোবর কুড়ে পদ্ম ফুল!

বেণী বাবু। আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। —এ কথাটি অসম্ভব বটে কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ আছে। পূর্বে আমি বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস বাবুর পরিচয় দিয়াছি তৎকালে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। কিয়ৎকালাবধি ঐ মহাশয় বৈদ্যবাটিতে অবস্থিত করিয়া আছেন। আমি মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, বাবুরাম বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রামলাল যদিও মৃত্যুশালের মত হয় তবে বাবুরামের বংশ স্থরায় নির্বংশ হইবে কিন্তু

ঐ ছেলেটি ভাল হইতে পারে, তাহার উন্নয়ন সুযোগ হই-  
 পাচ্ছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া, রামলালকে সঙ্গে করিয়া  
 উক্ত বিশ্বাস বাবুর নিকট গিয়া ছিলাম। ছেলেটির সেই  
 পর্যন্ত বিশ্বাস বাবুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে  
 তাঁহার নিকটেই সঙ্গী পড়িয়া আছে, আপন বাটীতে বড়  
 থাকেনা, তাঁহাকে পিতার তুল্য দেখে।

বেচারাম। পূর্বে ঐ বিশ্বাস বাবুরই গুণ বর্ণনা  
 করিয়া ছিলে বটে—যাহা হৃদক. একাপারে এতগুণ কখন  
 শুনিবো, এক্ষণে তাঁহার ভাল পদ হইয়াছে—মনে গম্বি  
 না জন্মিয়া এত নমতা কি প্রকারে হইল?

বেণী বাবু। সে ব্যক্তি বাল্যকালাবধি সম্পত্তি প্রাপ্ত  
 হয় ও কখন বিপদে না পড়িয়া কেবল সম্পদেই বাড়িতে  
 থাকে তাহার নমতা প্রায় হওয়া ভার—সে ব্যক্তি অন্যের  
 মনের গতি বঝিতে পারে না অথবা কিবা পণের প্রিয়,  
 কিবা পণের অপ্রিয়, তাহা তাহার কিছুমাত্র বোধ হয় না,  
 কেবল আপন সুখে সঙ্গী মন্থ থাকে—আপনাকে বড়  
 দেখে ও তাহার আত্মীয় বর্গ প্রায় তাঁহার সম্পদেরই  
 খাতির করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় মনের গম্বি বড়  
 ভয়ানক হইয়া উঠে—এমত স্থলে নমতা ও দয়া কখনই  
 স্থায়ি হইতে পারে না। এই কারণে কালকাতার বড়-  
 মানুষের ছেলেরা প্রায় ভাল হয় না। একে বাপের  
 বিষয়, তাতে ভারি পদ সুতরাং সকলের প্রতি তুচ্ছ  
 তাচ্ছল্য করিয়া বেড়ায়। চোট না খাইলে—বিপদে না  
 পড়িলে মন স্থির হয় না। মনুষ্যের নমতা অত্রৈই আবশ্যিক।  
 নমতা না থাকিলে আপনার দোষের বিচার ও শোধন  
 কখনই হয় না—নম না হইলে লোকে ক্ষম্যে বাড়িতেও  
 পারে না!

বেচারাম। বরদা বাবু এত ভাল কি প্রকারে হইলেন?

বেণী বাবু। বরদা বাবু বাল্যাবস্থা অবধি ক্রেশে  
 পড়িয়া ছিলেন। ক্রেশে পড়িয়া পরমেশ্বরকে অনবরত  
 ধ্যান করিতেন—এইমত অনবরত ধ্যান করাতে তাঁহার মনে

দূঢ় সংস্কার হইয়াছে যেহেতু কৰ্ম পরমেশ্বরের প্রিয় তাহাই করা কৰ্তব্য, সেহেতু কৰ্ম তাঁহার অপ্রিয় তাহা প্রাণ গেলেও করা কৰ্তব্য নহে। এই সংস্কার অনুসারে তিনি চলিয়া থাকেন।

বেচারাম। পরমেশ্বরের প্রিয় অপ্রিয় কৰ্ম তিনি কি প্রকারে স্থির করিয়াছেন।

বেণী বাবু। এই বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার দুই উপায় আছে। প্রথমতঃ মনঃ সংযম করিতে হয়। মনের সংযম নিমিত্ত স্থির হইয়া ধ্যান ও মনের সন্তোষ বৃদ্ধি করা আবশ্যিক। স্থির হইয়া চিন্তে ধ্যানের দ্বারা মনকে উল্টে পাল্টে দেখিতে হইবে তদ্বিতীয়া বিবেচনা শক্তির চালনা এইরূপ থাকে, এই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠে তেমন লোকে ঈশ্বরের অপ্রিয় কৰ্মে বিরক্ত হইয়া প্রিয় কৰ্মেতে রত হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সাধুলোকে যাগা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ ও আন্দোলন করিলে এই শক্তি ক্রমশঃ অভ্যাস হয়। বরদা বাবু আপনাকে ভাল করিবার জন্য কোন অংশ কল্প করেন নাই। অন্যাবধি তিনি সাধাঃ লোকের ন্যায় কেবল হোতা করিয়া বেড়ান না। প্রাতঃকালে উঠিয়া নিয়ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন—তৎকালীন তাহার মনে যে ভাব উদয় হয় তাহা তাঁহার নয়নের জল দ্বারা এই প্রকাশ পায়। তাহার পরে তিনি আপনিকি নন্দ ও কি ভাল কৰ্ম করিয়াছেন তাহা স্মৃতির হইয়া উল্টে পাল্টে দেখেন—তিনি আপন গুণ কখনই গ্রহণ করেন না—কোন অংশে কিঙ্কিমা দোষ দেখিলেই অতিশয় সন্তোষিত হন কিন্তু অন্যের গুণ শ্রবণে আনন্দ করেন, দোষ জানিতে পারিলে জাতৃত্বাবে কেবল কিছু দুঃখ প্রকাশ করেন। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা তাঁহার চিত্ত নির্মল ও শান্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনকে একরূপ সংযত করে সে যে ধর্মেতে বাড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

বেচারাম। বেণী ভায়া! বরদা বাবুর কথা শুনিয়া কৰ্ণ জুড়াইল, এমন লোকের সহিত একবার দেখা করিতে হইবে, দিবসে তিনি কি করিয়া থাকেন।

বেণী বাবু। তিনি দিবসে বিষয় কৰ্ম করিয়া থাকেন

বটে কিন্তু অন্যান্য লোকের মত নহে। অনেকেই বিষয় কল্পে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল পদ ও অর্থের বিষয় ভাবেন, কিন্তু তঁহা তাহা বড় ভাবেন না। তাঁহাব ভাল জানা আছে যে পদ ও অর্থ জুলবিয়ের ন্যায়—দেখিতে ভাল—শুনিতে ভাল—কিন্তু গরিলে সঙ্গে যায় না বরং সাবধান পৃথক না চলিলে, ঐ উভয় দ্বাৰা কুমতি জন্মিয়া থাকে, তাঁহার বিষয় কল্প করিবার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে তদ্বারা আপন পক্ষের চালনা ও পরীক্ষা করিবেন। বিষয় কল্প করিতে গেলে লোভ, রাগ, হিংসা, প্রবিচার, ইত্যাদি প্রবল হইয়া উঠে ও ঐসকল রিপূর দাপটে অনেকেই মারা যায়। তাহাতে যৈ সামলিয়া যায় সেই প্রকৃত ধার্মিক। ধর্ম্ম মুখে বলা সহজ কিন্তু কক্ষের দ্বারা না দেখাইলে মুখে বলা কেবল ভণ্ডামি। বরদা বাবু সর্বদা বলিয়া থাকেন সংসার পাঠশালার স্বরূপ, বিষয় কক্ষের দ্বারা মনের সদভ্যাস হইলে ধর্ম্ম অটুট হয়।

বেচারাম। তবে কি বরদা বাবু অর্থকে অগ্রাহ করেন?

বেণী বাবু। নানা—অর্থকে হয় বোধ করেন না—কিন্তু তাঁহার বিবেচনাতে ধর্ম্ম অগ্রে—অর্থ তাঁহার পরে, অর্থাৎ ধর্ম্মকে বজায় রাখিয়া অর্থ উপার্জন করিতে হইবেক।

বেচারাম। বরদা বাবু রাত্রে বাটীতে কি করেন?

বেণী বাবু। সন্ধ্যার পর পরিবারের সহিত সদালাপ ও পড়া শুনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সচ্চরিত্র দেখিয়া পরিবারেরা সকলে তাঁহার মত হইতে চেষ্টা করে, পরিবারের প্রতি তাঁহার এমত স্নেহ যে স্ত্রী মনে করেন এমন স্বামী বেন জন্মেই পাই, সন্তানেরা তাঁহাকে একদণ্ড না দেখিলে ছটফট করে। বরদা বাবুর পুত্র গুলি যেমন ভাল, কন্যা গুলিও তেমনি ভাল। অনেকের বাটীতে ভয়ে বোনে সর্বদা কঁচকচি কলহ করিয়া থাকে। বরদা বাবুর সন্তানেরা কেহ কাহাকেও উচ্চ কথা কহে না, কি লেখার সময়, কি পড়ার

সময়, কি খাবার সময়, সকল সময়েই তাঁহার পরস্পর স্নেহ পূর্নক কথা বার্তা কহিয়া থাকে—বাপ মা ভাল না হইলে সম্ভান ভাল হয় না।

বেচারাম বাবু। আমি শুনিয়াছি বরদা বাবু সৰ্বদা পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান।

বেণী বাবু। একথা সত্য বটে—তিনি অন্যের ক্লেশ বিপদ অথবা পীড়া শুনিলে বাটীতে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। নিকটস্থ অনেক লোকের নানা প্রকারে উপকার করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ কথা ঘুণাকরে কাহাকেও বলেন না ও অন্যের উপকার করিলে আপনাকে উৎকৃত বোধ করেন।

বেচারাম। বেণী ভায়া! এমন প্রকার শোক চক্ষে দেখা দরে থাকুক কোন কালে কখন কাণেও শুনি নাই—এমত লোকের নিকটে বুড়া থাকিলেও ভাল হয়—ছেলে তো ভাল হবেই। আহা বাবুরামের ছোট ছেলোট ভাল হইলেই বড় সুখজনক হইবে!

১৩ বরদা প্রসাদ বাবুর উপদেশ দেওন তাঁহার বিজ্ঞতা ও ধর্ম নিষ্ঠা এবং সুশিক্ষার প্রণালী। তাঁহার নিকট রামলালের উপদেশ উজ্জ্বল রামমালের পিতার ভাবনা ও ঠকচাচার সহিত পরামর্শ। রামলালের গুণ বিষয়ে মনান্তর ও তাঁহার বড় ভগিনীর পীড়া ও বিয়োগ।

বরদাপ্রসাদ বাবুর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিজাতীয় বিচক্ষণতা ছিল। তিনি মানব স্বভাব ভাল জানিতেন। মনের শক্তি কিং শক্তি কিং ভাব এবং কিং প্রকারে ঐ সকল শক্তি ও ভাবের চালনা হইলে মনুষ্য বুদ্ধিমান ও ধার্মিক হইতে

পারে তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ বিজ্ঞতা ছিল। শিক্ষকের কর্মসূচী বড় সহজ নহে। অনেকে বৎকিঞ্চিৎ ফলতোলা রকম শিখিয়া অন্য কর্ম কাজ না জুটিলে শিক্ষক হইয়া বসেন—এমন সকল লোকের দ্বারা ভাল শিক্ষা হইতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষক হইতে গেলে মনের গতি ও ভাব সকলকে ভালরূপে জানিতে হয় এবং শিক্ষা কিপ্রকারে দিলে কন্ঠে আনিতে পারে তাহা সুস্থির হইয়া দেখিতে হয় স্মৃতিতে হয় ও শিখিতে হয়। এ সকল না করিয়া তাড়াছড়া রকমে শিক্ষা দিলে কেবল পাথরে কোঁপ মারা হয়—এক শত বার কোঁদাল পাড়িলেও এক মুটা মাটি কাটা হয় না। বরদাপ্রসাদ বাবু বহুদর্শী ছিলেন—অনেক কালাবধি শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী থাকিতে শিক্ষা দেওনের প্রণালী ভাল জানিতেন, তিনি যেপ্রকারে শিক্ষা করাইতেন তাহাতে সার শিক্ষা হইত। এক্ষণে সরকারি বিদ্যালয়ে যে প্রকার শিক্ষা হয় তাহাতে শিক্ষার আসল অভিপ্রায় কিছু হয় না কারণ মনের শক্তি ও মনের ভাব সকলের সুন্দররূপে চালনা হয় না। ছাত্রেরা কেবল মুখস্থ করিতে শিখে তাহাতে কেবল স্মরণ শক্তি জাগরিত হয়—বিবেচনা শক্তি প্রায় নিভ্রিত থাকে, মনের ভাবাদির চালনার তো কথাই নাই। শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য এই যে ছাত্রদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে মনের শক্তি ও ভাব সকল সমানরূপে চালিত হইবেক। এক শক্তির অধিক চালনা ও অন্য শক্তির অল্প চালনা করা কর্তব্য হয় না। যেমন শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয় তেমনি মনের সকল শক্তিকে সমানরূপে চালনা করিলে আসল বুদ্ধি হয়। মনের সম্ভাবাদিরও চালনা সমানরূপে করা আবশ্যিক। একটি সম্ভাবের চালনা করিলেই সকল সম্ভাবের চালনা হয় না। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলেও দয়ার লেশ না থাকিতে পরে—দয়ার ভাগ অধিক থাকিয়া দেনা পাওনা বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান না থাকা অসম্ভব নহে—দেনা পাওনা বিষয়ে খারা থাকিয়া ও পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্রের

উপর অসম্মত ও নিস্নেহ হইবার সম্ভাবনা—পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রের প্রতি স্নেহ থাকিতে পারে অথচ সরলতা কিছুমাত্র না থাকা অসম্মত নহে ফলেও বরদাঞ্জলাদ বাবু ভাল জানিতেন যে মনের ভাবাদির চালনার মূল পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি—ঐ ভক্তির যেমন বৃদ্ধি হইবে তেমন মনের সকল ভাবের চালনা হইতে থাকিবে, তাহা না হইলে ঐ কর্মটি জলের উপরে আঁক কাটার প্রায় হইয়া পড়ে।

রামলাল ভাগ্যক্রমে বরদা বাবুর শিষ্য হইয়া ছিল। রামলালের মনের সকল শক্তি ও ভাবের চালনা সুন্দর-রূপে হইতে লাগিল। মনের ভাবের চালনা সং লোকের সহস্রাসে যেমন হয় তেমন শিক্ষাদারী হয় না। যেমন কলমের দ্বারা কামগাছের ডাল আঁবগাছের ডাল হয় তেমন সহস্রাসের দ্বারা এক রকম মন অন্য আর এক রকম হইয়া-পড়ে। সং মনের এমন মাহাত্ম্য যে তাহার ছায়া অপর মনের উপর পড়িলে অপর রূপ ক্রমেই ছায়ার স্বরূপ হইয়া বসে।

বরদা বাবুর সহ বাসে রামলালের মনের টাঁচা প্রায় তাঁহার মনের মত হইয়া উঠিল। রামলাল প্রাতঃকালে উঠিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ করিবার জন্য ফর্দা জায়গায় ভ্রমণ ও বায়ু সেবন করেন—তাঁহার দৃঢ় সংস্কার হইল যে শরীরে জোর না হইলে মনের জোর হয় না। তাহার পরে বাটীতে আসিয়া উপাসনা ও আত্ম বিচার করেন এবং যে সকল বহি পড়িলে ও যেহ লোকের সহিত আলাপ করিলে বুদ্ধি ও মনের সম্ভাব বৃদ্ধি হয় কেবল সেই সকল বহি পড়েন ও সেই সকল লোকের সহিত আলাপ করেন। সং লোকের নাম শুনিলেই তাঁহার নিকট গমনাগমন করেন—তাঁহার জাতি অথবা অবস্থার বিষয় কিছুমাত্র অশুশ্চকান করেন না। রামলালের বোধ শোধ এমন পরিষ্কার হইল যে তাহার সঙ্গে আলাপ করেন তাঁহার সহিত কেবল কেজো কথাই কহেন—ফাল্গুতো কথা কিছুই কহেন না,

অন্য লোক ফালতো কথা कहিলে আপন বুদ্ধির জোরে কুরুণীর ন্যায় সারং কথা বাহির করিয়া লয়েন। তিনি মনের মতো সর্বদাই ভাবেন পরমেশ্বরের প্রতি তত্ত্বি নীতিজ্ঞান ও সদ্ভক্তি যাহাতে বাড়ে তাহাই করা কর্তব্য। এই মতে চলাতে তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও কর্ম সকল উত্তরং প্রশংসনীয় হইতে লাগিল।

সততা কখনই ঢাকা থাকেনা। পাড়ার সকল লোকে বলাবলি করে—রামলাল দৈত্য কুলের প্রজ্ঞান্দ। তাহা-দিগের বিপদ আপদে রামলাল আগে বুক দিয়া পড়ে। কি পরিশ্রমদ্বারা, কি অর্থ দ্বারা, কি বুদ্ধির দ্বারা, যাহার দ্বাৰে উপকার হয় তাহাই করে। কি প্রাচীন, কি যুবা, কি শিশু সকলেই রামলালের অমুগত ও আত্মীয় হইল—রামলালের নিন্দা শুনিলে তাহাদিগের কর্ণে শেল সম লাগত—প্রশংসা শুনিলে মহাং আনন্দ হইত। পাড়ার প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা পক্ষর বুঝলালি করিতে লাগিল—আমাদিগের এমনি একটি ছেলে হলে বাছাকে কাছ ছাড়া হতে দিতুম না—আহা! ওর না কত পুণ্য করেছিল যে এমনি ছেলে পেয়েছে। যুবতী স্ত্রীলোকেরা রামলালের রূপ গুণ দেখিয়া শুনিয়া মনেং कहিত স্বামী হবে তো এমনি পুরুষ।

রামলালের সং স্বভাব ও সং চরিত্র ক্রমেং ঘরে বাহিরে নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাঁহার পরিবার মধ্যে কাহারও প্রতি কোন অংশে কর্তব্যকর্মের ক্রটি হইত না।

রামলালের পিতা তাঁহাকে দেখিয়া একং বার মনে করিতেন ছোট পুত্রটি হিন্দুয়ানি বিষয়ে আলংগাং রকম—তিলকসেবা করে না—কোশা কুশী লইয়া পূজা করে—না—হরিনামের মালাও তাঁপে না, অথচ আপন মত অনুসারে উপাসনা করে শুং কোন অধর্মের রত নহে—আমরা বৃদ্ধিং মিথ্যা কথা কই—ছেলেটি সত্য বই অন্য কথা জানে না—

বাপ মার প্রতি বিশেষ ভক্তিও আছে অধিকন্তু আমাদের  
 অনুরোধে কোন অন্যায় কৰ্ম করিতে কখনই স্বীকার করে  
 না—আমার বিষয় আশয়ে অনেক জোড় আছে—সত্য  
 গিথ্যা ছুই চাই। অপর বাটীতে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি  
 ক্রিয়া কলাপ হইয়া থাকে—এসকল কি প্রকারে রক্ষা হইবে?  
 মতিলাল মন্দ বটে কিন্তু সে ছেলেটির হিন্দুয়ানি আছে  
 —বোধ হয় দোষে গুণে বড় মন্দ নয়—বয়স কালে ভারি  
 হইলে সব সেরে যাবে। রামলালের মাতা ও ভগিনীরা  
 তাঁহার গুণে দিনে আর্জ হইতে লাগিলেন। যোর  
 অন্ধকারের পর আলোক দর্শনে যেমন আক্লাদ জন্মে  
 তেমনি তাঁহাদিগের মনে আনন্দ হইল। মতিলালের  
 অসদ্ব্যহারে তাঁহারা নিয়মাণ ছিলেন মনে কিছুমাত্র সূখ  
 ছিলনা—লোক গঞ্জনা অধোমুখ হইয়া থাকিতেন এক্ষণে  
 রামলালের সদর্শনে মনে সূখ ও মুখ উজ্জ্বল হইল। দাস  
 দাসীরা পূর্বে মতিলালের নিকট কেবল গালাগালি  
 ও মার খাইয়া পালাইত ডাক ছাড়িত—এক্ষণে রামলালের  
 নিষ্ঠাব্যক্ত্যে ও অনুগ্রহে তাহারা ভিজিয়া আপন কৰ্মে  
 অধিক মনোযোগী হইল। মতিলাল হলধর ও গদাধর  
 রামলালের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি  
 করিত ছোঁড়া পাগোল হলো—বোধ হয় মাথায় দোষ  
 জন্মিয়াছে। কর্তাকে বলিয়া ওকে পাগলা গারদে পাঠান  
 যাউক—এক রক্ত ছোঁড়া, দিবারাত্রি ধর্ম বলে—ছেলে  
 মুখে বড়ো কথা ভাল লাগে না। মানগোবিন্দ রাম-  
 গোবিন্দ ও দোলগোবিন্দ মধ্যে বলে—মতিবাবু  
 তুমি কপালে পুরুষ—রামলালের গতিক ভাল নয়—  
 ওটা ধর্ম করিয়া শীঘ্র নিকেশ হবে তার পর তুমিই  
 সমস্ত বিষয়টা লইয়া পায়ের উপর পা দিয়া নিছক মজা  
 মার। আর ওটা যদিও বাঁচে তবু কেবল জড়ভরের মত  
 হবে। আমরা! যেমন গুরু তেমনি চেম্বা—পৃথিবীতে আর  
 শিক্ষক পাইলেন না! একটা বাজালের কাছে গুরুগুরু

পাইয়া সকলের নিকটে ধর্ম বলিয়া বেড়ান। বড় বাড়ি-বাড়ি করলে ওকে আর গুর গুরুকে একেবারে বিসর্জন দিব। আমরা! টগরে ছোঁড়া বলে বেড়ায় দাদা কুসঙ্গ ছাড়লে বড় সুখের বিষয় হবে—আবার বলে দাদা বরদা বাবুর নিকট গমনাগমন করিলে ভাল হয়। বরদা বাবু—বুদ্ধির ঢেঁকি! গুণবানের জেঠা! খবরদার, মতিবাবু, তুমি যেন দমে পড়ে মেটার কাছে যেও না। আমরা আবার শিখব কি? তার ইচ্ছা হয় তো সে আমাদের কাছে এসে শিখে যাউক। আমরা এক্ষণে রংচাই—মজা চাই—আয়েস চাই।

ঠকচাচা সন্দর্ভাই রামলালের গুণানুবাদ শুনে ও শুনিয়া বসিয়া ভাবেন। ঠকের জাঁচ সময় পাইলেই বাবুরামের বিষয়ের উপর দুই এক ছোবল মারিবেন। এপর্যন্ত অনেক মামলা গোলমালে গিয়াছে—ছোবল মারিবার সময় হয় মাই কিন্তু চারের উপর চার দিয়া ছিপ ফেলার কল্পন হয় নাই। রামলাল যে প্রকার হইয়া উঠিল তাহাতে যে মাছ পড়ে এমন বোধ হইল না—পেঁচ পড়িলেই সে পেঁচের ভিতর যাইতে বাপকে মানা করিবে। অতএব ঠকচাচা ভারি ব্যাখাত উপস্থিত দেখিল এবং ভাবিল আশার চাঁদ বুঝি নৈরাশ্যের মেঘে ডুবে গেল আর প্রকাশ বা না পায়। তিনি মনো মধ্যে অনেক বিবেচনা করিয়া এক দিন বাবুরাম বাবুকে বলিলেন—বাবু সাহেব! তোমার ছোট লেড়খার ভৌল নেগা করে মোর বড় গমি হচ্ছে। মোর মালুম হয় ওনা দেওআনা হয়েছে—তেনা মোর উপর বড় খাপ্পা, দশ আদমির নজ্দিগে বলে মুই তোমাকে খারাব করলাম—এ ব্যত শুনে মোর দেলে বড় চোট গেগেছে। বাবু সাহেব! এ বহুত বুয়া ব্যত—এক এসময়িক মোরে বলল—কেউ তোমাকেও শক্ত বহুতে পারে। লেড়খা ভাল হবে—নরম হবে—বেতমিক ও বজ্জাত হলো, এলাজ দেওয়া মোনাসেব। আর যে রবক

সবক ক্ষুণ্ণ তাতে যে জমিদারি থাকে এতনা মোর এক্কেলে  
নালম হয় না।

যে ব্যক্তির ঘটে বড় বুদ্ধি নাই সে পরের কথায় অস্থির  
হইয়া পড়ে। যেমন কাঁচা মাজির হাতে তুফানে নৌকা  
পড়িলে টলমল করিতে থাকে—কুল কিনারা পেয়েও পায়না  
সেই মত ঐ ব্যক্তি চারিদিকে অন্ধকার দেখে ভাল মন্দ  
কিছুই স্থির করিতে পারে না। একে বাবুরাম বাবুর  
মাজা বুদ্ধি নহে তাতে ঠকচাচার কথা ব্রহ্মজ্ঞান, এই  
জ্ঞান্য তেবাচেকা লেগে তিনি ভদ্রজংলার মত কেলহ করিয়া  
চাহিয়া রহিলেন ও ক্ষণেক কাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—  
উপায় কি? ঠকচাচা বলিলেন মোশার লেডুখা বুয়া নহে  
বরদা বাবুই সব বদের জুড়—ওনাকে তফাত করিলে  
লেডুখা ভাল হবে—বাবুসাহেব! হেন্দুর লেডুকা হয়ে  
হেন্দুর মাকিক পাল পার্কণ করা মোনামেব, আর  
ছুনিয়াদারি করিতে গেলে ভাল বুয়া ছুই চাই—ছুনিয়া  
সাম্চা নয়—মুই একা সাম্চা হয়ে কি করবো?

সাহার যেকুপ সংস্কার সেইমত কথা শুনিলে ঐ কথা  
বড় মনের মত হয়। হিন্দুয়ানি ও বিষয় রক্ষা সংক্রান্ত  
কথাতেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে তাহা ঠকচাচা ভাল জানিতেন  
ও ঐ কথাতেই কর্ম কেয়াল হইল। বাবুরাম বাবু  
উক্ত পরামর্শ শুনিয়া তা বটেতোহ বলিয়া কহিলেন—যদি  
তোমার এই মত তো শীঘ্র কর্ম নিকেষ কর—টাকা কড়ি  
যাহা আবশ্যক হবে আমি তাহা দিব কিছু কল কৌশল  
তোমার।

রামলালের সংক্রান্ত ঘটি ঘষণা এইরূপ হইতে  
লাগিল। নানা মুনিয় নানা মত—কেহ বলে ছেলেটি  
এ অংশে ভাল—কেহ বলে ও অংশে ভাল নহে—কেহ বলে  
এই মুখ্য গুণটি না থাকাতে এক কলনী ছুঞ্চে এক কোঁটা  
গোবর পড়িয়াছে—কেহ বলে ছেলেটি সর্ক বিষয়ে  
গুণাষিত, এই রূপে কিছুকাল যায়—দৈবাতঃ বাবুরাম

বাবুর বড় কন্যার সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। পিতা মাতা কন্যাকে ভারি বৈদ্য আনায়াইয়া দেখাইতে লাগিলেন। মতিলাল ভগিনীর নিকট একবারও দেখিতে আইল না।—পরম্পরায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল ভদ্র লোকের ঘরে বিশ্ববা হইয়া থাকে অপেক্ষা শীঘ্র মরা তাল, এবং ঐ সময়ে তাহার আমোদ আক্লাদ বাড়িয়া উঠিল— কিন্তু রামলাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভগিনীর সেবা শুক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ভগিনীর আরোগ্যের জন্য অতিশয় চিন্তাঘিত ও যত্নবান হইলেন। ভগিনী পীড়া হইতে রক্ষা পাইলেন না—মৃত্যু কালীন ছোট ভ্রাতার নস্তুকে হাত দিয়া বলিলেন—রাম! যদি মরে আবার মেয়ে জন্ম হয় তবে যেন তোমার মত ভাই পাই—তুমি আশার যা করেছ তাহা আমি মুখে বলিতে পারিনে— তোমার যেনন মন তেমনি পরনেশ্বর তোমাকে সুখে রাখিবেন। এই বলিতে ভগিনী প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

১১৪ মতিলাল ও তাহার দলবল এক জন কবিরাজ লইয়া তামাসা ফষ্টি করণ, রামলালের সহিত বরদা প্রসাদ বাবুর দেশ ভ্রমণের ফলের কথা, ছুগলি হইতে গুনখুনির পরওয়ানা ও বরদা বাবু প্রভৃতির তথ্য গনন।

বেলেলা ছোঁড়াদের আয়েশে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের স্মৃতনং টাট্কাং রং চাই। বাহিরে কোন রকম আমোদের সূত্র না পাইলে ঘরে আসিয়া মণথায় হাত দিয়া বসে। যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে তবেই বাচ্চিয়া, কারণ বেসম্পর্ক ঠাট্টা চলে অথবা জো সো করে তাহাদিগের গাঙ্গা যাত্রার ফিদিরও হইতে পারে, নতুবা বিষম সঙ্কট— একেবারে চারিদিকে সরিষাকুল দেখে।

মতিলাল তাহার সঙ্গিরা নানা বস্তুর রঙ্গী হইয়া অনেক প্রকার লীলা করিতে লাগিল কিন্তু কোন লীলা যে শেষ লীলা হইবে তাহা বলা বড় কঠিন। তাহাদিগের আনন্দ প্রমোদের তৃষ্ণা দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একে রকম আনন্দ ছুই এক দিন ভাল লাগে—তাহার পরেই বাসি হইয়া পড়ে আবার অন্য কোন প্রকার রং না হইলে ছটকটানি উপস্থিত হয়। এই রূপে মতিলাল দলবল লইয়া কাল কাটায়। পালাক্রমে একে জনকে একে টা নুতনে আনন্দের ফৌয়ারা খুলিয়া দিতে হইত, এজন্য এক দিন হলধর দোলগোবিন্দের গায়ে লেপ মুড়ি দিয়া ভাইলোক সকলকে শিখাইয়া পড়াইয়া ব্রজনাথ কবিরাজের বাটীতে গমন করিল। কবিরাজের বাটীতে ঔষধ প্রস্তুতের ধূম লেগে গিয়াছে—কোন খানে রসাসিদ্ধি নাড়া বাইতেছে—কোন খানে মধ্যন নারায়ণ তৈলের জ্বাল হইতেছে—কোন খানে সোণা তস্ম হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় এক হাতে ঔষধের ডিপে ও আর এক হাতে এক বোতল গুড়ুচ্যাতি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে হলধর উপস্থিত হইয়া বলিল, রায় মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আসুন—জমীদার বাবুর বাটীতে একটি বাবুকের ঘোর তর জ্বর নিকার হইয়াছে—বোধ হয় রোগির এখন তখন হইয়াছে। তবে তাহার আয়ু ও আপনার হাতবশ—অনুমান হইল না তবুও ঔষধ পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে। যদি আপনি ভাল করিতে পারেন যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবেন। এই কথা শুনিয়া কবিরাজ তড়াতাড়ি করিয়া রোগির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যত গুলিন নবাব বাবু নিকটে ছিল তাহার। বলিয়া উঠিল আস্তে আস্তে হউক কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে বাঁচাউন—দোলগোবিন্দ দশ পোনের দিন পর্যন্ত জ্বর নিকারে বিছানায় পড়িয়া আছে—দাহ পিপাসা অতিশয়—রাজে নিদ্রা

নাই—কেবল ছটফট করিতেছে,—মহাশয় এক ছিলিম  
 প্রোথাক খাইয়া ভাল করিয়া ভাত দেখুন। ব্রজনাথ রায়  
 প্রোচীন, পড়া শুনা বড় নাই—আপন ব্যবসায় খামাখরা  
 গোচ—দাদা যা বলেন তাইতেই মত—সুতরাং স্বয়ং  
 সিদ্ধ নহেন, আপনিকি কেটে ছিঁড়ে কিছুই করিতে পারেন  
 না। রায় মহাশয়ের শরীর ক্ষীণ, দস্ত নাই, কথা জড়িয়া  
 পড়ে, কিন্তু মুখের মধ্যে যথেষ্ট গোঁপ—গোঁপও পেকে  
 গিয়াছে কিন্তু স্নেহ প্রযুক্ত কখনই ফেলিবেন না। রোগির  
 হাত দেখিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিলেন।  
 হৃদয় জিজ্ঞাসা করিলেন কবিরাজ মহাশয় যে চূপ করিয়া  
 থাকিলেন? কবিরাজ উত্তর না দিয়া রোগির প্রতি দৃষ্টি  
 করিতে লাগিলেন, রোগীও এক বার ফেল করিয়া চায়—  
 এক বার জিহ্বা বাহির করে—এক বার দস্ত কড় মড়  
 করে—এক বার শ্বাসের টান দেখায়—এক বার কবিরাজের  
 গোঁপ খরিয় টানে। রায় মহাশয় সরে বসেন, রোগী  
 গড়িয়া গিয়া তাহার তেলের বোতল লইয়া টানাটানি  
 করে। ছোড়ারা জিজ্ঞাসা করিল রায় মহাশয় এ কি?  
 তিনি বলিলেন এ পীড়াটি ভায়ানক—বোধ হয় অর  
 বিকার ও উল্গ হইয়াছে। পূর্বে সংবাদ পাইলে আরাম  
 করিতে পারিতাম এক্ষণে শিবের অসাধ্য। এই বলিতে  
 রোগী তেলের বোতল টানিয়া লইয়া এক গণ্ডুষ তৈল  
 মাখিয়া ফেলিল। কবিরাজ দেখিলেন যে ছবুড়ির ফলে  
 অমিষ্টি হারাইতে হয় এ জন্য তাড়াতাড়ি বোতল  
 লইয়া ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া দিয়া উঠিলেন।  
 সকলে বলিল মহাশয় যান কোথায়? কবিরাজ কহিলেন  
 উল্গ ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে বোধ হয় এক্ষণে রোগিকে  
 এখানে রাখা আর কর্তব্য নহে—যাহাতে তাহার পরকাল  
 ভাল হয় এমত চেষ্টা করা উচিত। রোগী এই কথা শুনিয়া  
 খড়মড়িয়া উঠিল—কবিরাজ এই দেখিয়া চোঁ করিয়া  
 পিড়ান দিলেন—বৈদ্যবাটীর অবতারেরা সকলেই গশ্চাৎ  
 দৌড়ে বাইতে লাগিল—কবিরাজ কিছু দূর বাইয়া হত-

ভোয়া হুইয়া থনকিয়া দাঁড়াইলেন—নব বাবুরা কবিরাজকে গলাথাক্কা দিয়া ফেলিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া হরিবোল শব্দ করিতে গঙ্গার্তীরে আনিল। দোলগোবিন্দ নিকটে আসিয়া কহিল—কবিরাজ মামা আমাকে গঙ্গায় পাঠাইতে বিপি দিয়াছিলে—এক্ষণে রোজার ঘাড়ে বোজা—এমো বাবা এক্ষণে তোমাকে অস্তুর্জালি করিয়া চিতায় ফেলি। খামখেয়ালি লোকের দণ্ডে মত ফেরে, আবার কিছুকাল পরে বলিল—আর আমাকে গঙ্গায় পাঠাইবে? যাও বাবা ঘরের ছেলে ঘর যাও, কিন্তু তেলের বোতলটা দিয়ে যাও। এই বলিয়া তেলের বোতল লইয়া সকলে রুগরুগে করিয়া তেল মাখিয়া ঝুপ ঝাপ করিয়া গঙ্গায় পড়িল। কবিরাজ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন। এক্ষণে পলাইতে পারিলেই বাঁচি এই ভাবিয়া পা বাড়াইতেছেন ইতিমধ্যে হলধর সাতার দিতে চীৎকার করিয়া বলিল ওগো কবরেজ মামা! বড় পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, পান দুই রসসিদ্ধ দিতে হবে—পালিওনা। বাবা যদি পালাও তো মামীকে হাতের লোহা খুলিতে হবে। কবিরাজ ঔষধের ডিপেটা ছুড়িয়া ফেলিয়া বাপ করিতে বাসায় প্রস্থান করিলেন।

কাকুল নামে গাছ পালা গজিয়ে উঠে ও ফুলের সৌগন্ধ্য চারিদিকে ছড়িয়া পড়ে। বরদা বাবুর বাসাবাটা গঙ্গার ধারে—সন্মুখে একখানি আটচালা ও চতুর্পার্শ্বে বাগান। বরদা বাবু প্রতি দিন বৈকালে ঐ আটচালায় বসিয়া বায়ু সেবন করিতেন এবং নানা বিষয় ভাবিতেন ও আত্মীয় লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতেন। রামলাল সর্ককা নিকটে থাকিত, তাহার সহিত বরদা বাবুর মনের কথা হইত। রামলাল এই প্রকারে অনেক উপদেশ পায়—সুযোগ পাইলেই কিং উপায়ে পরমার্থ জ্ঞান ও চিত্তশোধন হইতে পারে তদ্বিষয়ে গুরুকে খুঁটিয়াই জিজ্ঞাসা করিত! এক দিন রামলাল বলিল—

মহাশয়! আমার দেশ ভ্রমণ করিতে বড় ইচ্ছা যায়—  
বাটীতে থাকিয়া দাদার কৃপা ও ঠকচাচার কুমন্ত্রণা  
শুনিয়া তাক্ত হইয়াছি কিন্তু না বাপের ও ভগিনীর স্নেহ  
প্রযুক্ত বাড়ী ছেড়ে যাইতে পা বাধুবাধু করে—কি করিব  
কিছুই স্থির করিতে পারি না।

বরদা বাবু! দেশ ভ্রমণে অনেক উপকার। দেশ  
ভ্রমণ না করিলে লোকের বহুদর্শিত্ব জন্মে না, নানা প্রকার  
দেশ ও নানা প্রকার লোক দেখিতে মন দরাজ হয়।  
ভিন্ন স্থানের লোকদিগের কি প্রকার রীতি নীতি, কিরূপ  
স্বাভাব ও কি কারণে তাহাদিগের ভাল অথবা মন্দ  
অবস্থা হইয়াছে তাহা পুটিয়া অনুসন্ধান করিলে অনেক  
উপদেশ পাওয়া যায় আর নানা জাতীয় ব্যক্তির সহিত  
সহবাস হওয়াতে মনের দেখ ভাব দূরে যাইয়া সদ্ভাব  
বাড়িতে থাকে। ঘরে বসিয়া পড়া শুনা করিলে কেতাৰি  
বৃদ্ধি হয়—পড়াশুনাও চাই—সংলোকের সহবাসও চাই—  
বিষয় কৰ্মও চাই—নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপও  
চাই। এই কয়েকটি কৰ্মের দ্বারা বুদ্ধি পরিষ্কার এবং  
সদ্ভাব বৃদ্ধিমূল হয় কিন্তু ভ্রমণ করিতে গিয়া কিং বিষয়  
ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহা অগ্রে জানা  
আবশ্যিক, তাহা না জানিয়া ভ্রমণ করা বলদের ন্যায়  
ঘরিয়া বেড়ান মাত্র। আমি এমন কথা বলি না যে একরূপ  
ভ্রমণ করাতে কিছুমাত্র উপকার নাই—আমার সে অভি-  
প্রায় নহে, ভ্রমণ করিলে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই  
আছে কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমণ কালে কিং অনুসন্ধান করিতে  
হয় তাহা না জানে ও সেই সকল অনুসন্ধান করিতে না পারে  
তাহার ভ্রমণের পরিশ্রম সৰ্ব্বাংশে সফল হয় না। বাঙ্গালি-  
দিগের মধ্যে অনেকে এ দেশ হইতে ও দেশে গিয়া থাকেন  
কিন্তু ঐ সকল দেশ সংক্রান্ত আসল কথা জিজ্ঞাসা করিলে  
কয় জন অল্পরূপ উত্তর করিতে পারে? তদোষটি বড়  
তাহাদিগের নহে—এটি তাহাদিগের শিক্ষার দোষ।  
দুর্নীতি অন্বেষণ ও বিবেচনা করিতে না শিখিলে

একবারে আকাশ থেকে ভাল বুদ্ধি পাওয়া যায় না। শিশু-  
দিগকে এমনতর বিয়ত দিতে হইবে যে তাহারা প্রথমে নানা  
বস্তুর নক্সা দেখিতে পায়—সকল ভসবির দেখিতে একটার  
সহিত আর একটার তুলনা করিবে অর্থাৎ এর হাত আছে  
ওর পা নাই, এর মুখ এমন, ওর লেজ নাই, এইরূপ  
তুলনা করিলে দর্শন শক্তি ও বিবেচনা শক্তি ছয়েরই  
চালনা হইতে থাকিবে। কিছুকাল পরে এইরূপ তুলনা  
করা আপনা আপনি সহজ বোধ হইবে তখন নানা বস্তু  
কি কারণে পরস্পর ভিন্ন হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিতে,  
পারিবে, তাহার পরে কোন বস্তু কোন শ্রেণীতে  
আসিতে পারে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে। এই  
প্রকার উপদেশ দিতে অনুসন্ধান করণের অভ্যাস ও  
বিবেচনা শক্তির চালনা হয়। কিন্তু এরূপ শিক্ষা এদেশে  
প্রায় হয় না এজন্য আমাদের বুদ্ধি গোলমালে ও ভ্রাসা  
হইয়া পড়ে—কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে কোন কথাটা  
বা সার—ও কোন কথাটা বা অসার, তাহা শীঘ্র বোধ  
গম্য হয় না ও কিরূপ অনুসন্ধান করিলে প্রস্তাবের বিবেচনা  
হইয়া ভাল মীমাংসা হইতে পারে তাহাও অনেকের  
বুদ্ধিতে আসেনা অতএব অনেকের ভ্রমণ যে নিখ্যা ভ্রমণ হয়  
এ কথা অলীক নহে কিন্তু তোমার যে প্রকার শিক্ষা  
হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় ভ্রমণ করিলে তোমার অনেক  
উপকার দর্শিবে।

রামলাল। যদি বিদেশে যাই তবে সেই স্থানে বসতি  
হাচ্ছে সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে হইবে  
কিন্তু আমি কোন জাতীয় ও কি প্রকার লোকের সহিত  
স্বধিক সহবাস করিব?

বরদা বাবু। এ কথাটি বড় সহজ নহে—ঠাওরিয়া  
উত্তর দিতে হবে। সকল জাতিতেই ভাল মন্দ লোক আছে  
—ভাল লোক পাউলেই তাহার সহিত সহবাস করিবে।  
ভাল লোকের লক্ষণ তুমি ভাল জান, পুনরায় বলা  
অনাবশ্যক। ইংরাজদিগের নিকটে থাকিলে যাকে সাহায্য

হয়—তাঁহারা সাহসকে পূজ্য করে—যে উৎসাহ অসাহসিক কন্ম করে সে তত্র সমাজে বাইতে পারে না কিছু সাহসী হইলে যে সর্বপ্রকারে পার্শ্বিক হয় এমত নহে—সাহস-সকলের বড় আবশ্যক বটে কিন্তু যে সাহস বর্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় সেই সাহসই সাহস—তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি সর্বদা পরমার্থ চর্চা করিবে নতুবা যাহা দেখিবে—যাহা শুনিবে—যাহা শিখিবে তাহাতেই অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে। আর মনুষ্য যাহা দেখে তাহাই করিতে উচ্ছা হয় বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের সহস্রায়ে অনেক কালতো সাহেবানি শিখিয়া অভিমানে গুরে মায় ও যে কিছু কন্ম করে তাহা অহঙ্কার হইতেই করিয়া থাকে—এ কথাটি ও স্মরণ থাকিলে ক্ষতি নাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে বাগানের পশ্চিম দিক্ থেকে অনেকয়েক দিয়াদা হনহ করিয়া আসিয়া বরদা বাবুকে ঘিরিয়া ফেলিল—বরদা বাবু তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? তাহারা উত্তর করিল আমরা পুলিসের লোক—আপনার নামে গোম খনির মালিস হইয়াছে—আপনাকে ছাগলির মালিক্টে সাহেবের আদালতে যাইয়া জবাব দিতে হইবে আর আমরা এখানে গোম তল্লাস করিব। এই কথা শুনিবাগাত্রে রামলাল দাঁড়াইয়া উঠিল ও পরওয়ানা পড়িয়া মিথ্যা মালিস জন্য রাগে কাঁপিতে লাগিল ! বরদাবাবু তাহার হাত ধরিয়া দমাইলেন এবং বলিলেন—ব্যস্ত হইও না, বিষয়টা তলিয়ে দেখা যাক—পৃথিবীতে নানা প্রকার উৎপাত ঘটিয়া থাকে। আপদ উপস্থিত হইলে কোনমতে অস্থির হওয়া কর্তব্য নহে—বিপদ কালে চঞ্চল হওয়া নিবুদ্ধির কন্ম, আর আমার উপর যে দোষ হইয়াছে তাহা আমি বেস মনে জানি যে আমি করি নাই—তবে আমার ভয় কি? কিন্তু আদালতের ছকম অবশ্য মানিতে হইবে এজন্য সেখানে শীঘ্র হাজির হইব এক্ষণে পেয়দারা আমার বাটী তল্লাস করুক ও দেখুক যে আমি কাহাকেও লুকাইয়ে রাখিনাই।

এই আদেশ পাইয়া পেয়াদার চারিদিকে তল্লাস করিল কিন্তু গুলি পাইল না।

অনন্তর বরদা বাবু নৌকা আনাটয়া ছুগলি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে বালীর বেণী বাবু দৈবাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ও রামলালকে সঙ্গে করিয়া বরদাবাবু ছুগলিতে গমন করিলেন। বেণীবাবু ও রামলাল কিঞ্চিৎ চিন্তামুক্ত হইয়া থাকিলেন কিন্তু বরদাবাবু সঙ্গস্য বদনে নানা প্রকার কথাবার্তায় তাঁহাদিগকে স্থস্থির করিতে লাগিলেন।

১৫ ছুগলির মার্জিফেট কাছারির বর্ণন, বরদাবাবু রামলাল ও বেণী বাবুর সহিত ঠকচাচার সাক্ষাৎ, সাহেবের আগমন ও তজবিজ আরম্ভ এবং বরদাবাবুর খালাস।

ছুগলির মেজিফেটের কাছারি বড় সরগরম—আসামি ফৈরাদি সাক্ষি কয়েদি উকিল ও আমলা সকলই উপস্থিত আছে, সাহেব কখন আসিবেন—সাহেব কখন আসিবেন, বলিয়া অনেকে চোঁহ করিয়া কিরতেছে কিন্তু সাহেবের দেখা নাই। বরদা বাবু, বেণী বাবু ও রামলালকে লইয়া একটি গাছের নীচে কয়লা পাতিয়া বসিয়া আছেন তাঁহার নিকট দুই এক জন আমলা কয়লা আসিয়া ঠাণ্ডে ঠাণ্ডে চুক্তির কথা কহিতেছে কিন্তু বরদা বাবু তাহাতে ঘাড় পাতেন না। তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহার বলিতেছে—সাহেবের ছকুম বড় কড়া—কম্ব কাজ সকলই আমাদিগের হাতের ভিতর—আমরা যা মনে করি তাহাই পারি—জবানবন্দি করান জামাদিগের কম্ব—কলমের নারপেঁচে সকলই উল্টে দিতে পারি কিন্তু রুধির চাই—তদ্বির করিতে হয় তো এই সময় করা কর্তব্য, একটা ছকুম হইয়া গেলে আমাদিগের ভাল করা অসাধ্য হইবে।

এই সকল কথা শুনিয়া রামলালের একই বার ভয় হইতেছে কিন্তু বরদাবাবু তক্কুতোক্কুয়ে বলিতেছেন—  
আপনাদিগের যাহা কর্তব্য তাহাই করিবেন, আমি কখনই  
ঘুস দিই না, আমি নির্দোষ—আমার কিছুই ভয় নাই।  
আমলারা বিরক্ত হইয়া আপনই স্থানে চলিয়া গেল।  
ছুই এক জন উকিল বরদা বাবুর নিকটে আসিয়া বলিল  
—দেখিতেছি মহাশয় অতি ভদ্রলোক—অবশ্য কোন দায়ে  
পড়িয়াছেন কিন্তু নকদনাটি বেন বেতবিরে যায় না—যদি  
সাক্ষির স্বেগাড় করিতে চাছেন এখান হইতে করিয়া দিতে  
পারি, কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই সকল সুযোগ হইতে পারে।  
সাহেব এলোই হইয়াছে, যাহা করিতে হয় এই বেলা  
করুন। বরদাবাবু উত্তর করিলেন—আপনাদিগের  
বিস্তর অনুগ্রহ কিন্তু আমাকে বেড়ি পরিতে হয় তাহাও  
পরিব—তাহাতে আমার মনে ক্লেণ হইবে না—অপমান  
হইবে বটে, সে অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি—  
কিন্তু প্রাণ গেলেও নিখ্যা পথে যাইব না। ঈশ! মহাশয়  
যে সত্য যুগের মানুষ—বোধ হয় রাজা যুধিষ্ঠির মরিয়া  
জন্মিয়াছেন—না? এই রূপ ব্যঙ্গ করিয়া ঈশৎ হাস্য  
করিতেই তাহারা চলিয়া গেল।

এই প্রকারে দুইটা বাজিয়া গেল—সাহেবের দেখা নাই,  
সকলেই তীর্থেই থাকের ন্যায় চাহিয়া আছে। কেহই এক  
জন আচার্য্য লোককে জিজ্ঞাসা করিতেছে—অহে গণে বল  
দেখি সাহেব আজ আসিবেন কি না? অমনি আচার্য্য  
বলিতেছেন একটা ফলের নাম কর দেখি। কেহ বলে  
জ্বা—আচার্য্য আঙ্গুলে গণিয়া বলিতেছেন—না আজ  
সাহেব আসিবেন না—বাটীতে কৰ্ম আছে। আচার্য্যের  
স্থায় বিশ্বাস করিয়া সকলে দস্তুর বাঁধিতে উদ্যত হইল  
ও বলিয়া উঠিল রাম বাঁচলন! বাসায় গিয়া—চন্দ্রপো  
হওয়া যাউক। ঠকচাটা ভিড়ের ভিতর বসিয়া ছিল,  
স্বন চারেক লোক সঙ্গে—বগলে একটা কাগজের পোটলার  
—কুর্খ কাপড়,—চোক দুটি নিটই করিতেছে—দাড়িটা

ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছে  
 এমত সময় তাহার উপর রামলালের নজর পড়িল।  
 রামলাল অমনি বরদা ও বেণী বাবুকে বলিল—  
 দেখুন ঠকচাচা এখানে আসিয়াছে—বোধ হয় ও এই  
 নকদমার জড়—না হলে আমাকে দেখিয়া মুখ ফেরায় কেন?  
 বরদা বাবু মুখ তুলিয়া দেখিয়া উত্তর করিলেন—একখাটি  
 আনন্দ মনে লাগে—আমাদিগের দিকে আড়ের চায়  
 আনন্দ চোকের উপর চোক পড়িলে ঘাড় ফিরিয়া অন্যের  
 সন্নিহিত পক্ষ—বোধ হয় ঠকচাচাই সরসের ভিতর ভুত।  
 বেণী বাবুর সদা হাস্য বদন—রহস্য দ্বারা অনেক  
 অল্পসঙ্কান করেন। চুপ করিয়া না থাকিতে পারিয়া  
 ঠকচাচাই বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—  
 পাঁচ সাত ডাক তো ফাওয়ে গেল—ঠকচাচা বগল থেকে  
 কাগজ খুলিয়া দেখিতেছে—বড় ব্যস্ত—শুনেও শুনে না—  
 ঘাড়ও তোলে না। বেণী বাবু তাহার নিকটে আসিয়া  
 হাত ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপারটা কি? তুমি  
 এখানে কেন? ঠকচাচা কথাই কন না কাগজ উল্টে  
 পাল্টে দেখিতেছেন—এদিগে যমলজ্জা উপস্থিত—কিন্তু  
 বেণী বাবুকেও টেলে দিতে হইবে। তাহার কথায় উত্তর  
 না দিয়া বলিল—বাবু! দরিয়ার বড় মৌজ হইয়াছে—এজ  
 তোমরা কি সুরতে যাবে? ভাল তা যাহউক তুমি এখানে  
 কেন? আরে ঐ বাতই নোকে বারং পুচ কর কেন? মোর  
 বহুত কাম, খোড়াঘড়ি বাদ মুই তোমার সাথে বাত করব  
 —আমি জেরা ফিরে এসি, এই বলিয়া ঠকচাচা ধাঁ করিয়া  
 সরিয়া গিয়া এক জন লোকের সঙ্গে ফালত কথায় ব্যস্ত  
 হইল।

তি. টা বাজিয়া গেল—সকল লোকে ঘুরে ফিরে তান্ত  
 হইল, নকদমলে কন্মের নিকাস নাই—আদালতে হেঁটে  
 লোকের প্রাণ যায়। কাছারি ভাজ হইয়াছে এমত সময়ে  
 নাজিরের গাড়ির জড় শব্দ হইতে লাগিল, উন্নতি

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—সাহেব আসছেন—  
 আচার্যের মুখ শুখাইয়া গেল—দুই এক জন লোক তাহাকে  
 বলিল মহাশয়ের চমৎকার গণনা—আচার্য্য কহিলেন আজ  
 কিঞ্চিৎ রুক্ষ সামগ্রী খাইয়াছিলাম এই জন্য গণনায়  
 ব্যতিক্রম হইয়াছে। আমলা কয়লারা স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইল।  
 সাহেব কাছারি প্রবেশ করিবা মাত্রই সকলে জনি পর্য্যন্ত  
 ঘাড় হেঁট করিয়া সেলাম বাজাইল। সাহেব সিন দিতে  
 বেঞ্চের উপর বসিলেন—হুকুমাবরদার আমলা আনিয়া  
 দিল—তিনি মেজের উপর দুই পা তুলিয়া চোকিতে শুইয়া  
 পড়িয়া আলবোলা টানিতেছেন ও লেবণের ওয়াটর নাখান  
 হাতরুমাল বাহির করিয়া মুখ পুচিতেছেন। নাজির-  
 দপ্তর লোকে ভরিয়া গেল—জবানবন্দী নবিস হন করিয়া  
 জবানবন্দী লিখিতেছে কিন্তু যাহার কড়ি তাহার জয়—  
 সেরাস্তাদার জোড়া গায়ে, খিড়কিদার পাগড়ি মাথায়,  
 রাশিৎ মিছিল লইয়া সাহেবের নিকট গায়নের সুরে  
 পড়িতেছে—সাহেব খবরের কাগজ দেখিতেছেন ও আপনাক  
 দরকারি টিটিও লিখিতেছেন, একই টা মিছিল পড়াহলেই  
 জিজ্ঞাসা করেন—ওয়েল কেয়া হোয়া? সেরাস্তাদারে  
 যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া বুঝান ও সেরাস্তাদারের চে  
 রায় সাহেবেরও সেই রায়।

বরদা বাবু বেণী বাবু ও রামলালকে লইয়া এক  
 পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। যেরূপ বিচার হইতেছে তাহা  
 দেখিয়া তাহার জ্ঞান হত হইল। জবানবন্দী নবিসে  
 নিকট তাহার মকদ্দমার যেরূপ জবানবন্দী হইয়াছে তাহা  
 তাহার কিছুমাত্র মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেরাস্তা  
 দার যে আশুকুল্য করে তাহাও অসম্ভব, এক্ষণে অনাথা  
 দৈব সখা। এই সকল মনোমধ্যে ভাবিতেছেন ইতিম  
 তাহার মকদ্দমা ডুক হইল। ঠকচাচা অন্তরে বসিত  
 ছিল অমনি বুক ফুলাইয়া সাক্ষি দিগকে সঙ্গে করি  
 সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। মিছিলের কাগজাত  
 হইল সেরাস্তাদার বলিল—খোদায়াওন্দা গোম খুনি

সাব্দ ছয়া—ঠকচাচা অননি গোঁপে চাড়া দিয়া বরদা বাবুর প্রতি কটমটু করিয়া দেখিতে লাগিল, মনে করিতেছে এতক্ষণের পর কখন কেয়াল হইল। নিছিল পড়া হইলে অন্যান্য মকদ্দমায় আসামিদের কিছুই জিজ্ঞাসা হয় না—তাহাদিগের প্রায় ছাগল বলিদানের ব্যাপার হইয়া থাকে, কিন্তু ছকুম দেবার আগে দৈবাৎ বরদা বাবুর উপর সাহেবের দৃষ্টিপাত হওয়াতে তিনি সম্মান পূর্বক মকদ্দমার সমস্ত সেরেওয়ার সাহেবকে ইংরাজিতে বুঝাইয়া দিলেন ও বলিলেন যে ব্যক্তিকে গোম খুনি সাজান হইয়াছে তাহাকে আমি কখনই দেখিনাই ও বংকালীন হজুরি পেয়াদারা আমার বাণী তল্লাস করে তখন তাহারাই লোককে পায় নাই, সেই সময়ে আমার নিকট বেণী বাবু ও রামলাল ছিলেন যদ্যপি ইহাদিগের সাক্ষ্য অনুগ্রহ করিয়া লয়েন তবে আমি যাহা এজ্ঞেহার করিতেছি তাহা প্রমাণ হইবে। বরদা বাবুর তদ্র চেহারায় ও বং বেচনার কথা বার্তায় সাহেবের অনুসন্ধান করি-  
 জ্ঞা হইল—ঠকচাচা সেরাস্তাদারের সহিত অনেক সারা করিতেছে কিন্তু সেরাস্তাদার তজকট দেখিয়া তাবিত্তেছে পাছে টাকা উগরিয়া দিতে হয়, অতএব সাহেবের নিকটে ভয় ভাগ করিয়া বলিল—হজুর মকদ্দমা আর্থোর শুমেকা জরুর নেহি। সাহেব সেরাস্তাদারের কথায় পেছিয়া পড়িয়া দাঁত দিয়া হাতের নখ বাটতেছেন ও তাবিত্তেছেন এই অবসরে বরদা বাবু উপন মকদ্দমার আসল কথা আন্তেং একটি করিয়া সমবার বুঝাইয়া দিলেন, সাহেব তাহা শুনিবা মাত্রই হুণী বাবুর ও রামলালের সাক্ষ্য লইলেন ও তাহাদিগের জ্ঞানবন্দিতে নালিশ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রকাশ হ'য়া ডিসমিস হইল। ছকুম না হইতে ঠকচাচা কে করিয়া এক দৌড় নারিল। বরদা বাবু সাজিস্টেট না হইলে সেলাম করিয়া আদালতের বাহিরে আসিলেন।

ঠাকুরাণী বরখাস্ত হইলে যাবতীয় লোক তাঁহাকে প্রণয়সা-  
কিতে লাগিল, তিনি সেসব কথা কাণ না দিয়া ও  
নকদমা জিহ্বার দরুণ প্ৰসক্ত না হইয়া বেণী বাবুর ও  
রামলালের হাত পরিয়া আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন।

১৬ ঠকচাচার বাটতে ঠকচাচার নিকট পরিচয় দান ও  
তাহাদিগের কথোপকথন, তন্মধ্যে বাবুরাম বাবুর  
ডাক ও তাঁহার মতিত বিষয় রক্ষার পরামর্শ।

ঠকচাচার বাড়ীটি সহরের প্রান্তভাগে ছিল—হুই  
পার্শ্বে পানী প্ৰস্ফুরিণী, মস্তখে একটি পিরের আস্থানা।  
বাটীর ভিতরে খানের গোলা, উঠানে হাঁস মূর্গ দিবারাত্রি  
চরিয়া বেড়াইত। প্রাতঃকাল না হইতে নানা প্রকার  
বাণীয়েশ লোক ঐ স্থানে পিলং করিয়া আসিত। কৰ্ম  
লইবার জন্য ঠকচাচা বহুরূপি হইতেন—কখন নরন—  
কখন গরন—কখন হাসিতেন—কখন মুখ ভারি করিতেন  
—কখন ধর্ম দেখাইতেন—কখন বল জানাইতেন।  
কর্মকাজ শেষ হইলে গোসল ও খানা খাইয়া বিবির নিকট  
বসিয়া বিদারির শুভশুভিতে তড়রং করিয়া তামাক টানি-  
তেন। সেই সময়ে তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের সকল দুঃখ  
সুখের কথা হইত। ঠকচাচা পাড়ার মেয়ে মহলে বড়  
মানা ছিলেন। —তাহাদিগের সংস্কার ছিল যে তিনি  
মন্ত্রতন্ত্র গুণকরণ বশীকরণ মারণ উচ্চাটন তুক তাক স্কাছ  
ভেল্কি ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভাল জানেন; এই কারণ  
নানা রকম স্ত্রীলোক আসিয়া সন্দর্ভাই ফস ফাস করিত।  
যেমন দেবা তেননি দেবী—ঠকচাচা ও ঠকচাচী  
দুজনেই রাজজোটক—স্বামী বুদ্ধির জোরে যোজগার করে  
—স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জন করে। যে স্ত্রীলোক স্বয়ং

উপার্জন করে তাহার একটুও গুনর হয়, তাঁহার নিকট স্বামির নির্জনা মান পড়া গয়া ভার, এই জন্যে ঠক চাচাকে মধ্যে দুই এক বার খুখামটা খাইতে হইত। ঠক চাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হর ঘড়ী বজা যে হাতে বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়! মোর দেল বড় চায় যে জরি জর পিনে দশকন ভাস্নে রেঞ্জির বিচে কিরি, লেকেন রোপেয়া কাড়ি কিছুই দেখি না, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুণচাপ নেরে হাবলিতে বসেই রহ! ঠক চাচী কিছুই বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আনি যে কোশেশ করি তা কি বলব, মোর কেতনা কিবির —কেতনা ফন্দি—কেতনা পেট—কেতনা শেষ্য তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এলং হয় জাবার পেলিয়ে যায়। আলবত শিকার জবদি এসপে এই কথা বার্তী হইতেছে ইতিমধ্যে একজন বাদি আসিয়া বলিল বাবুরাম বাবুর বাটী হইতে এক জন লোক ডাকিতে আসিয়াছে। ঠক চাচী অমনি জীর পানে চেয়ে পলিল—দেখচ মোকে বাবু হর ঘড়ী ডাকে—মোর পাত না হলে কোন কাম করে না—মুইও ওকুবুনে হাত মারবো।

বাবুরাম বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নিকটে বাহির সিমলের বাঞ্জারাম বাবু বালীর বেণী বাবু ও বৌবাজারের বেচারাম বাবু বসিয়া গল্প করিতেছেন। ঠক চাচী গিয়া পালের গোদা হইয়া বসিলেন।

বাবুরাম। ঠক চাচী তুমি এলে ভাল হল—লেটাতো কোন রকমে মিট্চে না—মকদমা করে কেবল পালবে জোমাকে জড়িয়ে পাড়ছি—একণে বিষয় আশয় রক্ষ করবার উপায় কি?

ঠক চাচী। মরদের কামই দরবারি করা—মকদমা জিত হলে আফদ দফা হবে! তুমি একটুতে ডর কর কেন?

বেচারান। আ মরি' কি মজুগাই দিতেছ? তোমা হতেই বাবুরামের সফলতা হবে তার। কিছু মাত্র সন্দেহ নাই—কেমন বেণী ভায়া কি বল?

বেণী বাবু। আনার মত খানেক স্থানা বিষয় বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করা ও ব্যয় অধিক না হয় এমন বন্দবস্ত করা আবশ্যিক জাব মকদ্দামা বুঝে পরিষ্কার করা কর্তব্য কিন্তু আনাদিগের কেবল দাঁশবোনে রোঁদন করা— ঠক চাচা যা বলবেন সেই কথাই কথা।

ঠক চাচা। মুই বুক ঠুকে বলছি যেতনা মানল! মোর মারকতে হচ্চে সে সব বেলাকুল ফতে হবে—আফদ বেলাকুল মুই কেটিয়ে দিব—মরদ হইলে লাড়াই চাই— তাতে ডর কি?

বেচারান। ঠক চাচা? তুমি বরাবর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ। নৌকা ডুবির সময়ে তোনার কুদরৎ দেখা গিয়াছে। বিবাহের সময় তোনার জনোই আনাদিগের এত কর্মভোগ, বরদা বাবুর উপর নিখ্যা লালিশ করিয়াও বড় বাহাদুরি করিয়াছ আর বাবুরামের যের কর্মে হাত দিয়াছ সেউই কর্ম দিনক্ষণই প্রাতুল হইয়াছে। তোনার খুঁরে দণ্ডবৎ! তোনার সংক্রান্ত সকল কথা স্মরণ করিলে রাগ উপাস্ত হইয়—তোমাকে আঁব কি বলিব? দুঁরই!! বেণীভায়া উঠ এখানে আর বসিতে ইচ্ছা করে না।

১৭. নাপিত ও নাথেনীর কথোপকথন, বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহ করণের বিচার ও পরে গমন।

দুটি খুব একপসলা হইয়া গিয়াছে—পথ ঘাট পেঁচই মৌত করিতেছে—আকাশ নীল মেঘে ভরা—মখেই হুঁদুই

শব্দ হইতেছে। বেং গুল্লা আসে পাশে বাঁওকোঁর করিয়া ডাকিতেছে। দোকানি পসারিরা ঝাঁপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে—বাদলার জন্যে লোকের গননাগমন প্রায় বন্ধ—  
—কেবল গাড়োয়ালী চীৎকার করিয়া গাইতেই যাইতেছে ও দাসো কাঁদে ভার লইয়—“হাংগো বিসখা সে যিবে নখুরা” গানে নৃত্য হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্যবাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহা-  
দিগের মধ্যে এক জন বৃষ্টির জন্যে আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। একই বার আকাশের দিগে দেখিতেছে ও একই বার শুনি করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল—ঘরকমার কর্ম কিছ্ থা পাইনে—কেনে! ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর—এদিগে বাসন মাজা হয়নি ও দিগে ঘয় নিকন হয়নি, তার পর রান্দা বাড়া আছে—  
আমি একলা মেয়েমানুষ এসব কি করে করব আর কোন দিগে যাব?—আমার কি চাটে হাত চাটে পা? নাপিত অমনি খুঁর ভাঁইড় বগলদানায় করিয়া উঠিয়া বলিল—  
এখন ছেলে কোলে করবার সময় নয়—কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে একফুণি যেতে হবে। নাপিতনী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ওনা আমি কোজ্জাব? বুড় চোক্ষা আবার বে করবে। আহা! এমন গিম্মি—এমন সতীলক্ষ্মী—তার গলায় আবার একটা সতিন গেঁতে দেবে—  
মরণ আর কি! ওনা পুরুষ জাত সব কস্তে পারে! নাপিত আশাবায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে—ওসব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায় দিয়া মাঁহ করিয়া চলিয়া গেল।

সে দিবসটি ঘোর বাদলে গেল। পর দিবস প্রভাতে সূর্য্য প্রকাশ হইল—যেমন অন্ধকার ঘরে অগ্নি ঢাকা থাকিয়া হঠাৎ প্রকাশ হইলে অগ্নির তেজ অধিক বোধ হয় তেমনি দিনকরের কিরণ প্রথর হইতে লাগিল—গাছ পালা সকলই যেন পুনর্জীবন পাইল ও মাঠে বাঁগানে পশু পক্ষীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। বৈদ্যবাটীর ঘাটে মেলা নৌকা ছিল। বাবুরাম বাবু, ঠকচাচা, বক্রেশ্বর,

বাঞ্ছারাম ও পাকসিক লোকজন লইয়া নৌকায় উঠিয়াছেন এমত সময়ে বেণী বাবু ও বেচারাম বাবু আসিয়া উপস্থিত। ঠকচাচা তাহাদিগকে দেখেও দেখন না— কেবল চীৎকার করিতেছেন—না মোল দেও। নাজির! তকরার করিতেছে—আরে খন্ডা! এখন বাটা মরি নি গো— মোরা কি লগি টেলে শুন টেনে যাতি পারবো? বাবুরাম বাবু উক্ত দুই জন আত্মীয়কে পাইয়া বলিলেন—তোমরা এলে হল ভাল এস সকলেই যাওয়া যাউক।

বাঞ্ছারাম। বাবুরাম! এ বুড়ো বয়েসে বে কর্তে তোমাকে কে পরামর্শ দিল?

বাবুরাম। বেচারাম দাদা! আমি এমন বুড় কি? তোমার চেয়ে আমি অনেক ছোট, তবে যদি বল আমার চুল পেকেছে ও দাঁত পড়েছে—তা অনেকের অল্প বয়েসেও হইয়া থাকে। সেটা বড় খর্ব্বা নয়। আমাকে এদিগ ওদিগ সব দিগেই দেখিতে হয়। দেখ একটা ছেলে বয়ে গিয়াছে আর একটা ছেলে পাগল হয়েছে—একটি মেয়ে গত আর একটি প্রায় বিধবা। যদি এ পক্ষে দুই একটি সম্ভান হয় তো বংশটি রক্ষা হবে। আব বড় অনুরোধে পড়িয়াছি—আমি বে না করলে কনের বাপের ক্ষাত যায়— তাহাদিগের আর ঘর নাই।

বক্রেশ্বর। তা নটোতো কর্তা কি সকল না বিবেচনা করে এক্ষে প্রবর্ত হইয়াছেন। উহঁার চেয়ে বুদ্ধি কে ধরে?

বাঞ্ছারাম। আমরা কুলীন মানুষ—আনাদিগের প্রাণ দিয়ে কুল রক্ষা করিতে হয় আর যে স্থলে অর্থের অনুরোধে সেস্থলে তো কোন কথাই নাই।

বেচারাম। তোমার কলের মুখেও ছাই—আর তোমার অর্থের মুখেও ছাই—জন কতক লোক মিলে একটা ঘরকে উচ্ছন্ন দিলে। দুঁরং! কেমন বেণী ভায়া কি বল?

বেণী বাবু। আমি কি বলব? আনাদিগের কেবল অরণ্যে রোদন করা। ফলে এ বিষয়টিতে বড় দুঃখ হইতেছে।

এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ। সে ব্যক্তি আপন ধর্ম বজায় রাখিতে চাহে সে এ কর্ম কখনই করিতে পারে না। যদিপি উহার উল্টে কোন শাস্ত্র থাকে সে শাস্ত্র মতে চলা কখনই কর্তব্য নহে। সে শাস্ত্র সে যথার্থ শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যদিপি এমন শাস্ত্র মতে চলি যায় তবে বিবাহের বন্ধন আতশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মন পুরুষের প্রতি তাদৃশ থাকেনা ও পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতিও চল বিচল হয়। এরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুখারা মতে চলিতে পারে না একন্য শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য। সে যাচা হউক। বাবুরাম বাবুর এমন স্ত্রী সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করা বড় কুকর্ম—জানি এ কথা বাবু বাবু জানি না—এখন শুনিলাম।

ঠকচাচা। কেতাবি বাবু সব বাততেই ঠোকর মারেন। মালুম হয় এনার দুসরা কোই কাম কাজ নাই। মোর ওমর বছত হল—নুর বি পেকে গেল—মুই ছোকরাদের সাত হর ঘড়ি তকরার কি করুন? কেতাবি বাবু কি জানেন এ সাদিতে কেতনা রোপেয়া ঘর ঢুকবে?

বাবুরাম। আরে আবাগের বেটা ভূত! কেবল টাকাই চিনেছিস্ আর কি অন্য কোন কথা নাই। তুই বড় পাপিষ্ঠ—তোকে আর কি বলবো—দুঁরং! বেণী ভায়া চল আমরা যাই।

ঠকচাচা। বাতচিজ পিচু হবে—মোরা আর সবুর করিতে পারি নে। হাবলি যেতে হয় তো তোমরা জলদি যাও।

বেচারাম বেণীবাবুর হাত ধরিয়া উচিয়া বলিলেন এমন বিবাহে আমরা প্রাণ থাকিতেও যাব না কিন্তু যদি ধর্ম থাকে তবে তুই যেন আস্ত ফিরে আসিস্‌নে। তোব মন্ত্রণায় সর্জনশ হবে—বাবুরামের কক্ষে ভাল ভোগ করছিস্—আর তোকে কি বলবো—দুঁরং!!!

১৮ মতিলালের দলবল শুদ্ধ বুড়া মজুমদারের  
 সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার অনুখ্যা বাবুরাম বাবুর  
 দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ ও তদ্বিষয়ে কবিতা ।

সূর্য্য অস্ত হইতেছে—পশ্চিম দিগে আকাশ নানা রঙ্গে  
 শোভিত! জলে স্থলে দিবাকরের চঞ্চল আভা যেন  
 মৃদু হৃদয় হৃদয়িত্তে,—বায়ু মন্দর বহিতেছে । এমন সময়ে  
 বাহিরে যাইতে কাহার না উচ্চা হয়? বৈদ্যবাটীর  
 শরে রাস্তায় কয়েক জন বাবু ভেয়ে হোৱ মারত ধরত শব্দে  
 চলিয়াছে—কেহ কাহার ঘাড়ের উপর পড়িতেছে—কেহ  
 কাহার ভার ভাগিয়া দিতেছে—কেহ কাহাকে ঠেলিয়া  
 ফেলিয়া দিতেছে—কেহ কাহার ঝাঁকি ফেলিয়া দিতেছে—  
 কেহ কাহার খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া চাইতেছে—কেহবা লম্বা  
 সুরে গান হাঁকিয়া দিয়াছে—কেহবা কুকুব ডাক ডাকি  
 তেছে । রাস্তার নোখারি লোক পালান জাহির করিতেছে  
 —সকলেই ভয়ে জড়মড় ও কেঁচো—মনে করিতেছে আজ  
 বাঁচলে অনেক দিন বাঁচবো । যেমন বাড় চারি দিগে  
 তোলপাড় করিয়া ছত শব্দে বেগে হয় নব বাবুদিগের  
 দল্লল সেই মত চলিয়াছে । এ গুণপুরুষেরা কে? আর  
 কে! এঁরা সেই সকল পুণ্যশ্লোক—এঁরা মতিলাল হলধর  
 গদাধর রামগোবিন্দ দোলগোবিন্দ মানগোবিন্দ  
 ও অন্যান্য দ্বিতীয় নলরাজা ও যুধিষ্ঠির । কোনদিগেই  
 দৃকপাত নাই—একেবারে ফুল্লারবিন্দ—মত্ততায় মাথা  
 ভারি—গুনরে যেন গড়িয়া পড়েন । সকলে আপন মনেই  
 চলিয়াছেন—এমন সময়ে গ্রামের বুড় মজুমদার, মাথায়  
 শিক্রা ফরত করিয়া উড়িতেছে, এক হাতে লাঠি ও আর  
 এক হাতে গোটাছুই বেগুন লইয়া ঠকরত করিয়া সম্মুখে  
 উপস্থিত হইল, অগনি সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া  
 রং জুড়ে দিল । মজুমদার কিছু কানে খাট—তাহারা

জিজ্ঞাসা করিল—আরে কও তোমার স্ত্রী কেমন আছেন?  
 মজুমদার উত্তর করিলেন—পুড়িয়া খেতে হবে—অমনি  
 তাহারা হাহাং হোং লিকং লিকং ফিকং হাসির গরায়  
 ছেয়ে ফেলিল। মজুমদার মোহাড়া কাটাইয়া চম্পট  
 করিতে চান কিন্তু তাহাদের ছাড়ান নাই। নববাবুরা  
 তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গঙ্গার ঘাটের নিকট বসাইল।  
 এক ছিলিন গুড়ুক খাওয়াইয়া বলিল—মজুমদার কর্তার  
 বের নাকালটা বিস্তারিত করিয়া বল দেখি—তুমি কবি—  
 তোমার মুখের কথা বড় মিষ্ট লাগে, না বললে ছেড়ে দিব না  
 এবং তোমার স্ত্রীর কাছে একখুনি গিয়া বলিব তোমার  
 অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। মজুমদার দেখিল বিষম প্রনাদ,  
 না বলিলে ছাড়ান নাই লাচারে লাঠি ও বেগুন রাখিয়া  
 কথা আরম্ভ করিল।

হুঃখের কথা আর কি বলব! কর্তার সঙ্গে গিয়া ভাল  
 আক্কেল পাইয়াছি। সন্ধ্যা হয়ত এখন সময়ে বলাগড়ের  
 ঘাটে নৌকা লাগলো। কতক গুলিন স্ত্রীলোক জল  
 আনিতে আসিয়াছিল কর্তাকে দেখিয়া তাহারা একট  
 ঘোমটা টানিয়া দিয়া লিষণ হাস্য করিতে পুরুষের বলাবলি  
 করতে লাগলো—আ মরি! কি চমৎকার বর! যার  
 কপালে ইনি পড়বেন সে একেবারে একে পাঁপাফুল করে  
 খোঁপাতে রাখবে। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল  
 বুড়ো হউক ছুড় হউক তবু একে মেয়ে মানুষটা চক্ষে  
 দেখতে পাবেতো? দেওতো অনেক ভাল! আমার যেমন  
 পোড়া কপাল এমন বেন আর কারো হয় না, ছয় বৎসরের  
 সময় বে হয় কিন্তু স্বামী কেমন চক্ষে দেখত না—শুনেছি  
 তাঁর পঞ্চাশ ঘাটটি বিয়ে, বয়েস আশী বছরের উপর—  
 খুরখুরে বুড় কিন্তু টাকা পলে বে করতে আজেন না।  
 বড় অধর্ম না হলে আর মেয়ে মানুষের কুলীনের ঘরে  
 জন্ম হয় না। আর এক জন বলিল ওগো জল তোলা  
 হয়ে থাকেতো চলে চল—ঘাটে এসে আর থাকচাতুরীতে  
 কাজ নাই—তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার

সঙ্গে নে হয় তাঁর তখন অন্তর্জলী হচ্ছিল। কুলীন  
 য়নদের কি ধর্ম আছে না কর্ম আছে—এ সব কথা বললে  
 হবে? পেটের কথা পেটে রাখাই ভাল। মেয়ে গুলার  
 ণাপকখন শুনে আমার কিছু দুঃখ উপস্থিত হইল ও  
 ণন কালীন বেণী বাবর কথা স্মরণ হইতে লাগিল।  
 রে বলাগড়ে উঠিয়া সওয়ারির অনেক চেষ্টা করা গেল  
 একজন কাহারও পাওয়া গেল না। লগ্ন জন্ম হয়  
 জন্য সকলকে চলিয়া যাঠিলে হইল। কাদাতে হেঁকোচ  
 হাঁকোচ করিয়া কন্যাকর্তার বাটীতে উপস্থিত হওয়াগেল।  
 কে পড়িয়া আনাদিগের কর্তার বে বেশ হইয়াছিল তাহা  
 ক বলবৎ একটা এঁড়ে গরুর উপর বসাইলেই সাফাৎ  
 হাঁদেব হইতেন আর ঠকচাচা ও বক্রেশ্বরকে নন্দী  
 ত্রক্ষীর ন্যায় দেখাইত। শুনিয়াছিলাম যে দান গানগ্রী  
 অনেক দিবে দালানে উঠিয়া দেখিলাম সে শুড়ে বানি  
 পড়িয়াছে। আশা ভগ্ন হওয়াতে ঠকচাচা এদিক ওদিক  
 চান—শুমরেং বেড়ান—আগি মুচকেং হাসি ও একই বার  
 তাবি এতলে সাটে হেঁ ছাঁ দেওয়া ভাল। পর স্ত্রীআচার  
 রতে গেল, ছোট বড় অনেক মেয়ে বাবুরং করিয়া চারি  
 দিগে আসিয়া বর দেখিয়া আঁতকে পড়িল, যখন চারি চক্ষে  
 গোয়া চায় হয় তখন কর্তাকে চস্না নাকে দিতে হইয়াছিল  
 —মেয়ে গুলার খিলং করিয়া হাসিয়া ঠাট্টা জড়ে দিল—কর্ত  
 খেপে উটে ঠকচাচাং বলিয়া ডাকেন—ঠকচাচা বাটার  
 ভিতর দৌড়ে যাইতে উদ্যত হন—অগনি কন্যাকর্তার  
 লোকেরা তাহাকে আছা করে আলগাং রকনে সেখানে  
 শুইয়ে দেয়—বাঞ্জারাম বাবু তেরিয়া হইয়া উঠেন তাঁরও  
 উত্তম মধ্যম হয়—বক্রেশ্বরও অর্দ্ধচন্দ্রের দাপটে গলাকুল  
 পায়রা হন। এই সকল গোলযোগ দেখিয়া আগি  
 বরবাত্রিদিগকে ছাড়িয়া কন্যাযাত্রিগের পালে মিশিয়া  
 গেলুম, তার পরে কে কোথায় গেল তাহা কিছুই বলি  
 গরি না কিন্তু ঠকচাচাকে ডলি করিয়া আসিতে হইয়াছিল।

—কথাই আছে লোতে পাণ—পাণে মৃত্যু। এক্ষণে যে  
কবিতা করিয়াছি তাহা শুন!

ঠকচাচা মহাশয়, সদা করি মহাশয়, বাবুরামে দেখ  
কাণে মগ্ন।

বাবুরাম অঘা অতি, হইয়াছে ভীমরথী, ঠকবাক্য শ্রুতি  
শ্রুতি তত্ত্ব ॥

ধনাশয়ে বদোন্মত্ত, ধর্মাধর্ম নাহি তত্ত্ব, অর্থ কিসে থাকিলে  
বাড়িবে;

সদা এই অধোদালন, সতকর্মে নাহি মন, মন টহল করিবেন  
বিষে ॥

সবে বনে ছিছি ছিছি, এবরমে নিছা মিছি, নালা কেটে  
কেন আন জল।

জাজ্জন্য যে পরিবার, পৌত্র হইবে আবার, অভাব তোমার  
কিনে বল ॥

কোন কথা নাহি শোনে, স্থির করে মনে মনে, ভারি দাঁও  
মারিব বিয়েতে।

করিলেন নৌকা ভাড়া, চলিলেন খাড়া খাড়া, স্বজন ও  
লোক জন সাতে ॥

বণী বাব মানা করে, কে তাঁহার কথা ধরে, ঘরে গিয়া  
ভাত তিনি খান।

বচারাম সদা চটা, ঠকে বলে ঠেঁটা বেটা, দুঁর দুঁর  
করে গিনি যান ॥

।ও গ্রাম বলাগোড়, রামা সবে পেতে গড়, ইঞ্জিতে ভঞ্জিতে  
করে ঠাট্টা ॥

।বুরাম ছটকট, দেখে বড় স্মসঙ্কট, ভয় পান পাছে  
।গে বাঁটে ॥

।ণ সন্মুখে লয়ে, মুখ দেখে ভয়ে ভয়ে, রামা সবে কেন  
দেয় বাধা।

। গুলি বন বাঁধে, হাত দিয়া ঠক কাঁধে, হুঁ মনে  
চপয়ে তাগাদা ॥

পিছলেতে লণ্ডলণ্ড, গড়ায় যেন কুম্ভাণ্ড, উৎসাহে আঙ্কাদে  
নন ভরা ।

পরিক্রম লোক জন, দেখে শমন ভবন. কাঁদ চেহলায়  
আদমরা ॥

যেমন বর পৌঁছিল, হাড়কাটে গলা দিল, ঠক কাশা আশা  
হল যায় ।

কোথায় বা রূপা সোণা, সোণা মাত্র হল শোনা, কোথায়  
বা মুকতার হার ॥

ঠক করে তেরি মেরি, দন্দোজ বাপায় ভারি, মনে রাগ  
মনে সবে মারে ।

স্ত্রী আচারে বর যায়, বুন বুন রানী খায়, বর দেখে হাক  
থুতে মারে ॥

ছি ছি ছি, এই চোক্ষা কি ঠ মেহেটির বর লো ।

পেটা লেও, ফোয়ারাম, ঠিক আঙ্কাদে বুড় গো ।

চুল গুলি কিবা কাল, মুখখানি তোবিড়া ভাল, না কেতে  
চসনা দিয়া, সাজলো ডুডু বুড় গো ।

মেয়েটি সোণার লতা, হায় কি হল বিধাতা, কুলানের  
কর্ম কাণ্ডে, ষিক ষিক ষিক লো ।

বুড়বর জরজর, খরখর কাঁপিছে ।

চক্ষুকট মটমট মটমট কপিছে ।

নাহিকথা উর্দ্ধমথা পেয়ে ব্যথা ডাকিছে ।

ঠকচাচা একিটাচা মোবেবাঁচা বলিছে ।

লক্ষবাম্প ভূমিকম্প ঠক লক্ষ দিতেছে ।

দরোয়ান হানহান সানসান পরিছে ।

ভনেপড়ি গড়াগড়ি গোঁপদাড়ি ঢাকিছে ।

নাথিকীল যেনশিল পিলপিল পড়িছে ।

এইপর্ক দেখে সর্ক হয়ে খর্ক ভাগিছে ।

নমস্কার এব্যাপারে বাঁচাভার হইছে ।

মজুমদার দেখেদ্বার আঙ্গসার করিছে ।

মারমার ঘেরঘার ধরধর বাড়িছে ।

১৯ বেণীবাবুর জ্বালয়ে বেচারাম বাবুর গমন  
বাবুরাম বাবুর পীড়া ও গম্ভাঘাতা, বরদা বাবুর  
সহিত কথোপকথনানন্তর তাহার মৃত্যু।

প্রাতঃকালে বেড়িয়া আসিয়া বেণী বাবু আপন বাগানের আটচালায় সন্নিয়া আছেন, এদিগ ওদিগ দেখিতে রাসপ্রসাদি পদ খরিয়াছেন—“এবার বাজি ভোর তল” —পশ্চিমদিগে তরুলতার মেরাপ ছিল তাহার মধ্যে থেকে একটা শব্দ হইতে লাগিল—বেণীভারায়—বাজি ভোরই হল বটে। বেণী বাবু চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে বৌবাজারের বেচারাম বাবু বড় ক্রম্ভ আসিতেছেন, অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাকে লিঙ্কাসা করিলেন বেচারামদাদা আপারটা কি? বেচারাম বাবু বলিলেন চাদরখানা দাও, শীত্র আইস—বাবুরামের বড় ব্যারাম—একবার দেখা আবশ্যিক। বেণী বাবু ও বেচারাম শীত্র বদ্যবাটীতে আসিয়া দেখেন যে বাবুরামের ভারি বিকার—দাহ পিপাসা আত্যন্তিক—বিচ্ছানায় ছটফট করিতেছেন—সম্মখে সন্না কাটা ও গোলাপের নেকড়া কল্প উকি উকোর মুছমুছ হইতেছে। গ্রামের যাবতীয় লোক চারদিগে ভেঙ্গে পাড়িয়াছে, পীড়ার কথা লইয়া সকলে গাল করিতেছে। কেহ বলে আনাদের শাক নাছ থেকে পান্ডী জোক জোলাপ বেলেস্তারা হিতে বিপরীত হইতে পারে, আনাদিগের পক্ষে বৈদ্যের চিকিৎসাই ভাল, তাতে যদি উপশম না হয় তবে তত্তৎ কালে ডাক্তর লোক যাইবে। কেহ বলে হাকিমি নত বড় ভাল, তাহার লোগিকে খাওয়াইয়া দাইয়া আরাম করে ও তাহাদের ঔষধ জি সকল মোহনতোগের নত খেতে লাগে। কেহ বলে যা বল বা কহ এসব ব্যারাম ডাক্তরে যেন মন্ত্রের

চোটে আরাম করে—ডাক্তারি চিকিৎসা না হলে বিশেষ  
 হওয়া স্মকটিন। রোগী একই বার জলদাগে বলিতেছে,  
 ব্রজনাথ রায় কবিরাজ নিকটে বসিয়া কহিতেছেন,  
 দাক্তার সন্নিপাত—মুহূর্ত্তে জল দেওয়া ভাল নহে, বিলু-  
 পত্রের রস ছেঁচিয়া একটু দিতে হইবেক আমরা তাঁ  
 উহার শত্রু নয় যে এসময়ে যত জল চাবেন তত দিবা  
 রোগির নিকটে এই রূপ গোলযোগ হইতেছে, পার্শ্বের  
 ঘর গ্রামের ব্রাহ্মণ গণ্ডিতে ভরিয়া গিয়াছে তাহাদিগের  
 মত হইতেছে যে শিব স্বস্থায়ন সুখ্য অর্ঘ্য কালীঘাটে  
 লক্ষ জবা দেওয়া ইত্যাদি দৈবক্রিয়া করা সম্মাথ্রে কর্তব্য।  
 বেণী বাবু দাঁড়িয়া সকল শুনিতেছেন কিন্তু কে কাহাকে  
 বলে ও কে কাহার কথাই বা শুনে—নানা মুনির নানা  
 মত, সকলেরই আপনার কথা পূর্বজ্ঞান, তিনি হুই এক  
 বার আপন বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু  
 প্রলাচরণ হইতে না হইতে একেবারে তাঁহার কথা  
 কোঁসে গেল। কোন রকমে থা না পাইয়া বেচারাম  
 বাবুকে লইয়া বাহির বাটতে আইলেন ইতিমধ্যে ঠকচাচা  
 লুংচেই আসিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে পৌঁছিল। বাবুরামের  
 পীড়া জন্য ঠকচাচা বড় উদ্ভিগ্ন—মর্মদাই মনে করিতেছে  
 সব দাঁও বুঝি কসকে গেল। তাহাকে দেখিয়া বেণী বাবু  
 জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠকচাচা পায়ে কি ব্যথা হইয়াছে?  
 অমনি বেচারাম বলিয়া উঠিলেন—ভায়া তুমি কি  
 বলাগড়ের ব্যাপার শুন নাই—ঐ বেদনা উঁহার কুমন্ত্রণার  
 শাস্তি, আমি নৌকায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কি ভুলিয়া  
 গলে? এই কথা শুনিয়া ঠকচাচা পেচকাটাইবার চেষ্টা  
 করিল। বেণী বাবু তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—  
 না যাহা হউক, এক্ষণে কর্তার ব্যারামের জন্য কি তদ্বির  
 হইতেছে? বাটার ভিতর তো ভারি গোল। ঠকচাচা  
 বলিল বোখার সুরূহলে এক্রামদ্দি হাকিমকে মুই

সাতেকরে এনি—ভেনারি বহুত ছোলাব ও দাওয়াই দিঙ্গে  
 বোখারকে দফাকরে খেচড়ি খেলান, লেকেন ঐ রোজে-  
 তেই বোখার আবার পেলেটে এসে, সেনাগাদ ব্রজনাথ-  
 কবিরাজ দেখছে, বেনার রোজ জেয়াদা মালম হচ্ছে  
 —গুইবি ভাল বুরা কুচ ঠেওরে উঠতে পারিনা। বেগী  
 বাবু বলিলেন—ঠকচাচা রাগ করো না—এ সম্বাদটি আমা-  
 দিগের কাছে পাঠান কর্তব্য ছিল—ভাল, যাহা হইয়াছে  
 তাহার চার। নাই এক্ষণে এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ ডাক্তর  
 শীঘ্র আনা আবশ্যিক। এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে  
 ইতিমধ্যে রামলাল ও বরদাপ্রসাদ বাবু আসিয়া উপ-  
 স্থিত হইলেন। রাত্রি জাগরণ সেবাকরণের পরিশ্রম ও  
 ব্যাকসতার জন্য রামলালের মুখ নান হইয়াছে—পিতাকে  
 কি প্রকারে ভাল রাখিবেন ও আরাম করিবেন এই  
 তাঁহার অহরহ চিন্তা। বেগী বাবুকে দেখিয়া বলিলেন  
 মহাশয়! ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বাণীতে বড় গোল  
 কিন্তু সম্পরামর্শ কাহার নিকট পাওয়া যায় না। বরদা,  
 বাবু প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া তত্ত্ব লয়েন কিন্তু তিনি  
 যাহা বলেন সে অনুসারে আমাকে সকলে চলিতে দেন না  
 —আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে এক্ষণে যাহা কর্তব্য  
 তাহা করুন। বেচারাম বাবু বরদা বাবুর প্রতি  
 ক্লিষ্টকাল নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে হাঁহার  
 হাত ধরিয়া বলিলেন—বরদা বাবু! তোমার এত গুণ  
 নাহলে সকলে তোমাকে কেন পূজ্য করিবে? এই ঠকচাচা  
 বাবুরামকে মন্ত্রণা দিয়া তোমার নামে গোমখুনি নালিশ  
 করায় ও বাবুরাম খটিত অকারণে তোমার উপর নীচ  
 প্রকার জুলম ও বদীয়ত হইয়াছে কিন্তু ঠকচাচা পীড়িত  
 হইলে তাঁহাকে তুমি আপনি ঔষধ দিয়া ও দেখিয়া শুনিয়া  
 আরাম করিয়াছ, এক্ষণেও বাবুরাম পীড়িত হওয়াতে সুন্দর  
 পরামর্শ দিতে ও তত্ত্ব লইতে কল্প করিতেছ না—

কেহ যদি কাহাকে একটা কটবাক্য কহে তবে তাহাদিগের মধ্যে একেবারে চটাচটি হয়ে শক্রতা জন্মে, হাজার ঘাট নানানামি হইলেও মনভার যায় না কিন্তু তুমি ঘোর অপমানিত ও অপকৃত হইলেও আপন অপমান ও অপকার সহজে ভুলে যাও—অন্যের প্রতি তোমার মনে জাতৃ ভাব ব্যতিরেকে আর অন্য কোন ভাব উদয় হয় না—বরদা বাবু ! অনেকে ধর্ম্য বলে বটে কিন্তু সেনন তোমার ধর্ম্য এমন ধর্ম্য আর কাহারো দেখিতে পাই ন—মনুষ্য পামর তোমার গুণের বিচার কি করবে কিন্তু যদি দিনরাত সত্য হয় তবে এ গুণের বিচার উপরে হইবে। বেচারাম বাবুর কথা শুনিয়া বরদা বাবু কণ্ঠিত হইয়া যাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন পরে বিনয় পূর্বক বলিলেন—মহাশয় আমাকে এত বলিবেন না—আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি—আমার জ্ঞান বা কি আর আমার ধর্ম্যই বা কি? বেণী বাবু বলিলেন মহাশয়েরা ক্ষান্ত হউন, এসকল কথা পরে হইবে এক্ষণে কর্তার পীড়ার জন্য কি বিধি তাহা বলুন। বরদা বাবু কহিলেন আপনাদিগের মত হইলে আমি কলিকাতায় যাইয়া বৈকাল নাগাদ ডাক্তর আনিতে পারি আমার বিবেচনায় ব্রজনাথ রায়ের ভরসায় থাকা আর কর্তব্য নহে। প্রেমনারায়ণ মঙ্গলদার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তিনি বলিলেন ডাক্তরেরা নাড়ীর বিষয় ভাল বুঝে না—তাহারা মানষকে ঘরে মারে, আর কবিরাজকে একেবারে বিদায় করা উচিত নহে বরং একটা রোগ ডাক্তর দেখুক—একটা রোগ কবিরাজ দেখুক। বেণী বাবু বলিলেন সে বিবেচনা পরে হইবে এক্ষণে বরদা বাবু ডাক্তরকে আনিতে যাউন। বরদা বাবু স্নান আহার না করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন, সকলে বলিল বেলাটা অনেক হইয়াছে মহাশয় এক মুটা খেয়ে যাউন—তিনি উত্তর করিলেন—তাই হইল বিলম্ব হইবে, সকল কর্ম্য তগুস হইতে পারে।

বাবুরাম বাবু বিছানায় পড়িয়া মতি কোথা মতি

কোথা বলিয়া অনবরত জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিন্তু মতিলালের চুলের টিকি দেখা ভায়। তিনি আপন দল বল লইয়া বাগানে বনভোজনে মত্ত আছেন, বাপের পীড়ার সম্বাদ শুনেও শুনে ন। বেণী বাবু এই ব্যবহার দেখিয়া বাগানে তাহার নিকট লোক পাঠাইলেন কিন্তু মতিলাল মিছামিছি বলিয়া পাঠাইল যে আমার অতিশয় নাখা খবর আছে কিছুকাল পরে বাটীতে যাউব।

ছুইপ্রহর দুইটার সময় বাবুরাম বাবুর ছব বিচ্ছেদ কালীন নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কনিরাজ হাত দেখিয়া বলিল কর্তাকে স্থানান্তর করা কর্তব্য—উনি প্রাচীন ও মহামান্য, অবশ্য যাহাতে উহার পরকাল ভাল হয় তাহা করা উচিত। এই কথা শুনিবা নাতে পরিবার সকলে রোদন কাবিত্তে লাগিল ও আত্মীয় এবং প্রতিবাসিনী সকলে ধরাধরি করিয়া বাবুরাম বাবুকে বাটীর দালানে আনিল। এমত সময়ে বরদা বাবু ডাক্তার সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন, ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন তোমরা শেষাবস্থায় আমাকে ডাকিয়ছে—রোগিকে গঙ্গাতীরে পাঠাইবার আগে ডাক্তরকে ডাকিলে ডাক্তর কি করিতে পারে? এই বলিয়া ডাক্তর গমন করিলেন। বৈদ্যবাটীর যাবতীয় লোক বাবুরাম বাবুকে ঘিরিয়া একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—মহাশয় আমাকে চিনিতে পারেন—আমি কে বলুন দেখি? বেণী বাবু বলিলেন রোগিকে আপনারা এত ক্লেশ দিবেন না—এরূপ জিজ্ঞাসাতে কি ফল? স্বস্ত্যয়নি ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়ন সাক্ষ করিয়া আশীর্বাদি ফল লইয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহাদিগের দৈব ক্রিয়ায় কিছুমাত্র ফল হইল না। বাবুরাম বাবুর খাস বৃদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বৈদ্যবাটীর ঘাটে লইয়া গেল, তখান আসিয়া গঙ্গাজল পানে ও ব্রহ্ম বর সেবনে তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইল। লোকের ভিড় ক্রমে কিঞ্চিৎ কমিয়া গেল—রাইলাল

পিতার নিকটে বসিয়া আছেন—বরদাপ্রসাদ বাবু বাবু-  
 রাম বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ও কিয়ৎ কাল পরে  
 আস্তে আস্তে বলিলেন—মহাশয়! এক্ষণে একবার মনের সহিত  
 পরাংপর পরমেশ্বরকে ধ্যান করুন—তাঁহার কৃপা বিনা  
 আমাদের গতি নাই! এই কথা শুনিবা নাট্রেই  
 বাবুরামবাবু বরদাপ্রসাদ বাবুর প্রতি ছুই তিন লক্ষ্মা  
 তাহিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। রামলাল চম্বের  
 জল মুছিয়া দিয়া ছুই এক কুশী ছুঁ দিলেন—কিঞ্চিৎ  
 সুস্থ হইয়া বাবুরাম বাবু গৃহস্থেরে বলিলেন—তাই  
 বরদাপ্রসাদ! আমি এক্ষণে জানলম যে তোমার বাড়া  
 জগতে আমার আর দন্ধ নাই—আমি লোকের কুমন্ত্রণায়  
 ভারি কুকর্ষ করিয়াছি সেই সকল আমার একই বার  
 মরণ হয় আর প্রাণটা যেন আপননে জ্বলিয়া উঠে—আমি  
 ঘোর নারকী—আমি কি জবাব দিব? আর তুমি কি  
 আমাকে ক্ষমা করিবে? এই বলিয়া বরদা বাবুর  
 হাত ধরিয়া বাবুরাম বাবু আপন চক্ষু মুদিত করিলেন।  
 নিকটে বন্ধু বান্ধবেরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে  
 লাগিল ও বাবুরাম বাবুর সজ্ঞানে লোকান্তর হইল।

২০ মতিলালের যুক্তি, বাবুরাম বাবুর প্রাক্কের  
 ঘোঁট, বাঙ্গারাম ও ঠকচাচার অধ্যক্ষতা, প্রাক্কের  
 পণ্ডিতদের বাদাম্বান ও গোলযোগ।

পিতার মৃত্যু হইলে মতিলাল বাটীতে গনিয়ান হইয়া  
 বসিল। সন্নি সকল এক লক্ষ্মাও তাহার সঙ্গ ছাড়া নয়।  
 এখন চার পো বুক হইল—মনে করিতে লাগিল এত দিনের  
 পর 'ধর্মধাম' দেবার রকমে চলিবে। বাপের অন্য মতিলা-  
 লের কিঞ্চিৎ শোক উপস্থিত হইল—সদিয়া বলিল বন্ধ

বাবু! তাব কেন—বাপ না হইয়া চিরকাল কে ঘর করিয়া থাকে এখন তো তুমি রাজ্যেশ্বর হইলে। নুড়ের শোক নাম মাত্র—যে ব্যক্তি পরম পদার্থ পিতা না থাকে কখন সুখ দেয় নাহি,—নানা প্রকারে যত্ননা দিত, তাহার ননে পিতার শোক কিরূপে লাগিবে? যদি লাগে তবে তাহা ছায়ার ন্যায় ক্ষণেক স্থায়ী, তাহাতে তাহার পিতাকে কখন ভক্তি পূর্বক স্মরণ করা হয় না ও স্মরণার্থে কোন কৰ্ম করিতে মনও চায় না। মতিলালের বাপের শোক শীঘ্র টাকা পড়িয়া বিষয় আশয় কি আছে কি না তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। সঞ্জিদিগের বুদ্ধিতে ঘর দ্বার সিদ্ধক পেটারায় ডবল তালা দিয়া স্থির হইয়া বসিল। সর্কদা মনের মধ্যে এই ভয়, পাছে গায়ের কি বিমাতার কি ভাইয়ের বা ভগিনীর হাতে কোন রকমে টাকা কড়ি পড়ে তাহা হইলে সে টাকা একেবারে গাণ হইবে। সঞ্জিরা সর্কদা বসে বড়বাবু টাকা বড় চিজ—টাকাতে বাপকেও বিশ্বাস নাই। ছোট বাবু ধম্মের ছালা বেঁধে সভ্য বলিয়ে বেড়ান বটে কিন্তু পভনে পেলে তাহার গুরুও কাহাকে রেয়াত করেন না—ওসকল তাগুনি আনরা অনেক দেখিয়াছি—সে যাহা হউক, বরদা বাবুটা অবশ্য কোন ভেল্কি জানে—সোধ হয় ওটা কার্মীখ্যাতে দিন কতক ছিল, তা না হলে বর্তার মৃত্যুকালে তাহার এত পেশ কি প্রকারে হইল।

দুই এক দিবস পরেই মতিলাল আত্মীয় কুটুমদিগের নিকট লোকতা রাখিতে দাঁততে আরম্ভ করিল। যে সকল লোক দলঘাঁটা, সাঙ্কে মধ্যস্থ করিতে সর্কদা উদ্যত হয়, জিলাপির ফেরে চলে, তাহার। সুরিয়া ফিরিয়া নানা কথা বলে—সে সকল কথা আসমানে উড়ে বেড়ায়, কামিতে ছোঁয়, করিয়া ছোঁয় না স্তরাং উল্টে পায়ে লইলে তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে। কেহ বলে কর্তা মনের স্বামি ছিলেন—এমন সকল ছেলে রেখে ঢেকে যাওয়া বড় পুণ্য না হইলে হয় না—তিনি বেবন লোক তেমনি

তাঁহার আশ্চর্য্য মৃত্যুও হইয়াছে, বাবু এত দিন তুনি-  
 পর্ত্তের আড়ালে ছিলে এখন বুঝে সুঝে চলতে হবে—  
 সংসারটি যাড়ে পড়িল—ক্রিয়া কলাপ আছে—বাপ  
 পিতামহের নাম বজায় রাখিতে হইবে, এ সেওয়ায় দায়  
 দকা আছে। আপনার বিষয় বুঝে শ্রদ্ধ করিবে, দশ  
 জনার কথা শুনিয়া নেচে উঠিবার আবশ্যিক নাই। নিজের  
 রামচন্দ্র বালির পিও দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আক্ষেপ  
 করা বৃথা কিন্তু নিতান্ত কিছু না করা সেও তো বড় ভাল  
 নয়। বাবু জানতো কর্ত্তার চাকী পানী নামটা—তাঁহার  
 নামে আজো বাঘে গরুতে জল খায়। তাহাতে কি শুদ্ধ  
 তিলকাণ্ডনি রকমে চলবে?—গেরেশ্বার হয়েও লোকের  
 মূখ্যথেকে তরতে হবে। মতিলাল এসকল কথা মারপেঁচ  
 কিছুই বুঝিতে পারে না। আত্মীয়েরা আত্মীয়তা পূর্ব্বক  
 দরদ প্রকাশ করে কিছু বাহাতে একটা ধুমধাম বেধে যায়  
 ও তাঁহার কৰ্ত্ত্ব কল্পিয়ে বেড়াইতে পারে তাহাই তাহা-  
 দিগের মানস অপচ স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিলে এঁ ওঁ  
 করিয়া সেরে দেয়। কেহ বলে ছয়টি রূপার মোড়শ না  
 করিলে ভাল হয় না—কেহ বলে একটা দানসাগর না  
 করিলে মান থাকা ভার—কেহ বলে একটা দম্পতী বরণ  
 না করিলে সামান্য শ্রদ্ধ হবে—কেহ বলে কতক গুলিন  
 অধ্যাপক নিমন্ত্রণ ও কাঞ্জালি বিদায় না করিলে মহা  
 অপযশঃ হইবে। এইরূপে ভারি গোলযোগ হইতে  
 লাগিল—কেবা বিধি চায়?—কেবা তর্ক করিতে বলে?—  
 কেবা সিদ্ধান্ত শুনে?—সকলেই গায়ে মানে না আপনি  
 মোড়ল—সকলেই স্বয়ং প্রধান—সকলেরই আপনার কথা  
 পাঁচ কাহন।

তিন দিনের পরে বেণী বাবু বেচারাম বাবু বাঞ্জারাম  
 বাবু ও বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।  
 মতিলালের নিকট ঠকচাচী মণিহারা কণির ন্যায় বসিয়া  
 আর্হেন—হাতে মালা, ঠোঁট দুটি কাঁপাইয়া—ওমরি

পাড়িতেছেন, অন্যান্য অনেক কথা হইতেছে কিন্তু সে সব  
কথায় তাঁহার কিছুতেই মন নাহি—হুই চক্ষু দেওয়ালের  
উপর লক্ষ্য করিয়া তেলহ করিয়া ঘুরিতেছেন—ভাগ বাগ  
কিছুই গির করিতে পারেন নাহি। বেণী বাবু ঞ্জতিকে  
দেখিয়া খড়মড়িয়া উঠিয়া সেলাম করিতে লাগিলেন।  
ঠকচাঁচার এত নমতা কোনই দেখা যায় নাহি। টোঁড়া  
হইয়া পড়িলেই জাঁক যায়। বেণী বাবু ঠকচাঁচার  
হাত ধরিয়া বলিলেন—আরে কর কি? তুমি প্রাচীন  
মুরসি লোকটা—আনাদিগে দেখে এত কেন? বাঞ্ছা-  
রাম বাবু বলিলেন—অন্য কথা নাউক—এদিগে দিন অতি  
সংক্ষেপ—উদ্যোগ কিছুই হয় নাহি—কুত্বব্যাকি, বলুন।

বেচারাম। বাবুরামের বিষয় আশয় অনেক জোড়;  
—কতক বিষয় বিক্রি সিক্রি করিয়া দেনা পরিশোধ করা  
কর্তব্য—দেনা করিয়া ধনধেনে আক্র করা উচিত নহে।

বাঞ্ছারাম। সে কি কথা? আগে লোকের দুখ থেকে  
তরুতে হবে পশ্চাৎ বিষয় আশয় রাখা হইবে। নান সন্তান  
কি বানের ক্ষেত্রে তেসে যাবে?

বেচারাম। এ পরানর্থ কু পরানর্থ—এমন পরানর্থ  
কখনই দিব না—কেন বেণী ভায়া কি বল?

বেণী বাবু। যে স্থলে দেনা অনেক, বিষয় আশয়  
বিক্রি করিয়া দিলেও পরিশোধ হয় কি না সন্দেহ, সে স্থলে  
পুনরায় দেনা করা এক প্রকার অপহরণ করা কারণ সে  
দেনা পরিশোধ কি রূপে হইবে?

বাঞ্ছারাম। ও সকল ইংরাজী মত—বড় মানবদিগের  
চাল স্মরেই চলে—তাঁহারা এক দিচ্ছে এক নিচ্ছে, একটা  
সং কর্ণে বাগড়া দিয়ে, তাঁহারা সজল চণ্ডী হওয়া তজ্জ  
লোকের কর্তব্য নহে। আমার নিজের দান করিবার সজতি  
নাহি; অন্য এক ব্যক্তি দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করিতে  
উদ্যত হইতেছে তাহাতে আমার খোঁচা দিবার, আবশ্যিক  
কি? আর সকলেরই নিকট অনুগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে।

বিদায় বড় হউক বা না হউক তাহাদিগের নিজের বিদায়ে ভাল অমুরাগ হইল। যে কণ্ঠটি সকলের চক্কে উপর পড়িয়াছিল ও এড়াইবার নয় সেই কণ্ঠটি রব করিয়া হইয়াছিল কিন্তু আশু পাছুতে সমান বিবেচনা হয় নাই। এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।

শ্রদ্ধের গোলক্ৰমে নিটে গেল। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা মতিলালের নিজস্বীয় খোশামোদ করিতে লাগিল। মতিলাল দুর্বল স্বভাব হেতু তাহাদিগের মিত্র কথায় তিক্রিয়া গেল, মনে করিল যে পৃথিবীতে তাহাদিগের তুল্য আত্মীয় আর নাই। মতিলালের মান বৃদ্ধি অন্য তাহারা এক দিন বলিল—এখানে আপনি কতী অতএব স্বর্গীয় কর্তার গদিতে বসি কতব্য, তাহা না হইলে তাহার পদ কিপ্রকারে বজায় থাকিবে?—এই কথা শুনিয়া মতিলাল অত্যন্ত আত্মানন্দিত হইল—ছেলে বেলা তাহার রামায়ণ ও মহাভারত একটু শুনিত ছিল এই কারণে মনে হইতে লাগিল যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির সমারোহ পূর্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সেই রূপে আমাকেও গদিতে উপবেশন করিতে হইবেক। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা দেখিল এই প্রস্তাবে মতিলালের মুখ খানি আত্মানন্দে চকচক করিতে লাগিল—তাছাড়া পর দিবসেই দিন স্থির করিয়া আত্মীয় স্বজনকে আত্মানন্দ পূর্বক মতিলালকে তাহার পিতার গদির উপর বসাইল। গ্রামে চিটিকার হইয়াগেল মতিলাল গদি প্রাপ্ত হইলেন। এই কথা হাটে বাজারে ঘাটে ঘাটে হইতে লাগিল—একজন বাঁজওয়াল বামুন শুনিয়া বলিল—গদি প্রাপ্ত কি হে? এটা যে বড় লম্বা কথা! আর গদি বা কার? এ কি জগৎসেটের গদি না দৌবদান বালমুকুন্দের গদি?

যে লোকের তিতরে মার থাকে সে লোক উচ্চ পদ অথবা নিম্ন পদ পাইলেও হেলে দোলে না, কিন্তু বাহাতে কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের জলের

ন্যায় টলমল করিতে থাকে। মতিলালের মনের গতি সেইরূপ হইতে লাগিল। রাত দিন খেলাছুলা গোলমাল গাওনা বাজনা হোঁতা তামি খাঁস আনোদ প্রনোদ মোয়া-ফেল চোহেল স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল, সন্নিদিগের সংখ্যার জ্ঞান নাই—রোজ্জ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতার আশ্চর্য কি?—তাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই, আর গুড়ের গন্ধেই পীপড়ার পাল পিমে করিয়া আউসে। এক দিন বক্রেশ্বর সাইন্তের পখায় আসিয়া মতিলালের মনযোগান কথা অনেক বলিল কিন্তু বক্রেশ্বরের ফন্দি মতিলাল দাল্যকাল্যাবধি ভাল জানিত—এই জন্যে তাকাকে এই জবাব দেওয়া হইল—মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ তদারক করিয়াছিলেন তাহাও আমার পরকালের দফা একেবারে খাটয়া দিয়াছেন—ছেলেবেলা আপনাকে দিতে খতে আমি কসুর করি নাই—এখন আর যন্ত্রণা কেন দেন? বক্রেশ্বর অধো-মুখে মেও মেও করিয়া প্রস্থান করিল। মতিলাল আপন মুখে মন্ত—বাণ্ডারাম ও ঠকচাঁচা একই বাত আসিতেন কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে বড় দেখা শুনা হইত না—তাঁহারা মোস্তার নানার দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন, মধ্যে বাবুকে হাত তোলা রকমে কিছু দিতেন। আর ব্যয়ের কিছু নিকেশ প্রকাশ নাই—পরিবারেরও দেখা শুনে নাই—কে কোথায় থাকে—কে কোথায় খায়—কিছুই খোজ খবর নাই—এইরূপ হওয়াতে পরিবারদিগের ক্লেশ হইতে লাগিল কিন্তু মতিলাল বাবুআনাগ এমত বেহোস যে এসব কথা শুনিয়েও শুনে না।

সাক্ষী স্ত্রীর পতি শোকের অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই। বদ্যাপি সহ মস্তান থাকে তবে সে শোকের কিঞ্চিৎ শমভা হয়। কুমস্তান হইলে সেই শোকানলে যেন ঘৃত পড়ে। মতিলালের কন্যাবহার জন্য তাহার মাতা যোরকর ভূপিভ হইতে লাগিলেন—কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ

করিতেন না, তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া এক দিন মতিলালের নিকট আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার কপালে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে এক্ষণে যে ক দিন বাঁচি মে ক দিন—বেশ তেঁনার ককথা না শুন্তে হয়—লোক গঞ্জনায় আশি কান পাতিতে পারিনা, তোঁনার ছোট ভাইটির বড় বনটির ও বিনাভার একটু তত্ত্ব নিও—তারা সব দিনে আদপেটাও খেতে পায় না—বাবা! আমি নিজের জন্যে কিছু বলি না, তোঁনাকে ভারও দি না। মতিলাল একথা শুনিয়া ছুই চক্ষু ফাল করিয়া বলিল—কি তুমি একশবার কেচ্ কেচ্ করিয়া বক্তেছ?—তুমি জাননা—আমি এখন যা মনে করি তাই করিতে পারি?—আমার আবার ককথা কি? এই বলিয়া মাতাকে ঠাস করিয়া এক চড় নাড়িয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া গিল। অনেক ক্ষণ পরে জননী উঠিয়া অক্ষয় দিয়া ঢাকের কল পুঁছিতে বসিলেন—বাব! আমি কখন শুনিনাই যে সন্তানে মাকে মারে কিন্তু আমার কপাল হইতে তাহাও ঘটিল—আমার আর কিছু কথা নাই কেবল এই মাত্র বলি যে তুমি ভাল থাক। মাতা পর দিবস আপন কন্যাকে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটা হইতে গমন করিলেন।

রামলাল পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতার সঙ্গে মন্ত্রার রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু নানা প্রকারে অপমানিত হন। মতিলাল সর্বদা এই ভাবিত বিষয়ের অর্ধেক অংশ দিতে গেলে বড় নাড়িয়া করা হইবে না কিন্তু বড়নাড়িয়া না করিলে বাঁচা মিথ্যা, এজন্য বাহাতে ভাই ফাঁকিতে পড়ে তাহাই করিতে হইবে। এই মতলব স্থির করিয়া বাঞ্জারাম ও ঠকচাচার পরামর্শে মতিলাল রামলালকে বাটা চুকিতে বারণ করিয়া দিল। রামলাল ভ্রাসন প্রবেশ করণে নিবারণ হইয়া অনেক বিবেচনা করণান্তের মাতা বা ভগিনী অথবা কাহার সহিত না সাক্ষাৎ করিয়া দেশান্তর গমন করিলেন।

২২ বাঞ্জারাম ও ঠকচাচা মতিলালকে সৌদাগরী কর্ম করিতে পরামর্শ দেন, মতিলাল দিন দেখাইবার জন্য তর্কসিদ্ধান্তের নিমিত্ত মানগোবিন্দকে পাঠান পরদিবস রাহি হইলেন ও ধনামালার সহিত গঙ্গাতে বকাধিক করেন।

মতিলাল দেখিলেন বাটা হইতে না গেলেন, তাই গেলেন, ভগিনী গেলেন। আপদের শান্তি এত দিনের পর নিষ্কণ্টক হইল—কেচকেচানি একেবারে বন্দ—এক চোক রাখানিতে কর্ম কেয়াল হইয়া উঠিল আর “প্রহারণ ধনঞ্জয়ঃ” সেসব হল বটে কিন্তু শরীর কুণ্ডিল ফুরিয়ে এল—তার উপায় কি? বাবু আনার জোগাড় করুপে চলে? খচরা মহাজন বেটােদের টালমাটাল আর করিতে পারা যায় না, উটনো-ওয়ালারাও উটনো বন্ধ করিয়াছে—এদিকে সামনে স্থান-যাত্রা—বজরা ভাড়া করিতে আছে—খেমটাওয়ালিদের বায়না দিতে আছে—সপেশ মিটায়েই করমাইস দিতে আছে—চরস গাঁজা ও মদও আনাহিতে হইবে—তার আটখানার পাটখানাও হয় নাই। এই সজ্ঞা চিন্তায় মতিলাল চিন্তিত আছেন এমত সময়ে বাঞ্জারাম ও ঠকচাচা আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই একটা কথাই পরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—বড়বাবু! কিছু বিমর্শ কেন? তোমাকে মান দেখিলে যে আমরা মান হই—তোমার যে বয়েস তাতে সর্বদা হাসি খসি করিবে। গালে হাত কেন? ছি! ভয় করিয়া বসো। মতিলাল এই মিন্তি বাক্যে ভিজিয়া আপন মনের কথা সকল ব্যক্ত করিল। বাঞ্জারাম বলিলেন তার জন্যে এত ভাবনা কেন? আমরা কি ঘাস কাটছি? আজ একটা ভারি মতলব করিয়া আসিয়াছি—এক কংসরের মধ্যে দেনা টেনা সকল শোধ দিয়া পায়ের

উপর পা দিয়া পুত্র পৌত্র ক্রমে খুব বড়নামুষ্টি করিতে পারিবে। শাস্ত্রে বলে “বাণিজ্যে বশতে লক্ষ্যঃ”—শৌদাগরিতেই লোকে ফেঁপে উঠে—আমার দেখতা কত বেটা টেপার্গেঁজা নড়েভোলা টয়েবার্ধা বালাতিপোতা কারবারের হেপায় আঁণ্ডিল হইয় গেল—এসব দেখে কেবল চোক টাটার বইতে নী! আমরা কেবল একটি কর্ম লয়ে ব্যক্তিঘর্ষণা করিতেছি—এক খাট দুঃখ! চণ্ডীচরণ ঘুটে কুড়ায় রামা চণ্ড ঘোড়া?

মতিলাল। এ মতলব বড় ভাল—আমার অহরহ টাকার দরকার। শৌদাগরি কি বাজারে ফলে না আফিসে জন্মে? না মেঠাই মণ্ডার দোকানে কি কিনিতে মেলে? একজন সাহেবের মুৎসুন্ধি না হইলে আমার কর্ম কাজ লক্ষ্যকাবে না।

বাপ্পারাম। বডবাবু! তুমি কেবল গদিয়ান হইয়া থাকিবে, করাকর্মার ভার সব আমাদিগের উপর—আমাদিগের বটলর সাহেবের একজন দোস্ত জান সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে তাহাকেই খাড়া করিয়া তাহারই মুৎসুন্ধি হইতে হইবে। সে শৌদাগরি কর্মে যুন।

ঠকচাচা। মুইবি সাতে সাতে থাকব, মোকে আদালত মাল ফৌজদারি, শৌদাগরি কোন কামই ছাপা নাই। মোর শেনাবি এসব ভাল সমজ্ঞে। বাবু আপশোস এই যে মোর কারদানি এনাগাদ নিদ যেতেছে—লেকিঞ্জের জাহের হলনা! মুই চপকরে থাকবার আদনি নয়—দোশমন পেলে ঠুনাকে জেপেট কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি—শৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাকিক চলব।

মতিলাল। ঠকচাচা—শেনা কে?

ঠকচাচা। শেনা তোমার ঠকচাচি—তোমার সেকত কি করব? তোমার সুরত জেলেখাঁর মাকিক আয় মালগ হয় ফেরেস্তার মাকিক বুল মনজ।

বাপ্পারাম। ও কথা এখন থাকুক। জীন সাহেবকে দশ দিনেরো হাজার টাকা সরবরাহ করিতে হইবে ভাতে কিছু মাত্র কোথম নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে কোতলপুরের ভালুকখানা বন্ধক দিলে ঐ টাকা পাওয়া যাইতে পারে—বন্ধক লেখাপড়া আনাদিগের সাহেবের আকির্ষে করিয়া দিব—খরচ বড় হইবে না—আম্বাঙ্গ টাকাশচার পঁাচের মধ্যে আর টাকা শর্পাচেক মাহারনের আমলা কামলাকে দিতে হইবে। সেবেটার পুনকে শত্রু—একটা খেঁচা দিলে কর্ম ভগ্ন করিতে পারে। সকল কর্মেরই অচম খবর আগে মিটিয়া নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হয়। আমি আর বড় বিলম্ব করিব না, ঠকচাচাকে লইয়া কলিকাতার চলিলাম—আমার নানা বরাত—নাথান্স আগুন জ্বলছে। বড়বাবু তুমি তকসিদ্ধান্ত দাদার কাচ থেকে একটা ভাল দিন দেখে শীত্র ছুর্গৎ বলিয়া যাত্রা করিয়া একেবারে আমার সোনাগাজির দরুণ বাটতে উঠিবে। কলিকাতার কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইবে তার পর এই বৈদ্যবাটীর ঘাটেতে চাঁদ সোনাগরের মতন সাত জাহাজ ধন লইয়া ফিরিয়া আনিয়া দামান বাজাইয়া উঠিবে তখন আবাল বৃদ্ধ যুবতি কুলকন্যা তোমার প্রত্যাগমনের কৌতুক দেখিয়া তোমাকে ধন্য করিবে। আহা! এমন দিন যেন শীত্র উদয় হয়। এই বলিয়া বাপ্পারাম ঠকচাচাকে লইয়া গমন করিলেন।

মন্ডিলাল আপন সঙ্গিদিগকে উপল্লাসিত সকল কথা আনুপূর্বিক বলিল। সঞ্জিরা শুনিয়া বগল বাজাইয়া নেচে উঠিবে—তাহাদিগের রাতিব টানাটানির জন্য প্রায় বন্ধ একনে সাবেক বরাদ্দ বাহাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তাড়াতাড়ি হস্তকৃত্তি করিয়া মানগোবিন্দ এক চৌচাদৌড়ে তকসিদ্ধান্তের টোলে উপস্থিত হইয়া হাঁপ ছাড়িতে লাগিল। তকসিদ্ধান্ত বড় প্রাচীন, মন্য লইতেছেন—

কেন্দ্র করিয়া হাঁচতেছেন—খকং করিয়া কাসতেছেন—  
 চারিদিকে শিষ্য—সম্মুখে কয়েক খাম্বা তালপাতার লেখা  
 পুস্তক—চসমা নাকে দিয়া এক২ বার গ্রহু দেখিতেছেন, এক২  
 বার ছানদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বিচালির অভাবে  
 গোকুর জাবনা দেওয়া হয় নাট—গরু মধো২ হাশ্মা২  
 করিতেছে ব্রাহ্মণী বাটীর ভিতর হইতে তীৎকার করিয়া  
 বলিতেছেন—বুড় হইলেই বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হয়, উনি রাত-  
 দিন পাঁজি পুঁথি ঘাঁটাবেন, ঘরকমার পানে একবার ফিরে  
 দেখবেন না। এই কথা শিষ্যেরা শুনিয়া পরস্পর গাটেপা-  
 টিপি করিয়া চাওয়াচাষি করিতেছে। তর্কসিদ্ধান্ত বিরক্ত  
 হইয়া ব্রাহ্মণীকে খাম্বাইবার জন্য লাঠি ধরিয়া স্ফুড়ং করিয়া  
 উঠিতেছেন এমন সময়ে মানগোবিন্দ ধরে বলিল—ওগো  
 তর্কসিদ্ধান্ত খুড়! আমরা সব সৌদাগরি করিতে যাব  
 একটা ভাল দিন দেখে দেও। তর্কসিদ্ধান্ত মুখ বিকট-  
 সিকট করিয়া গুনরে উঠিলেন—কচুপোড়া খাও—উঠছি  
 আর অমনি পেচু ডাকছ আর কি সময় পাওনি? সৌদাগরি  
 করতে যাবে! তোর বাপের ভিটে নাশ হউক—তোদের  
 আবার দিনক্ষেণ করে? বালাই বেরালে সকলে হাঁপছেড়ে  
 গঙ্গাস্নান করবে—যা বলগে যা যে দিন তোরা এখান থেকে  
 যাবি সেই দিনই শুভ।

মানগোবিন্দ মুখছেপ্পা খাইয়া আসিয়া বলিল যে  
 কাসই দিন ভাল, অমনি সাজুরে২ শব্দ হইতে লাগিল ও  
 উদ্যোগ পর্কের ধূম বেধে গেল। কেহ সেতারার বেজরাপ  
 হাতে দেয়—কেহ বাঁয়ার গাব আছে কিনা তাহা ধপধপ  
 করিয়া পিটে দেখে—কেহ ভবলায় চাটি দিয়া পরক করে—  
 কেহ ঢোলের কড়া টানে—কেহ বেয়ালায় রজন দিয়া ডাঁডা২  
 করে—কেহ বোচ্কা বুচ্ক বাঁধে—কেহ চরস গাঞ্জা যায়  
 ছুরি কাঠ লইয়া পৌটলা করে—কেহ ছরত্বার গুলি চাটের  
 সহিত সম্বর্ণে রাখে—কেহ পাকামালের ঘাটতি কমতি  
 উদারক করে। এই রূপে সারাদিন ও সারারাত্রি হটকটানি

পড়কড়ানি আনি নিয়ে আয় দেখ শোন ওরে হেঁবে সজ্জা-  
গজ্জা হো হাতে কেটে গেল

গ্রামে টটিকার হুঁকল বাবু' সৌদাগরি করিতে চলিলেন।  
পর দিন প্রকাবে যাবতীয় দোকানি পসারি ভিকিরি  
কাপ লি ও অন্যান্য অনেকেই রাষ্ট্র দ্য চাহিয়ে আছে উক্তি-  
মপোনবাবু'র নব হস্তিন নায় পৈয়স করত মসং শকে  
ঘাটে আশ্রয় উপস্থিত হইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত  
আস্কক করি নৈছিলেন গোলামাল শুনিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত  
করিয়া একবার কড়মড় করিলেন। তাহাদিগকে ভীত  
দেখিয়া নববাবুরা পলায় করিয়া হানিতে গঙ্গামতিকা  
ঝানা ও খুঁড়ি গায়ে ধর্ষণ করিতে লাগিল।  
ব্রাহ্মণেরা অপ্রাকৃত হইয়া গোবিন্দ করিতে প্রস্থান  
করিলেন। নববাবুরা নৌকায় উঠিয়া সকলে চীৎকার স্বরে  
এক সখসীমান দরিলেন—নৌকা ভাঁটান জোরে সাঁসা করিয়া  
লাউতেছে কিন্তু বাবু'কেই স্থির নহে—এ ছাতের উপর  
যায় ও ছাইগ পরে টানে ও ডাড বাহ ও ঢকমকি নিয়ে আগ্রম  
করে। কিঞ্চিদূর যাতিতে ধনামালার সঙ্গিত দেখা হইল  
—ধনামালী বড় মুখড়—জজাস করিল—গ্রামটাকে  
ভো পুড়িয়ে থাক করলে আবার গলাকে জ্বালাছ কেন?  
নববাবুরা বেগে বলিল—চুপ শূন্য—তুই জানিসনে যে  
আমরা সব সৌদাগরি করতে যাচ্ছি। ধনী উত্তর করিল  
যদি তোরা সৌদাগরি হস তো সৌদাগরি কর গঙ্গায় দড়ি  
দিয় বরুক।

২৩ মতিলাল দলবল সমেত সোণাগাঁজিতে আইসেন  
সেখান হুঁতে এক জন গুরুমহাশয়কে ডাডান; বাবু-  
য়ানা বাড়াবাড়ি হয়, পরে সৌদাগরি করিয়া দেখা  
ভয়ে প্রস্থান করেন।

সোণাগাঁজিরদরগায় কুনী বুনী বাসা করিয়াছিল—

জারি। দিগ্‌ চেদলা শেওলা ও বোমাজে পরিপূর্ণ—স্থানে-  
 কাকের ও মালিকের বাসা—খাড়ীতে আবার আনিয়া দিতেছে  
 —পিলে চিহ্ন করিতেছে—কোন খানেই এক ফোঁটা চূণ পড়ে  
 নাই—রাত্রি হইলে কেবল শেয়াল কুকুরের ডাক শোনা  
 যাইত ও সকল স্থানে সফা দিত কিনা তাহা সন্দেহ। নিকটে  
 এক জন গুরুনহাশয় কতক স্থানি ফরগল গলার বাঁধা ছেলে  
 লইয়া পড়াইতেন—ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা  
 না হউক, বেতের শব্দে আসে তাহাদিগের প্রাণ উড়িয়া  
 বাউত—যদি কোন ছেলে একবার খাড তুলিত অথবা  
 কোঁচড় থেকে এক গান জমপান খাইত তবে তৎক্ষণাৎ  
 তাহার পিটে চট চাপড় পড়িত। মানব স্বভাব এই যে  
 কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব থাকিলে সে কর্তৃত্বটী নীনারূপে প্রকাশ  
 চাই তাহা না হইলে আপন গৌরবের লায়ব হয়—এই জন্য  
 গুরুনহাশয় আপন গুণের ব্যক্ত করণার্থ রাস্তার লোকের  
 ক্ষিরিতেন—লোক দেখিলে সেটী দিগে দেখিয়া আপন পক্ষ  
 স্বরকে নিখাদ করিতেন ও লোক রুড় হইলে তাহার সরদারি  
 অশেষ বিশেষ রকমে বৃদ্ধি হইত একারণ বালকদিগের  
 লয় পাগে গুরু দণ্ড হইত তাহার আশ্চর্য্য কি? গুরু-  
 নহাশয়ের পাঠশালাটি প্রায় যমালয়ের ন্যায়—সর্বদাই  
 চটাপট পটাপট, গেলমরে মলুমরে ও “গুরুনহাশয় ২  
 তোমার পড়ো হাজির” এই শব্দই হইত আর কাহার নাক-  
 খত—কাহার কানমসা—কেহ ইটেখাড়া—কাহার হাত-  
 ছড়ি—কাহাকেও কপিকলে লটকান—কাহার জলবিচাটি,  
 একটা না একটা প্রকার দণ্ড অনবরতই হইত।

সোণাগাজির গানর কেবল উক্ত গুরুনহাশয়ের দ্বারাই  
 রাখা হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ প্রাপ্ততাগে ছুই এক জন বায়ুল  
 থাকিত—তাহারা সমস্ত দিন তিফা করিত। সন্ধ্যার পর  
 পরিশ্রমে আক্রান্ত হইয়া শুয়ে ২ মৃদু স্বরে গান করিত।  
 সোণাগাজির এই রূপ অবস্থা ছিল। মতিলালের স্ত্রী  
 গান্ধাবধি সোণাগাজির কপাল ফিরিয়া গেল। একবারে  
 “স্বাড়ার চিহ্ন, তবলার চাটি, জুড়ি পুরির খচাখচ,” উল্লাসের

কড়াধুম রাতদিন হইতে লাগিল আর মণ্ডা মিঠাই গোলাক  
ফলেরও আতর চরম পাকা মদের ছড় ছড়ি দেখিয়া অনেকেই  
গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার লোক চেনা  
তার—অনেকেই বর্ণচোরা আঁা। তাহাদিগের প্রথমে এক  
রকম মূর্ত্তি দেখাযায় পরে আর এক রকম মূর্ত্তি প্রকাশ হয়।  
ইহার মূৰ্ছ টাকা—টাকার খাতিরেই অনেক ফের ফার হয়।  
মহাশয়ের দুর্বল স্বভাবহেতুই জনকে অসাধারণ রূপে পূজ্য  
করে। যদি লোকে শুনে যে অনেকের এত টাকা আছে তবে  
কি প্রকারে তাহার অকৃত্রিমের শাস্ত হইবে এই চেষ্টা কায়  
মন বাক্যে করে ও তজ্জন্য যাহা বলিতে হয় তা করিতে হয়  
তাহাতে কিছুমাত্র ক্রটি করে না। এই কারণে মতিলালের  
নিকট নানা রকম লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ  
উলার ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখফেড়া রকমে আপনীর অতিশ্রায়  
প্রকাশ্যে ব্যস্ত করে—কেহবা কৃষ্ণনগরীয়দিগের ন্যায়  
স্বাড়ি বুটা কাটিয়া মুনসি আনি খরচ করে—আশল কথা  
অনেক বিলম্বে অতি সুন্দররূপে প্রকাশ হয়—কেহবা  
পূর্বদেশীয় বঙ্গভাষাদিগের মত কেনিরেং চলেম—প্রথমত  
আপনাকে নিম্প্রয়াস ও নির্লোভ দেখান—আসল মতলব  
তৎকালে দ্বৈপায়নরূপে ডবাইয়া রাখেন—দীর্ঘকালে সময়  
বিশেষে প্রকাশ হইলে বেধ হয় তাহার গমনাগমনের  
তাৎপর্য্য কেবল “যৎকিঞ্চিং কাঞ্চন মূল্য”।

মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইসে সেই হাই ডুলিলে  
তুড়ি দেয়—হাঁচিলে “জীব” বলে। ওরে বলিলেই “ওরেং”  
করিয়া চীৎকার করে ও ভালমন্দ সকল কথাই উত্তরে—  
“আজ্ঞা আপনি যা বলছেন তাই বটে” এই প্রকার বলে।  
প্রানুংকালাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত মতিলালের  
নিকট লোক গণগণ করিতে লাগিল—কল নাই—মহুর্ন্ত  
নাই—নিমেষ নাই—সকুদাই নানা প্রকার লোক আসিতেছে  
—বসিতেছে—বাইতেছে। তাহাদিগের কৃত্যর ফটাং  
শব্দে বৈঠকখানার সিঁড়ি কম্পান—তামুক মুহুরল আসি-  
তেছে—ধূয়া কনের জাহাজের ন্যায় নির্গত হইতেছে।

চাকরেরা আর ভাতাক সাজিতে পারে না—পালাই ২ ডাক  
হাড়িতেছে। দিবারাজি নৃত্য গীত বাদ্য শাসি খুসি বাড়-  
কটাই ভাঁড়ানো নকল ঠাট্টা বটকেরা-ভাবের গালাগালি  
আনোদের ঠেং ঠেং চড়ুইভাতি বনভোজন নেসা একাদি-  
ক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎবা-  
হইয়া উঠিয়াছেন।

এই গোলে গুরুমহাশয়ের গুরুত্ব একেবারে লঘু হইয়া  
গেল—প্রতি পূজার বৃত্ত পক্ষী ছিলেন একগণে দুর্গটিনটুনি  
হইয়া পড়িলেন। মধ্যে ছেলেদের গোলাইবার একটু-  
গোল হইত—তাঁহা শুনিয়া মতিলাল বলিলেন এ বেটা  
এখানে কেন মেও করে—গুরুমহাশয়ের যন্ত্রণা হইতে  
আমি বালককালেই মুক্ত হইয়াছি—আবার গুরুমহাশয়  
মিকেটে কেন?—ওটাকে ভ্রায় শিসজন দাও। এই কথা  
শুনিবামাত্র নববাবুরা দুই এক দিনের মধ্যেই ইট পাটখ-  
লের দ্বারা গুরুমহাশয়কে অন্তর্দান করাউলেন স্তত্রাং  
পাঠশালা ভাঙিয়া গেল। বালকেরা দাঁচলন বলিয়া ভাড়ি  
পাত তুলিয়া গুরুমহাশয়কে ভেংচুতে ও কলা দেখাইতে  
টোঁচা দৌড়ে ঘরে গেল।

এদিকে জান সাহেব হৌম খুলিলেন—নান হৈল  
জান কোম্পানি। মতিলাল মুংসুদি, বাগ্গারান ও  
ঠকচাচা কর্মকর্তা। সাহেব টাকার খাতিয়ে মুংসুদিকে  
ভোয়াজ করেন ও মুংসুদি আপন মদিদিগকে লইয়া দুই  
প্রহর তিনটা চারিটার সময় পান চিবুতে রাজা চকে এক-  
বার কুচি যাইয়া দাঁড়ড়ে বেড়াইয়া ঘরে আউলেন।  
সাহেবের এক পরসার সঙ্গতি ছিলনা—বটলর সাহেবের  
অন্নদাস হইয়া থাকিতেন একগণে চৌকুজিতে একবাটা  
ভাড়া করিয়া নানা প্রকার আনবাব ও তসবির খরিস করিয়া  
বাটা সাজাইলেন ও ভালই গাড়ি ঘোড়া ও কুকুর ধারে  
কিনিয়া আনিলেন এবং ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া তৈয়ার করিয়া  
বাঞ্জির খেলা খেলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সাহেবের  
বিবাহ হইল, সোণার ওগাচগাউ পরিয়া ও হীরার কীকুটি

হাতে দিয়া সাহেব তত্রঃ সমাজে ফিরিতে লাগিলেন। এই সকল ভড়ং দেখিয়া অনেকেরই সংস্কার হইল জান সাহেব ধনী হইয়াছেন এই জন্য তাঁহার সহিত সেন দেন করণে অনেকে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না কিন্তু দুই এক জন বুদ্ধিমান লোক তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আল্গাং রকমে থাকিত—কখনই মাথামাথি করিত না।

কলিকাতার অনেক সৌদাগর আড়তদারিতেই অর্ধ উপার্জন করে—হয় জাহাজের ভাড়া বিলি করে অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা জিনিস পত্র খরিদ বা বিক্রয় করে ও তাহার উপর ফি শতকরায় কতক টাকা আড়তদারি খরচা লয়। অন্যান্য অনেকে আপনঃ টাকায় এখানকার ও অন্য স্থানের বাজার বুঝিয়া সৌদাগরি করে কিন্তু যাহারা ঐ কর্ম করে তাহাদিগকে অগ্রে সৌদাগরি কর্ম শিখিতে হয় তাহা হইলে কর্ম কাজ ভাগ হইতে পারে না।

জানসাহেবের কিছুমাত্র বোধশোধ ছিলনা, তিনি শরিক করিয়া পাঠাইলেই মনফা হইবে এই তাঁহার সংস্কার-ছিল বলতঃ আসল মতলব এই যে পরের স্কন্ধে ভোগ করিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইব। তিনি এই আশিতেন যে সৌদাগরি সেস্ত করা—দশটা গুলি মারিতে কোনটা না কোনটা গুলিতে অবশ্যই সিকার পাওয়া যাইবে। যেমন সাহেব ভ্রাতোপিক তাঁহার মুংসুফি—তিনি গওমুখ—না তাঁহার লেখা পড়াই বোধ শোধ আছে—না বিষয় কর্মই বুঝিতে শুঝিতে পারেন সূত্রাং তাহাকে দিয়া কোন কর্ম করান কেবল গো বধ করা মাত্র। মহাজন দালাল ও সরকারেরা সর্বদাই তাহার নিকট জিনিসপত্রের নমুনা লইয়া আশিত, ও দর দানের ঘাটতি বাড়তি এবং বাজারের খবর বলিত। তিনি বিষয় কর্মের কথাই সময় দোর বিপদে পড়িয়া কেন্দ্র করিয়া চাহিয়া থাকিতেন—সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন নীচু কিনি কথা কহিলে পাছে নিজের বিদ্যা প্রকাশ হয় কেবল এই মাত্র বলিতেন যে বাজারাম বাবু ও ঠকড়াচার নিমটে যাও।

আফিসে দুই এক জন কেরানি ছিল, তাহারা ইংরাজিতে সকল হিসাব রাখিত। এক দিন মতিলালের ইচ্ছা হইল যে ইংরাজি ক্যাশ বহি বোঝা ভাল এজন্য কেরানির নিকট হইতে বহি চাহিয়া আনাটয়া একবার এদিক ওদিক দেখিয়া বহিখান এক পংশে রাখিয়া দিলেন। মতিলাল আফিসের নীচের ঘরে বসিতে—ঘরটি কিছু দেরিসে—ক্যাশ বহি সেখানে আসাবদি থাকতে সরদিতে খাবার হইয়া গেল ও নবাবপুর তাহা হইতে কাগজ চারুয়া লইয়া সলতের ন্যায় পাড়াইয়া প্রতিদিন কান চলকাংনে আরম্ভ করিলেন—অল্প দিনের মধ্যেই বহির যাবতীয় কাগজ কুরিয়া গেল কেবল মলাটটি পড়িয়া রাখিল। অনন্তর ক্যাশ বহির অব্যয় হওয়াতে দুট হইল যে তাহাব দুটি থানা আছে, অস্ত্র ও চর্ম পরিতার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। জান সাহেব তা ক্যাশ বহি জো ক্যাশ বহি বহিয়া বিলাপ করত ননের খেদ মনেই রাখিলেন।

জান সাহেব বেপড়ক ও ছুচকোব্রত জিনিস পত্র খরিদ করিয়া বিলাতে ও অন্যান্য দেশে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন—জিনিসের কি পড়তা হইল ও কাটতি কিরূপ হইবে তাহাব কিছুমাত্র খোজ খবর করিতেন না। এই সুযোগ পাটয়া বাঞ্জারাম ও ঠকচাচা চিলের নামে জোবস মারিতে লাগিলেন তাহাতে ক্রমে তাহাদিগের পেট মোটা হইল—অল্প তৃষ্ণা নেটেনা—রাত দিন খাতি২ শক ও আক হাতি শালার লাতি খাব, কাল ঘোড়াশালার ঘোড়া খাব, দুই জনে নির্জনে বসিয়া কেবল এই মতলব করিতেন। তাহারা ভাল জানিতেন যে তাহাদিগের এমন দিন আর হইবে না—লাভের বসন্ত অন্ত হইয়া অলাভের হেমন্ত শীত্রই উদয় হইবে অতএব নেপোরই সময় এই।

দুই এক বৎসরের মধ্যেই জিনিস পত্রের দিকের বড় মন্দ খবর আছিল—সকল জিনিসেতেই লোকমান বই লাভ নাই। জান সাহেব দেখিলেন যে লোকমান প্রায় লক্ষ

টাকা হইবে—এই স্বপ্নে বুকদাৰা পাইয়া তাঁহার একেবারে চক্ষু স্থির হইয়া গেল আর তিনি নিজে মাসে প্রায় এক হাজার টাকা করিয়া খরচ করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরেকে বেছে ও মহাজনের নিকটও অনেক দেনা—আফিম কয়েক মাসাবধি তলগড় ও টালসুমরে চলিতেছিল এক্ষণে তাহিহে সম্মুখের নৌকা একেবারে ধুপস করিয়া ডুবে গেল, প্রেচার হইল যে জান কোম্পানি ফেল হইল। সাহেব বিবি লইয়া চন্দন-নগরে প্রস্থান করিলেন। এই সহর ফরাসিসদিগের অধীন—অদ্যাবধি দেনদার ও ফৌজদারি মানজার আসামিরা কয়েদের ভয়ে এই স্থানে বাইয়া পলাইয়া থাকে।

এদিগে মহাজন ও অন্যান্য পাওনাওয়ালারা আসিয়া মতিলালকে ঘেরিয়া বলিল। মতিলাল চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন—এক পয়সাও হাতে নাই—উঠনা গুয়ালাদিগের নিকট হইতে উঠনা লইয়া তাঁহার খাওয়া দাওয়া চলিতে ছিল এক্ষণে কি বলিবেন ও কি করিবেন কিছুই ঠাওরাইয়া পান না। মধ্যে যড় উঁচ করিয়া দেখেন বাঞ্জারাম বাবু ও ঠকচাচা আইলেন কিনা, কিন্তু দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি, এই দুই অবতার তুলতামালের অগ্রেই চম্পট করিয়াছেন। তাহাদিগের মান উল্লেখ হইলে পাওনাওয়ালারা বলিল যে চিট্ট পত্র মতিবাবুর নামে তাঁহাদিগের সহিত আশাদিগের কোন এলাকা নাই। তাহার কেবল কারপরদাজ বইতো নয়।

এইরূপ গোলযোগ হওয়াতে মতিলাল দলবল সহিত ছদ্ম বেশে রাতি যোগে বৈদ্যবাটাতে পলাইয়া গেলেন। সেখানকার যাবতীয় লোক তাঁহার বিষয় কণ্ঠের সাতকাণ্ড শুনিয়া খুব হয়েছেন বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল ও বলিল—আজও ত্রাতদিন হচ্ছে—যে ব্যক্তি এমত অসৎ—যে আপনার মাকে ভাইকে ভগিনীকে বঞ্চনা করিয়াছে—পাপ কণ্ঠে কখনই বিরত হয় নাই, তাহার যদি একপ' না হবে তবে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম কি?

কর্মক্রমে প্রেমনারায়ণ অজুমদার পরদিন বৈদ্যবাটীর ঘাটে স্নান করিতেছিল—তক সিদ্ধান্তকে দেখিয়া বলিল—মহাশয় শুনেছেন—বিটলেরা সর্বদা খুয়াইয়া ওয়ারি-ণের ভয়ে আঁড়ার এখানে পালিয়ে আসিয়াছে—কাজামুখ দেখাইতে লজ্জা হয় না! বাবুরাম ভাল ষলং কলনা-শনং. রাখিয়া গিয়াছেন! তক সিদ্ধান্ত কহিলেন—ছোড়াদের না থাকতে গ্রামটা জুড়িয়ে ছিল—আবার কিরে এলো? আহা! মা গঙ্গা একটু কৃপা করিলে যে আমরা বেঁচে যািতাম। অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন—নববাবুদিগের প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া তাহাদিগের দাঁতে লেগে গেল, ভাবিতে লাগিলেন যে আনাদিগের স্নান আফ্রিক বৃষ্টি অদ্যাবপি ত্রীকুম্ভায় অর্পণ করিতে হইবে। দোকানি পদারিতা ঘাটের দিকে দেখিয়া বলিল—কইগো আমরা শুনিয়াছিলাম যে মতিবাবু মাত সুলক ধন লইয়া দামামা বাজিয়ে উঠিবেন—এখন সুলক ধরে যাউক এক খানা জেলেডিংগিও যে দেখিতে পাই না প্রেমনারায়ণ বলিল তোমরা বাস্ত হইওনা—মতি বাবু কমলে কার্ণাটার মুসকিলেব দরুণ দক্ষিণ মশান প্রাপ্ত হইয়া-ছেন—বাবু অতি ধর্মশীল—ভগবতীর বর পুত্র—ডিক্কে জুলুক ও জাহাজ ভ্রমায় দেখা দিবে আর তোমরা মুড়ি খড়াই ভাজিতে ভাজিতেই দানানার শব্দ শুনিবে।

২৪ শুক্র চিত্তের কথা, ঠকচাচার জাল করণ জন্য গেরেশ্বর, বরদাবাবুর হুঃখ, মতিলালের ভয়, বেচারাম ও বাঞ্জারামের সহিত শঙ্কর ও কথোপ কথন।

প্রাতঃকালের মন্দং বায়ু বহিতেছে—চন্দ্রক শেফালিকা ও মহিকার সৌপঙ্ক ছুটিয়াছে। পক্ষি সকল ঢকুবুহং করিতেছে

—ঘটকের দরুণ বাগিতে বেণী বাবু বরদা বাবুকে লইয়া কথাবার্তা করিতেছেন। দক্ষিণদিক্ থেকে কতক গুলা ককর ডাকিয়া উঠিল ও রাস্তার ছোড়ারা হোং করিয়া আসিতে লাগিল—গোল একটি নরম হঠলে “দুরং?” ও “পোপী-দের বাড়ী যেও না করিরে মানা” এই খোঁস বরের আনন্দ লতরী কণ্ঠধোচর হইতে লাগিল। বেণী বাবু ও বরদা বাবু উঠিয়া দেখেন যে বহুবাজারের বেচারাম বাবু আসিতেছেন—আঁনে মত্ত, ক্রমাগত তাঁড় দিতেছেন। ককর গুলা যে উৎ করিতেছে—ছোড়ারা হোং করিতেছে, বহুবাজার বিকানী বিরক্ত হইয়া দূরং করিতেছেন। নিকটে আসিলে বেণী ও বরদা বাবু উঠিয়া সম্মান পূর্বক অত্যাধনা করিয়া তাঁড় কে বসাইলেন। পরস্পর কুশল বর্তা চিচ্ছাসানস্তর বেচারাম বাবু বরদা বাবুর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—তাইতে! বালাবাধ অনেক প্রকার লোক দেখিলাম—অনেকেরই অনেক গুণ আছে বটে কিন্তু তাহাদিগকে দোষে গুণে ভাগ বলি—সে যাহা হউক, নমুতা, সরলতা, ধর্ম বিষয়ে সাহস ও পর সম্পর্কীয় শুদ্ধচিত্ত ভোমার যেমন আছে এমন কাহারও দেখিতে পাই না। আমি নিজে নমুতাবে চলি বটে কিন্তু সময় বিশেষে অন্যের অতঙ্কার দেখিলে আমার অতঙ্কার উদয় হয়—অতঙ্কার উদয় হইলেই রাগ উপস্থিত হয়, রাগে অতঙ্কার বেড়ে উঠে। আমি কাহাকেও রেয়াত করি না—যখন যাহা মনে উদয় হয় তখন তাহাই মুখে বলি কিন্তু আমার নিজের দোষে তত সরলতা থাকেনা—আপনি কোন মন্দ কর্ম করিলে সেটি স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না তখন এই মনে হয় এ কথাটি ব্যক্ত করিলে অন্যের নিকট আপনাকে খাট হইতে হইবে। ধর্ম বিষয়ে আমার সাহস অতি অল্প—ননে ভাল জানি অমুক কর্ম কর্তব্য কিন্তু আপন সংস্কার অনুসারে সর্বদা চলিতে সাহসের অভাব হয়। অন্য সম্বন্ধে শুদ্ধ চিত্ত রাখা বড় কঠিন—আনি জানি বটে যে মনুষ্য দেহ ধারণ করিলে মনোযোগ ভীল এই মন্দ কখনই চেটা পাওয়া উচিত নহে কিন্তু

এটি কৰ্ম্মতে দেখান বড় দুষ্কর। যদি কেহ একটু কটু কথা বলে তাহে তাহার প্রতি আর মন থাকে না—তাহাকে একে-বারে মন্দা মনুষ্য বোধ হয়—তোমার কেহ অপকার করিলেও তাহার প্রতি তোমার মন শুদ্ধ থাকে—অর্থাৎ তাহার উপকার ত্রিগ্ন অপকার করণে কখন তোমার মন যায় না এবং যদি অন্যো তোমার মিন্দাকার তাহাতেও তুমি বিরক্ত হয়ওনা—একি কম পুণ্য।

বরদা বাবু। যে যাহাকে ভাষন সে সে তাহার সব ভাল দেখে আর যে যাহাকে দৈব পাত পায়ের না সে তাহার চিনন ও বাঁকা দেখে। তাপনি যাহা বসিলে সে সকল অনু-প্রবেশের কথা—সে সকল আপন বা ভাল বাসার দরুণ—আনার নিজ গণের দরুন নহে। সকল মনুষ্যে—সকল বিষয়ে—সকল মোক্ষের প্রতি মন শুদ্ধ হইয়া মনুষ্যের প্রায় অসংখ্য। আমা-দিগের মন রাগ দ্বেষ ত্রিগ্না ও অজ্ঞানের ভরা—এসকল সং-গম কি সহজে হয়। চিত্তকে শুদ্ধ করিতে গেলে অগ্রে মনুষ্যের আদেশ্যক—কাহারও কণ্ট নমুতা দেখা যায়—কেহই তুমি গমুতা নম হয়—কেহই ক্লেশ অথবা বিপদে পড়িলে, নমু হইয় থাকে—সে প্রকার নমুতা, কটিক, নমুতার স্থায়িত্বের জন্য আমাদিগের মনে এই দৃঢ় সংস্কার হওয়া উচিত যিনি সৃষ্টি কর্তা তিনিই মঙ্গল—তিনিই অসাময়—তিনিই নিষ্ফল ও নিশ্চল, আমরা আজ আছি—কাল নাই, আমাদিগের বলইবা কি, আর বুদ্ধিইবা কি—আমাদিগের জন্ম কুমতি ও বুদ্ধি দশেও হইতেছে তবে অহঙ্কারের কারণ কি। একপনমুতা মনে জন্মিলে রাগ দ্বেষ হিংসা ও অহঙ্কারের খর্বতা হইয়া আসে, তখন অন্য মনুষ্যে শুদ্ধ চিত্ত হয়—তখন আপন বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য ও পদের অজ্ঞান প্রকাশ করত পরকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা যায় না—তখন পরের সম্পদ দেখিয়া হিংসা হয় না—তখন পরগিন্দা করিতে ও অন্যকে মন্দ ভাবিতে ইচ্ছা যায় না—তখন অন্যদারা অপকৃত হইলেও তাহার প্রতি রাগ বা দ্বেষ উপস্থিত হয় না—তখন কেবল আপন চিত্ত শোধনে ও পরিত সাধনে মন রত হয়, কিন্তু একপ

তারি অভিমান ভিন্ন হয় না—এক্ষণে অল্প জ্ঞানযোগ হইলেই  
বিকাচীর নাৎসর্য্য জন্মে—আমি বা বলি—আমি যা করি,  
কেবল তাহাই সমোদয়—অন্যে যা বলে বা করে তাহা  
অগ্রাহ্য।

বেচারাম। তাই হে কথা গুল শুনো প্রাণ জুড়ায়—  
আমার সত্তত ইচ্ছা তোমার সন্তিত কথোপকথন করি।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে উত্তরপাশে শ্রেমনারায়ণ  
মজুমদার তাড়াগাড়ি করিয়া আসিয়া সম্বাদ দিল  
কলিকাতার পুলিশের স্যাকরার এক জাল ত্তমতের  
শামলার দরুণ ঠকচাচাকে গেরেস্তার করিয়া বন্দি  
বাটতেছে। বেচারাম বাবু এই কথা শুনিয়া খুব হুয়েচে  
কলিয়া হর্ষিত হইয়া উঠিলেন। বরদা বাবু শুক্ক হইয়া  
ভ্যাবিতে লাগিলেন।

বেচারাম। আমার বে তাবত?—অমন অসৎ লোক  
পুলিশলাম গেলে দেশটা জুড়ায়।

বরদা বাবু। তুমি এই যে লোকটা থাকুকাল অসৎ  
কথা বই সংকল্প করিল না—এক্ষণে যদি জিজ্ঞর যায় তাহার  
পরিবার গুলা অনাচারে মারা যাবে।

বেচারাম। তাই হে! তোমার এত গুণ না হইলে  
লোকে তোমাকে কেন পূজ্য করে। তোমার প্রতি-  
তিংসা ও অপকার করিতে ঠকচাচা কসুর করে নাই—  
অনবরত মিন্দা ও মানি করিত—তোমার উপর গম খুনি  
নাগিন্স করিয়াছিল—ও জাল হপ্তম করিবার বিশেষ চেষ্টা  
পাইয়াছিল—তাহাতেও তোমার মনে তাহার প্রতি কিছুমান  
রাগ অথবা দ্বেষ নাই, ও প্রতাপকার কাহাকে বলে তুমি  
জাননা—তুমি এই প্রতাপকার করিতে যে সে ব্যক্তি ও  
তাহার পরিবার পীড়িত হইলে ঔষধ দিয়া ও আনাগমন  
করিয়া আরোগ্য করিতে, এক্ষণেও তাহার পরিবারের ভাবনা  
ভ্যাবিতেছ—তাই হে! তুমি যেতে কায়স্থ বটে কিন্তু ইচ্ছা  
করে যে এমন কায়স্থের পায়ের ধলা লইয়া বাধায় দি।

বরদা বাবু। মহাশয় জামাকে এত বলিবেন না—  
কনকেশ্বর মধ্যে আমি সতি হই ও অক্ষয়ন। আমি  
আপনকার প্রশংসার কথা বলি—মহাশয় একপ পুনঃ  
বলিলে জামার অশঙ্কিত হইতে পারি।

এদিকে বৈদ্যবাসীতে পুলিশের সারজন পেয়দা ও  
দারোগা ঠকচাচাকে ডিটমেন্টে রাখিয়া রাখিয়া চলবে চল  
বলিয়া হুজুং বাদমা বসিয়া আসিতেছে। হুজুং সে কারণে  
—কেন বলে যেমন কয়েক মিনিট ফল—কেহ বলে বেটা  
জাপানে না উঠিলে বিচার নাহি—কেহ বলে ছাটার এই  
—দাড়া হুজুং হুজুং ঠকচাচা অপোবদনে চলিয়াছে  
—দাড়ি বাড়াই হুজুং কয়েক উঠাওছে—হুজুং চকু কটমট  
করিতেছে—বিশ্বাস খনিয়ার কন্যার সারজনকে একটা  
আঁচনি আঁচনে দিতেছে। সারজনের বাত পেট, অমনি  
আঁচনি দিকার ফেলিয়া দিতেছে। ঠকচাচা বলে মোকে  
একবার মতি বাবুর নজদিগে লিয়ে চল—হুজুং জামিনি  
লিয়ে মোকে এক খালাস দেও—মুই কেল হাজির হব।  
সারজন বলছে—তোম বহুত বক্তা—ফের বাত কহেগা তো  
এক থাপড় দেগা। তখন ঠকচাচা সারজনের নিকট হাত  
জোড় করিয়া কাকুতি বিনতি করিতে লাগিল। সারজন  
কোন কথায় কাণ না দিয়া ঠকচাচাকে নৌকায় উঠাইয়া  
বেলা দুই প্রহর চারিঘণ্টার সময় পুলিশে আসিয়া উপস্থিত  
করিল—পুলিশের সাহেবেরা উচিয়া গিয়াছে সুতরাং  
ঠকচাচাকে রাত্রিতে বৈনিগারদে বিহার করিতে হইল।

ওদিকে ঠকচাচার দুর্গতি শুনিয়া মতিলালের ভেড়া  
চেকা লেগে গেল। ভাহার এই আশঙ্কা হইল এ বজ্রাঘাত  
গাছে এপর্যন্ত পড়ে—যখন ঠকচাচা গেল তখন আমিও  
বাঁধা পড়িব তাহাভে সন্দেহ নাই—বোধ হয় এ ব্যাপার  
জান কোম্পানির স্বটিত, সে যাহা হউক, সাবধান হওয়া  
উচিত, এই স্থির করিয়া মতিলাল বাটার সদর দরওয়ান  
খুব কসে বন্ধ করিল। রামগোবিন্দ বলিল বড়বাবু

ঠিকানা জাল এতদ্বাচানে গেবেস্তার হইয়াছে—ভোমার  
উপস্থাপনেককারি থাকিলে বাটী সব অনেকক্ষণ ঘেরা হইবে।  
তুমি মিছে কেন ভয় পাত? মতিলাল বলিল ভোমরা  
বুঝা হে, দুঃসময়ে পোড়া মলমালটাও তাড়ৎপকে পারিলে  
আজকের দিনটা ঘোসে করিয়া কাটাটাই পারিলে  
কাল প্রাতে বাশোইরের ভাজকে প্রস্থান করি। বাটীতে  
আর ভিতর তার—নানা উপাত্ত—নানা বাঘাত—নানা  
আপত্তা—নানা উপদ্রব আর এদিকে তাড় থাকি হইয়াছে।  
এতখা শেষ হইবে মাহেই দ্বারে টিপা করিয়া যা পড়িতে  
হইলি—“দ্বার খোল গে—কে আছ গে” এই শব্দ  
হইতে লাগিল। মতিলাল অস্থির বলিল—চুপকর—  
যদি তাবিয়া ছিলাম তাহাই ঘটিল। মানগোবিন্দ  
উপর থেকে ডাকি মারিয়া বেধিল একজন পেয়াদা দ্বার  
খোলিতে—অমনি টিপে আসিয়া বলিল বড়বাবু এই  
খোলা প্রস্থান কর, বোস চয় ঠকচাচার দরুন বাসি  
গেরেশ্বারি উপস্থিত—অগুনের কিন্কে শেষ হয় নাট।  
বহির্নির্জন স্থান না পাও তবে খিড়্কির পান্য পুষ্করিণীতে  
জর্যোধনের ন্যায় তলস্তম্ব কবে থাক। দোলগোবিন্দ  
বলিল ভোমরা চেউ দেখে ল ডাও কেন? আগে বিষয়টা  
ভুলিয়ে বুঝ, রস—আমি জিজ্ঞাসা করি—“কেমন হে  
পেটাদাবাবু তুমি কোন্ আনালত থেকে আসিয়াছ?”  
পেয়াদা বলিল—এক মুই জ্ঞান সাহেবের চিটি লিয়ে এসেছি  
—চিটি এই লেখা বলিয়া ধাঁ করিয়া উপরে ফেলিয়া জিজ্ঞাস  
রাক বাঁচলম—এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এক—সকলে বলিয়া  
উঠিল। অমনি পেচন দিক থেকে হুলাধর ও গদাধর  
পতবে তাপ কর” বলিয়া উঠিল, নর বাবুদের লোকের  
নেতের ন্যায়—এই ব্যক্তি—এই হোজ—এই পথি—এই খসি  
মতিলাল বলিল, একটু দ্বার চিটি খানা পড়িতে দেও—  
কৌরু কৌরু কান্ত কান্তের আবার সুযোগ হইবে। মতিলাল  
চিটি খুলিলে পরে নর বাবু সকলে হনডি খুঁকিয়া পড়িল

—অনেক গা মাথা জুড় হইল বটে, কিন্তু কাহার পেটে  
কালীর অক্ষর নাই, টিটি পড় ভারি বিপত্তি হইল।  
অনেক জন পারে নিকটস্থ দে দেবর বাটীর এক জনকে  
ডাকাডাকি টিটির মর্ম এই জান হইল যে জান সাহেবের  
প্রায় অন্যহার দিন বাইতেছে—তাহার টাকার বড়  
দরকার। মানগোবিন্দ বলিল বেটা বড় বেহায়া—তাহার  
কনো এত টাকা গভসাবে গের তবু সিড়ন নাই আবার  
কোন মুখে টাকা চাহ—দোকগোবিন্দ বলিল ইংরাজকে  
হাতে রাখা ভাল—ও দর পাও চাপা কপাল—সময়  
দিশে যে মাঠে মুঠটা দরিলে সেটা মুঠা হইয়া পড়ে।  
মতিলাল বলিল তোমরা বকায়িক কেন কর আমাকে  
কাটপেত্তর জু নাই—কুটলেও নাহস নাই।

এখনে বাসী হইল বেচারাম বাবু পার হইয়া বৈকালে  
ছকড়া গাড়িতে ছড়র শব্দে “সেই যে ভয় মাথা জুটে—  
যত দেখ ঘটে পটে সকল জুটের মুটে” এই গান গাইতেই  
উত্তর মুখো চলিয়াছেন—দক্ষিণ দিগ থেকে বাঞ্জারাম  
এগি হাঁকাইয়া আসিতেছেন—হুই জনে নেক্টা নেক্টা  
তপয়াতে ইনি গুঁকে ও উনি একে ছমড়ি খাইয়া দেখিলেন  
—বাঞ্জারাম বেচারামের আবছায়া দেখিয়া মাজেই  
ঘোড়াকে সপাসপ চাবুক কমিয়া দিলেন—বেচারাম অমনি  
ভাড়াভাড়ি আপন গাড়ির উল্ক দ্বার হাত দিয়া কলে  
ধরিয়া ও মাথা বাহির করিয়া “ওহে বাঞ্জারাম! ওহে  
বাঞ্জারাম” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই  
ডাকাডাকি হাঁকাইকিতে এগি খাড়া হইল ও ছকড়া  
চানন করিয়া নিকটে গেল। বেচারাম বাবু বলিলেন  
—বাঞ্জারাম! জুমি কপালে গুরুষ—তোমার লাভের  
খুলি রাবণের চলির মত জ্বলছে—এক দফা তো সৌদাগরি  
কল্প চৌচাপটে করলে—এক্ষণে তোমার ঠকচাচা যায়—  
বোধহয় তাহাতেও আবার একটা মুড় পট্টে পারে—কেবল  
উকিলি কন্ডিতে অধঃপাতে গেলে—মারিতে যে হবে—সেটা

একবারও ভাবলেন না? বাবুরাম বিরক্ত হইয়া মুখ ধান্দা  
গোঁজ করিলেন পরে গোঁপ জোড়াটা করত করিয়া ঘোড়ার  
পিটের উপর আপনার গায়ের ছালা প্রকাশ করিতে গড়ত  
করিয়া চলিয়া গেলেন।

২৫ মতিলালের যশোহরের জমিদারিতে দলবল সহিত  
গমন জমিদারি কাম করণের বিবরণ, নীলকরের সঙ্গে দাঙ্গা  
ও বিচারে নীলকরের খালাস।

বাবুরাম বাবুর সকল বিষয় অপেক্ষা যশোহরের  
ভালুক খানি লাভের বিষয় ছিল; দশশালা বন্দবস্তের সময়ে  
ঐ ভালুকে অনেক পতিত জমি থাকে—তাহার জমা ভৌলে  
সুন্দর ছিল পরে ঐ সকল জমি হাঙ্গিল হইয়া মাঠ-হারে  
বিলি হয় ও ক্রমে জমির এমত গুমর হইয়াছিল যে প্রায় এক  
কাঠাও খাঁসার বা পতিত ছিল না, প্রজালোক ও কিছু দিন  
চাসবাল করিয়া হরবিক্র ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ যোত্র করিয়া-  
ছিল কিন্তু ঠাকচাচার পরামর্শে অনেকের উপর পীড়ন হও-  
য়াতে প্রজারা সিকস্ত হইয়া পড়িল—অনেক লাখে রাজদারের  
জমি বাজেয়াফ্ত হওয়াতে ও তাহাদিগের সন্দেহ না থাকতে  
তাহারা কেবল আনাগোনা করিয়া ও নিজের সেলামি দিয়া  
ক্রমে প্রস্থান করিল ও অনেক গাঁতিদারও জাল ও জুলমে  
তাজাতাজা হইয়া বিনি মূলে আপনার জমির সম্বন্ধ ত্যাগ  
করত অন্য অধিকারে পলায়ন করিল। এই কারণে ভালু-  
কের ব্যয় দুই এক বৎসর বৃদ্ধি হওয়াতে ঠাকচাচা গোঁপে  
চাড়া দিয়া হাত ঘুরাইয়া বাবুরাম বাবুর নিকট বলিতেন  
—“মোর কেমন কারদানি দেখ” কিন্তু “ধর্ম্ম্য সুস্বাগতিঃ”  
—অল্প দিনের মধ্যেই অনেক প্রজা তয় ক্রমে হেলে গরু ও  
বীজধান লইয়া প্রস্থান করিল তাহাদিগের জমি বিলি করা  
ভীর হইল—সকলেরই মনে এই তর হইতে লাগিল আবার।

প্রাণপণ পরিশ্রমে চাঁস বাস করিব দু'টাকা দু'সিকা লাভ করিয়া যে একটু শাঁসাল হবে তাহাকেই জমিদার বল বা ছলক্রমে গ্রাস করবেন—তবে আমাদের এ অধিকারে থাকায় কি প্রয়োজন? ভালুকের নায়েব বাপু বাছা বলিয়া ও প্রজা লোককে থামাইতে পারিল না। অনেক জমি গর-বিলি, থাকিল—ঠিকৈ চারে বিলি হওয়া দূরে থাকুক কম দস্তুরেও কেহ লইতে চাহেনা ও নিজ আবাদে খরচ খরচা বাদে খাজনা উঠান ভার হইয়া নায়েব সুন্দর দাউ জমিদারকে এত্বেলা দিতেন, জমিদার সুন্দর দাউ পাঠ লিখিতেন—“গো-ক্ষেত্র সুরত খাজানা আদায় না হইলে তোমার কুটি ঘাইবে—তোমার কোন ওজর শুনা যাইবে না”। সময় বিশেষে বিষয় দু'খিয়া ধমক দিলে কস্মে লাগে। সে স্থলে উৎপাত ধমকের অধীন নহে সে স্থলে ধমক কি কস্মে আসতে পারে? নায়েব ফাঁপরে পাড়িয়া গয়ংগক্ষরুপে আশ্রয় রকমে চলিতে লাগিল—এদিনে মহল দুই তিন বৎসর বাকি পড়াতে লাট-দক্ষি হইল সুতরাং বিষয় রক্ষার্থে গিরিব লিখিয়া দিয়া বাবুরাম বাবু দেনা করিয়া সরকারের মালগুজারি দাখিল করিতেন।

এক্ষণে মতিলাল দলবল নচিত মহলে আসিয়া অবস্থিতি করিল। তাহার মানস এই যে ভালুক থেকে কসে টাকা আদায় করিয়া দেনা টেনা পরিশোধ করিয়া সাবেক ঠাট বজায় রাখিবক। বাবু জমিদারি কাগজ কখন দৃষ্টি করেন নাই, কাছাকে বলে চিঠি, কাছাকে বলে গোসোয়ারা, কাছাকে বলে জমাওয়ালিল বাকি কিছুই বোধ নাই। নায়েব বলে—হজুর! একবার লতা গণনান দেখুন—বাবু কাগজের লতা উপর দৃষ্টি না করিয়া কাছারি বাটীর তরুলতায় দিগে ফেলহ করিয়া দেখেন। নায়েব বলে—মহাশয়! এক্ষণে পাঁজি আর্ধ্যাং খোদকস্তা প্রজা এত ও পাঠকস্তা এত। বাবু বলেহ আমি খোদকস্তা পাইকস্তা শুন্তে চাই না—আমি সব এক-কস্তা করিব। বড় বাবু ডিহির কাচারিতে আসিয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া যাবতীয় প্রজা একেবারে ধেয়ে আইল ও

ধনে করিল বদলাইত মোড় বেটা গিয়াছে বন্ধি এত দিনের পর  
 আমাদিগের কপাল করিল। এট কারণে আজ্ঞাদিত হিতে  
 ও সহাস্য বদনে কুম্ভচুলো শুধনোপেটা ও তলাখান্দি প্রকারা  
 মিকটে আসিয়া সেলামি দিয়া “রবরান” ও “স্যালাম”  
 করিতে লাগিল। মতিলাল ঝনাঝন শব্দে স্বক্ব হইয়া  
 লিকৎ করিয়া হাসিতেছেন। বাবুকে খসি দেখিয়া প্রজ্ঞাপী  
 দাদখাই করিতে আবয়ু করিল। কেহ বলে অমুক আমার  
 জমির আন ভাঙ্গিয়া লাগলে চমিয়াছে—কেহ বলে অমুক  
 আমার খোজু গাছে ভাড় বাপিয় বস চুরি করিয়াছে—কেহ  
 বলে অমুক খানার বাগানে গক ছাড়িয়া দিয়া তচনচ কপি-  
 য়াছে—কেহ বলে অমুকের হাঁস আমার ধান খাইয়াছে—  
 কেহ বলে আমি আজ তিন বছর কবজ পাই ন—কেহ বলে  
 আমি খেতের টাক আদায় করিয়াছি, আমার খত ফোত দেও,  
 কেহ বলে আমি বাবলা গাছটি কোট বিক্রি করিয়া ঘরখানি  
 লারাইব—আমাকে চৌট মাক করিতে ছকন হউক—কেহ  
 বলে আমার জমির খারিজ দাখিল হয় নাই আমি তার  
 সেলামি দিতে পারিব না—কেহ বলে আমার জোতের জমি  
 হাল জরিপে কম হইয়াছে—আমার খাজানা মুসমা দেও  
 জানা হয় তো পরতাল করে দেখ। মতিলাল এসকল  
 কথাই বিম্বু বিসর্গ না বৃষ্টিয়া চিত্র পুস্তিকার ন্যায় বসিয়া  
 থাকিলেন। সন্নি বাবুরা দুই একটা অনখা শব্দ জইয়া রক্ত  
 করত খিলং হাসিয়া কাচারি বাটী ছেহে দিতে লাগিল ও মধ্যে  
 “উড়ে যায় পাখী তার পাখা গুণি” গান করিতে। নায়েব  
 একেবারে কাষ্ঠ, প্রকারা ম খায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।  
 যেখানে মনিব চৌকস, সেখানে চাকরের কারিকুরি বড়  
 চলে না। নায়েব মতিলালকে গোমর্থ দেখিয়া নিতমুর্ক্তি  
 ক্রমে প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেক মামনা উপস্থিত  
 হইল, বাবু তাহার তিতর কিছুই প্রবেশ করিতে পারিলেন  
 না, নায়েব তাহার চক্ষে ধূলা দিয়া আপন ইচ্ছা করি-  
 য়াছিল আর প্রকারা ও জামিল যে বাবুর মহিত দেখা করা  
 কেবল অরণ্যে রোদন কর—নায়েবই সর্বময় কর্তা।

যশোহরে নীলকরের জন্ম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বসিতে উচ্চ ক্রমের কারণে ধান্যান্ধি বোধমাতে মূর্খিক লাভ, আর মিনি নীলকরের কঠিতে যত্নের একবার দানন লইয়াছেন নাহাৎ দক্ষ একেবারে রক্ষা হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করিয়া দাননের টাকার পরিশোধ করে সটে কিছু হিসাবেও ছুৎ বৎসরও বৃদ্ধি হয় ও কঠেনের সময় এক অন্যান্য কাপ দাননের পেট অল্প পুরে না। এই জন্য যে প্রজা একবার নীলকরের দাননের সুব্যবস্থ পান করিয়াছে সে আর প্রাণপণে কঠিব মপো হইতে চার না কিছু নীলকরের নীল না টেয়ার হইলে ভারি বিপত্তি। সহস্রের কলিকাতার কোম না কোন মৌদগরের বসী হইতে টাকা নষ্ট হইয়া হইয়াছে এককো মদ্যপী নীল টেয়ার না হয় তবে নষ্ট বৃদ্ধ হইবে ও পরে কঠি উদ্ভিদ গেলেও যাইতে পারিবে। অপর যে সকল ইংরাজ কঠিব কর্মকাঙ্ক্ষ দেখে তাহারা বিলাতে অতি সমান্য লোক কিং কঠিতে শাজাদার গলে চলে—কঠিব কঠোর ব্যাঘাত হইলে তাহাদিগের এই ভয় যে পাছে তাহাদিগের আবার ইঞ্জব হইতে হয়। এই কারণে নীল টেয়ার করণার্থ তাহারা সর্ক প্রকারে লক্ষ্যেতাৎবে সকল সময়ে যত্নবান হয়।

মতিলাল সঙ্গিগণকে লইয়া হো তা করিতেছেন—নায়েব নীকে চসমা দিয় দপ্তর খুঁয়া লিখিতেছে ও চুনো বুলাইতেছে এমত সময় কয়েক জন প্রজা দৌড়ে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—মোশাই গো! কঠেন বেটা মোদের সর্কনাশ করলে—বেটা সরে জমিতে আপনি এসে মোদের সুননি কমির উপর তাৎকাল দিতেছে ও হাণি পৌক সব ছিনিয়ে নিরেছে—মোশাই গো! বেট কি কনমি নই করলে। শাজা মোদের পাকা ধানে মট দিলে। নায়েব অননি পতাখি পাকসিক জড় করিয়া তাড়া তাড়ি আসিয়া দেখে কঠেন এক গোলমার টুপি নাথায় মুখে চুরট হাতে বন্দুক বাড়ী হইয়া হাঁকীহাঁকি করিতেছে। নায়েব নিকটে যাইয়া বেঁও করিয়া হুই একটা কথা বলিল, কঠেন হাঁকায় বেঁও মারঃ হুকুম দিস! অননি হুই পকের লোক লাঠি চুলাইতে লাগিল—

কঠোর আপনি ভেঙে এসে গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম করিল।  
 নায়েব লরে-খিয়া একটা রাংচিভের নেড়ার পার্শ্বে লকাইল।  
 অনেক কাল সারামারি লাঠা লাঠা হইলে পর অমিদারের  
 লেংগে ভেগে গেল ও কয়েক জন ঘায়েল হইল। কঠোর  
 আপন বল প্রকাশ করিয়া ডেং ডেং করিয়া কঠীতে চলে গেল  
 ও দাদখায়ি প্রজারা বটীতে আসিয়া “কি সঙ্কনাশ কি সঙ্ক-  
 নাশ” বলিয়া কঁাদিতে লাগিল।

নীলকর নাহেব দাফা করিয়া কঠীতে যাইয়া বিলাতি  
 পানি ফটান করিয়া বা ও দিয়া খাইয় শিশ দিবে “তাফা  
 বতাকা” খান করিতে লাগিলেন—কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে  
 খেলা করিতেছে, তিনি মনে জানেন তাহাকে কাব কর  
 বড় কঠিন, নেভিফেট ও জজ তাঁহার ঘরে সর্বদা আসিয়া  
 খানা খান ও তাঁহা দগের সহিত সহবাস করিতে পুলিশের  
 ও আদালতের লোক তাঁহাকে যম দেখে তার যদিও তদারক  
 হয় তবু খুন মকদামায় বাহির জেলায় তাঁহার বিচার হইতে  
 পারিবেক না। কালা লোক খুন অথবা অন্য প্রকার গুরু-  
 তর হোর করিলে মফসল আদালতে তাহাদিগের সদাঃ  
 বিচার হইয়া সাজা হয়—গোরা লোক ঐ সকল দোষ করিলে  
 সপরেম কোটে চালান হয় তাহাতে গাফি অথবা টেকরা-  
 দিয়া রায় রেশ ও বক্ষণতি জন্য নাচার হইয়া অস্পষ্ট হয়  
 সুতরাং বড় আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মোকদমা বিচার  
 হইলেও কেবো যায়।

নীলকর যা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। পদিন  
 প্রাতে যারোগা আসিয়া অমিদারের কাছারি ঘরিয়া  
 ফেলিল। দুবল হওয়া বড় আপদ—সবল ব্যক্তির নিকট  
 কেহই এখুন্ডে পারেনা। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া  
 ঘরের ভিতর বাইরা দ্বার বন্ধ করিল। নাহেব সম্মুখে  
 আসিয়া মোটমাট চুজি করিয়া অনেকের বাধন খুলিয়া  
 দেওয়াইল। দারগাহ বড়ই সোরসহাবত করিতে ছিল  
 টাকা পাইবা মাজে বেন আগরে জল পড়িল। পুস্তে  
 জরাজক করিয়া যারোগা নেভিফেটের নিকট হুপি  
 বাহাইয়া রিপোর্ট করিল—একিগে মোত ওদিবে তর

নীলকর-স্বামী নামে প্রকারে জোগাড়ে ব্যস্ত হইল ও মেজিষ্ট্রেটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে নীলকর ইংরাজ, খ্রীষ্টিয়ান—মন্দ কার্য কখনই করিবে না— কেবল কাল লোকে যাবতীয় দুষ্কর্ম করে। এই অবকাশে শেরাঙ্গাদার উপেশকার নীলকরের নিকট হইতে কেহাদা খুস লইয়া তাহার বিপক্ষীয় জামানবন্দি চালিয়া সলকীর কথা সকল পাড়িতে আরম্ভ করিল ও ক্রমশঃ ছুঁচ চালাইতে বেটে চালাইতে লাগিল। এই অবকাশে নীলকর বক্তৃতা করিল—আমি এ স্থানে আসিয়া বাঙ্গালিগণের নামা প্রকার উপকার করিতেছি—আমি 'তাগানিগের লেখা পড়ার ও শুষক পত্রের জন্য বিশেষ ব্যয় করিতেছি—অবশ্য আমার উপর এই ভরমভ? বাঙ্গালিরা বড় বেইমান ও দ'গাবাজ! মেজিষ্ট্রেট এই সকল কথা শুনিয়া টিফিন করিতে গেলেন। টিফিনেরপর খুব চুবচুরে মধুপান করিয়া চুষ্ট খাইতে আসালতে আঠিলেন—সকল্যামা পেশ হইলে নাহেব কাগজ পত্রকে বাধ দেখিয়া সেরেস্তাদানকে একেবারে বলিলেন—“এ মামেলা ডিসমিস ক” এই হুকমে নীলকরের মুকটা একেশ্বারে ফলিয়া উঠিল, নায়েবের প্রতি তিনি কটমট করিয়া দেখিতে লাগিলেন। নায়েব অধোবদনে চিকুতে ভুঁড়ি নাড়িতে বলিতে চলিলেন—বাঙ্গালিদের জমিদারি রাখা ভার হইল—নীলকর বেটাদের জলমে মুষ্কখাক হইয়া গেল—প্রজারা 'তয়ে 'স্বাহি' করিতেছে। বাকিমরা স্বস্বাতির অশুরোধে তাহাদিগের বন্দী হইয়া পড়ে আর আইনের যেরূপ গতিক তাহাতে নীলকরদের পলাইবার পথও বিলক্ষণ আছে। লোকে সঙ্গে জমিদারের দৌরাত্ম্য প্রকার প্রাণপেল—এটি বড় ক্ষুব্ধ! জমিদারেরা জরাম করে বটে কিন্তু প্রজাকে ওতরে বজার রেখে করে, প্রজা জমিদারের বেগুন, কেত। নীলকর-সে সকলে কলো ন—প্রকা মরুক বা বাঁচক তাহাতে তাহার কড়কলে যায় না—দীনের চাস বেড়ে খেলেই সব হইল—প্রজা, নীলকরের একেই হুলস্থলত।

২৬ ঠকচাচার বেনিগারদে নিজস্ব স্বাক্ষর আপন কথা আপন  
নিই ব্যক্ত করণ, পুলিশে বাজারাম ও বটলরের সহিত  
লাকাং, মফোদিমা বড় আদালতে চালান, ঠকচাচার  
কেন্দ্রে কয়েদ, কেন্দ্রেতে তাহার সহিত অন্যান্য কয়েদির  
কথাবার্তা ও তাহার খাবার অপহরণ।

মনের মধ্যে তম্বু ও ভাবনা প্রবেশ করিলে নিজস্ব স্বাক্ষর  
হর না। ঠকচাচার বেনিগারদে অতিশয় অস্থির হইলেন,  
একখানি কয়লের উপর পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে  
লাগিলেন। উঠিয়া এক২ বার দেখেন রাত্রি কত আছে।  
পাঞ্জির শব্দ শ্রবণে মনুষ্যের স্বর শুনিলে বোধ করেন এই-  
বার যথি প্রেতাভ হইল। এক২ বার খড়মড়িয়া উঠিয়া সি-  
পাইনিগকে জিজ্ঞাসা করেন—“ভাই! রাত কেতনা  
হইয়াছে”—তাহার বিবরণ হইয়া বলে, “আরে কামান  
লাগনেরো ঘো তিন ঘণ্টা দের চেয়ে আব জোট রহে  
লাহে—কয়লি দেক করতে গো” ঠকচাচার ইহা শুনিয়া  
কয়লের উপর গড়াগড়ি দেন। তাহার মনে নানা কথা  
মনানা ভাব—নানা উপায় উদয় হয়। কখনো—ভাবেন  
—আমি চিরকালটা কুয়াচুরি ও কেরেবি মতলবে কেন কিরি-  
লাম—তাহার কল্পিতবে টাকা কড়ি রোকগার হইয়াছিল  
তাহা কোয়ারী কী প্তারের কড়ি হাতে থাকেনা, লাভের মধ্যে  
এই দেখিলে মন কখন কিরিতাচ্ছি তখন ধরা পড়িবার তয়ে  
রাজে খুলাই নাই—লাকাই আউলে থাকিতাম—গাছের  
পাতায় লাকলে বোধ হইত যেন রুকেছ ধরিতে আসিতেছে।  
আমার হামকে কলক খোদাবকস আমাকে। এপ্রকার  
কেরেভার চলিতে পারহঃ মানা করিতেন—তিনি বলিতেন  
চালবাস অথবা কোস কলকস বা চাকুরির করিতা গকরিত  
করা ভাল, নিজ পথো থাকিলে আর নাই—তাহাকে কল  
ও মন হুই ভাল কারে। এই কল চসিয়াই খোদাবকস  
সুখে আছেন। আর! আমি তাহার কথা কেন শুনিব

না। কখনও তাবেন উপস্থিত বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইব? উকিল কোন্স্থলি না ধরিলে নয়—প্রমাণ না হইলে আমার মাজা হইতে পারে না—জাল কোন্ স্থানে হয় ও কে করে তাহা কেনন করিয়া প্রকাশ হইবে? এইরূপ নানা প্রকার কথা তোলপাড় করিতে তোর হয়? এমত সময়ে প্রাপ্তি বশতঃ ঠকচাচার নিদ্রা হইল, তাহাতে আপন দারুণ সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখিতে সুমের ঘোরে বকিতে লাগিলেন—“ বাছল্য! তুলি কলম ও কল যেন কেহ দেখিতে পায় না—শিয়ালদর বাড়ীর তলায়ের ভিতর আছে—বেস আছে—খবরদার তুলিও না—তুনি জলদি করিদপয়ে পেলিয়া যাপ্ত—মুঠ খামাস হয়ে তোমার সাত যোলাকিত করবো”। প্রভাত হইয়াছে—সূর্য্যের আভা কিলির্নিলি দিয়া ঠকচাচার দাড়ির উপর পড়িয়াছে। বেনিগারদের জমানার তাহার নিকট দাঁড়াইয়া ঐ সকল কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—“ বদ্ভাত! আবতলক শেয়া হয়ে—উঠ, তোম আপনা বাত আপ জাহের কিয়া” ঠকচাচা অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া চকে নাকে ও দাড়িতে ছাত বলাতে তসবি পড়িতে লাগিলেন। জমানারের প্রতি একই বার নিটনিট করিয়া দেখেন—একই বার চক্ মুদিত করেন। জমানার তুকুটি করিয়া বলিল—তোমতো ধরমকা ছালা লে করকে বয়ঠা হেঁয় আর শেয়ালদাকে তলায়সে কল ওল নেকাল-নেসে তেরি ধরম আওরভী জাহের হোগি” ঠকচাচা এই কথা শুনিবানাত্রে কদলী বন্ধের ন্যায় ঠকই করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ও বলিলেন—বাধা! মেরি বাইকো বহুত জোর হুয়া এস সববসে হান নিদ জানেসে জটগুট বড়াহুঁ। “তালি ও বাত পিছ বোয়া জাওঙ্গি,—আব তৈয়ার হোও,” ইহা বলিয়া জমানার চলিয়া গেল।

এ দিগে দশটা ডংডং করিয়া বাজিল, অমনি পুলিসের লোকেরা ঠকচাচা ও আন্যান্য অসামিদিগকে লইয়া হাজির করিল। ঠকচাচা না বাজিতে বাজারসে বাবু বটলর

২৩ ঠকচাচার বেনিগারদে নিজাববাক্ষি আপন কথা আক  
 নিই ব্যক্তি করত, পুলিশে বাঞ্ছারাম ও বটলরের সহিত  
 লাকাত, মকোদমা বড় আদালতে চালান, ঠকচাচার  
 জেলে করেন, জেলেতে তাহার সহিত অন্যান্য কয়েদির  
 কথাবার্ত্ত ও তাহার খাবার অপহরণ।

বনের মধ্যে তখন প্রবেশ করিলে নিজাববাক্ষি আপন  
 হর না। ঠকচাচার বেনিগারদে অতিশয় অস্থির হইলেন,  
 একখান কয়লের উপর পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে  
 লাগিলেন। উঠিয়া একই বার দেখেন রাত্রি কত আছে।  
 গাড়ির শব্দ শুধবা মনুষ্যের স্বর শুনিলে বোধ করেন এই-  
 বার যুক্তি প্রত্যাহ হইল। একই বার খড়মড়িয়া উঠিয়া সি-  
 পাইলিগকে প্রিজ্ঞাসা করেন—“ভাই! রাত কেতনা  
 ছয়টা?”—তাহারা বিরক্ত হইয়া বলে, “আরে কামান  
 দাগলে কো ঘো তিন ঘণ্টা দেয় হয় আব লোট রহো  
 কাহে চরখড়ি দেখ করতে হো” ঠকচাচার ইয়া শুনিয়া  
 কয়লের উপর গড়াগড়ি দেন। তাহার মনোমানা কথা  
 —বানা ভাব—নালা উপায় উদয় হয়। কখনো—ভাবেন  
 —আমি চিরকালটা কুম্বাচুরি ও কেরেবি মতলবে কেন কিরি-  
 লাম—তাহার কল্পিত যে টাকা কড়ি রোকগার হইয়া ছল  
 তাহা কোরায় কে পুণ্ডের কড়ি হাতে থাকেনা, লাভের মধ্যে  
 এই দেখি কখনো মন্দ কথা করিবারি তখন খরা পড়িবার তয়ে  
 রাহে বুলাই নাই—মাল্যই আতঙ্কে থাকিতাম—নাহের  
 পাজা নাহিলে বোধ হইত যেন কেহ খরিতে আনিতহে  
 আবার হামকেলক খোদাবকস আমাকে এপ্রকার  
 কেরেতার চলিতে পারহে বানা করিতেন—তিনি বলিতেন  
 চানবাস অথবা কোল কেরেবা বা চাকুরি করিয়া গরুর  
 করা ভাল, সিদ্ধ পথে থাকিলে দার নাই—তাহাকে কুম্ব  
 ও মন দুই ভাল থাকে। এইরূপে চিসিয়াই খোদাবকস  
 সবে আছেন। হায়! আমি তাহার কথা কেন শুনিয়া

না। কখনও ভাবেন উপস্থিত বিপদ হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইব? উকিল কোন্‌স্থলি না ধরিলে নয়—প্রমাণ না হইলে আমার সাজা হইতে পারে না—জাল কোন্‌খানে হয় ও কে করে তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ হইবে? এইরূপ নানা প্রকার কথাই তোলপাড় করিতেই তোর হয়—এমত সময়ে প্রাপ্তি বশতঃ ঠকচাচার নিদ্রা হইল, তাহাতে আপনি দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখিতেই ঘুমের ঘোরে বকিতে লাগিলেন—“বাহুল্য! তুলি কলম ও কল যেন কেহ দেখিতে পায় না—শিয়ালদর বাড়ীর তলায়েব ভিতর আছে—বেস আছে—খবরদার তুলিও না—তুলি জলদি ফরিদপুরে পেলিয়া যাও—মুঠ খামাস তয়ো তোমার সাত মোলাকিত করুবো”। প্রভাত হইয়াছে—সূর্য্যের আভা বিলিমিলি দিয়া ঠকচাচার নাড়ির উপর পড়িয়াছে। বেনিগারদের জমানার তাহার নিকট দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—“বদজাত! আবতলক শেয়া হেয়—উঠ, তোম আপনা বাত আপু জাহের কিয়া” ঠকচাচা অননি খড়মড়িয়া উঠিয়া চকে নাকে ও দাড়িতে হাত বণাওতেই ভসবি পড়িতে লাগিলেন। জমানাদের প্রতি একই বার নিটনিট করিয়া দেখেন—একই বার চক্ষ মুদিত করেন। জমানার ভুকুটি করিয়া বলিল—তোমতো ধরমকা ছালা গে করকে বয়ঠা হেঁয় আর শেয়ালদাকে। তলায়েসে কল ওল নেকাল-নেসে তেরি ধরম আঁওরভী জাহের হোগি” ঠকচাচা এই কথা শুনিবানাত্রে কদলী বৃক্ষের ন্যায় ঠকই করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ও বলিলেন—বাবা! মেরি বাউকো বয়ত জোর ছয়া এস সববসে হাম নিদ জানেসে জটগুট বড় হুঁ। “ভালা ও বাত পিছ বোকা জাওঁজি,—আঁব তৈয়ার গোও,” ইহা বলিয়া জমানাদেব চলিয়া গেল।

এ দিগে দশটা ডাঙা করিয়া বাজিস, অননি পুলিসের লোকেরা ঠকচাচা ও জমানাদেব অসামিগিকেলইয়া হাজির করিল। দশটা না বাজিতেই বাজনার ম বাবু বটলর

সাহেবকে লইয়া পুলিশে ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন  
 ভাগ্নেয় ভাবিতেছিলেন—ঠকচাচাকে এ যাত্রা রক্ষা করিলে  
 তাহার দ্বারা অনেক কষ্ট পাওয়া যাইবে—লোকটা খলভে  
 করিতে, লিখিতে পড়িতে, ষোড় আসিতে, কাজে কর্মে, নান্দলা  
 মোকদ্দমায়, দতদব মসলতে, বড় উপযুক্ত, কিন্তু আমার  
 হৃদে এ পেসা—টাকা না পাইলে কিছুই ত্বরিত হইতে পারে  
 না। ঘরের খেয়ে বনের মইষ তাড়াইতে পারি না, আর  
 নাচতে বসেছি খোনটাই বা কেন? ঠকচাচাও তো অনে-  
 কের মাথা খেয়েছেন তবে গুর নাথা খেতে দোষ কি? কিন্তু  
 কাকের মাংস খাইতে গেলে বড় কৌশল চাই। বটলর  
 সাহেব বাগ্গারামকে অনানন্দ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল  
 বেনসা! তোম কিয়া ভাবতা? বাগ্গারাম উত্তর করিলেন  
 —রস সাহেব! ছান, রুপেয়া যে স্তরভসে ঘরান চোকে  
 ওই ভাবতা! বটলর সাহেব একটু অস্তরে গিয়া বলি-  
 লেন—“আস্‌না—বহুত আস্‌ন।”

ঠকচাচাকে দেখিবামাত্র বাগ্গারাম দৌড়ে গিয়া তা-  
 হার হাত ধরিয়া চোক দুটা পাল্পে করিয়া বলিলেন—একি?  
 কাল কুসংবাদ শুনিয়া সমস্ত রাত্রিটা বসিয়া কাটাউয়াছি, এক  
 বারও চক্ষু মুজি নাই—ভোর হতে না হতে পূজা আফ্রিক  
 অননি কলতোলা রকনে সেরে সাহেবকে লইয়া আসিতেছি।  
 কি কি? একি ছেলের হাতের পিটে? পুরুষের দল দলা,  
 আর বড় সাহেবই বড় লাগে। কিন্তু এক কিস্তি টাকা না  
 হইলে তদ্বিরাত কিছুই হইতে পারে না—সঙ্গে না থাকে তো  
 ঠকচাচায় ছুই এক খানা ভারি রকন গহনা আনাহিলে কর্ম  
 চলতে পারে। একগে তুনিতো বাঁচ তার পরে গহনা টহনা  
 সব হবে। বিপদে পড়িলে সৃষ্টির হইয়া বিবেচনা করা কড়  
 কচিন, ঠকচাচা তৎক্ষণে আপন পত্নীকে এক পত্র লিখিয়া  
 দিলেন এই পত্র লইয়া বাগ্গারাম বটলর সাহেবের সতি  
 সতিপাত পৃথক চোক টিখিয়া ইষদ হাস্য করিতে লাগিল।  
 নরকারের হাতে দিলেন এবং বলিলেন তুনি তা করিয়া

বৈদ্যবাটী যাইয়া ঠকচাচার নিকট হইতে কিছু ভাঙ্গি  
রকম গহনা আনিয়া এখানে অথবা আফিসে দেখতেই  
আইস, দেখিও গহনা খুব সাবধান করিয়া আনিও, বিক্রয় না  
হয়, যাবে আর আনিবে,—যেন এইখানে আছ। সরকার  
কনট হইয়া বড়িল—নহাশয়! মুখের কথা, অমনি বঙ্কলেই  
হইল? কোথায় কলিকাতা—কোথায় বৈদ্যবাটী—আর  
ঠকচাচারি বা কোথায়? আনাকে অঙ্ককারে ডেখা নারিয়া  
বেড়াইতে হইবে, এক মটা খাওয়া দূরে থাকুক এখনও এক  
ঘাট জল সাথায় দিই নাই—আজ কিরে কেমন করিয়া  
আসতে পারি? বাঙ্গোরাম অমনি বেগে বেগে শুনকে  
উচিয়া বললেন,—ছোট লোক এক জাতই সত্যস্বর, এরা ভাল  
কথার কেউ নয়, নাতি বেঁটা না হলে জল হয় না। লোকে  
তল্লাস করিয়া দিল্লী বাইতেছে, তুমি বৈদ্যবাটী  
গিয়া একটা কৰ্ম্ম নিকেশ করিয়া আসতে পার না! মাকব  
হইলে ইসারায় কন্ম বুঝে—তোর চোকে আঙ্গুল দিয়া  
বল্লুম তাতেও হোস হইল না? সরকার অধোমুখে  
না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া বেটৌ ঘোড়ার ন্যায়  
টিকুতে চলিল ও আপনা আপনি দলিতে লাগিল—ভুখি  
লোকের মানই বা কি আর অপমানই বা কি? পেটের  
জনো সকলই সহিতে হয়। কিন্তু ছেন দিন কবে হবে যে ইনি  
ঠকচাচার মত ফাদে পড়বেন। আনার দোকা উনি অনেক  
লোকের গলায় ছুরি দিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটে  
মাটি চাটি করিয়াছেন—অনেক লোকের ভিটার ঘর চর ই-  
য়াছেন। বাবা! অনেক উকিলের মুহুন্দি দেখিয়াছি বেটে  
কিন্তু ওঁর জুড়ি নাই। রকমটা—ভাজেন পটোল, বলেম  
কিলা, যেখানে ছুঁচ চলে না সেখানে বেটে চালান। এদিকে  
পূজা আহিক দোল দুগেৎসন ব্রাহ্মণ ভোজন ও ইকনিষ্ঠাও  
আছে। এমন হিন্দুয়ানির মুখে ছাই—আগা গোড়া  
হারামজাঙ্কি ও বদ্ভাতি!

এখানে ঠকচাচা বাঙ্গোরাম ও বটলর বসিয়া আজেন  
মক্কাবা আর ডাক হয় না। যত বিলম্ব হইতেছে তত ধঙ্ক-

কুড়ানি বৃদ্ধি হইতেছে। পাঁচটা বাজে২ এমন সময়ে ঠকচাচাকে নাভিফেটের সম্মুখে লইয়া খাড়া করিয়া দিল। ঠকচাচা গিয়া সেখানে দেখেন যে শিয়ালদর পুঙ্করিণী হঠতে কাল করিবার কল ও তথাকার ছুই এক জন গাওয়া আনীত হইয়াছে। নোকদ্দামা তদারক হওনানন্তর মেজিফেট ছকুম দিলেন যে এ নানলা বড় আদালতে চালান হউক, আসানির জামিন লওয়া যাইতে পারা যায় না সুতরাং তাহাকে বড় জেলে কয়েদ থাকিতে হইবে।

মেজিফেটের ছকুম হইবা মাত্র বাঞ্জারাম ভেড়ে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন—ভয় কি? একি ছেনের হাতের পিটে? এতো জানাই আছে যে নোকদ্দামা বড় আদালতে হবে—আনরাও তাইতো চাই। ঠকচাচার মুখখানি ভাবনায় একেবারে শুকিয়ামেল। পেয়াদারা হাত ধরিয়া হুড়ং করিয়া নীচে টানিয়া আনিয়া জেলে চালান করিয়া দিল। চাচা টংসং করিয়া চলিয়াছেন—মুখে বাক্য নাই—চক্ষু তুলিয়া দেখেন না, পাছে কাহারো সহিত দেখা হয়—পাছে কেহ পরিহাস করে। সজ্জা হইয়াছে এমন সময়ে ঠকচাচা শ্রীঘরে পদার্পণ করিলেন। বড় জেলেতে বাহারা দেনার জন্য অথবা দেওয়ানি নকদ্দমা ঘটিত কয়েদ হয় তাহারা একদিনে থাকে ও বাহারা ফৌজদারি নাহুল্য হেতু কয়েদ হয় তাহারা অন্য দিনে থাকে। ঐ সকল আসানির বিচার হইলে হয়তো তাহাদিগের ঐ স্থানে মিগাদ খাটিতে হয় নয়তো হরিং বাটীতে সুর্কি কুটিতে হয় অথবা তাহাদিগের জিঞ্জির বা ফাঁসি হয়। ঠকচাচাকে ফৌজদারি জেলে থাকিতে হইল, তিনি ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে যাবতীয় কয়েদি আসিয়া ঘেরিয়া বসিল। ঠকচাচা কট মট করিয়া সকলকে দেখিতে লাগিলেন—একজন আলাপীও দেখিতে পান না। কয়েদিরা বলিল, মুনসিজি! —মেথ কি? তোদারও যে দশা আমাদেরও হুইই পশা, এখন আইস মিলে যুলে থাকা যাউক। ঠকচাচা বলিলেন—হাঁ বাবা! হুই না হক আপদে পড়েছি—মুই থাই নেঃ

ছুই নে, যোর কেবল নসিবের ফের। ছুই এক জন প্রাচীন কয়েদি বলিল—হাঁ তা বই কি! অনেকই মিথ্যা দায়ে গজে যায়। একজন মথফোড় কয়েদি বলিয়া উঠিল—তোমার দায় মিথ্যা আনাদের বসি সভা? আ! বেটা কি সাওখোড়ও সরকারজ?—ওহে ভাইমকল সাবখা—এ দেড়ে বেটা বড় বিটকিলে লোক। ঠকচাচা অননি নরম হইয়া আপনাকে খাট করিলেন কিন্তু তাঁহার ঐ কথা লইয়া অনেকে ক্ষণ কাল ওর্ক বিতর্ক করিতে বাস্ত তউল। লোকের সভাবই এই, কোন কথা না থাকিলে একটু সূত্র ধরিয়া ফালতো কথা লইয়া গোলমাল করে।

জেনের চারি দিগ বন্ধ হইল—কএদিরা আহাির করিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছে ইত্যাসবে ঠকচাচা এক প্রায়-লাগে বসিয়া কাপড়ে বাঁধ মিঠাই খুঁকিয়া মুখে ফেলিতে যান অমনি পেচনদিগ থেকে বেটা ছুই মিশ কাল করিদি গৌণ চুল ও ভুরুশাদ, চোক লাল, হাঙ্গা হাঙ্গা, শব্দে নিকট হান্য করত মিঠাইয়ের চোখাটি সট করিয়া কাড়িয়া লইল এবং দেখাইয়া উপর করিয়া খাইয়া ফেলিল। মধ্যে চর্বণ কালীন ঠকচাচার মুখের নিকট মুখ আনিয়া হিঁচি করিয়া হাসিতে লাগিল। ঠকচাচা একেবারে অবাক—আস্তেহ নাজুরির উপর গিয়া স্ফুড় করিয়া শইয়া পড়িলেন, যেন কিলখেয়ে কিল চুরি, এই ভাবে থাকিলেন।

২৭ বানার প্রজার বিবরণ, বাছলোর বৃত্তান্ত ও গ্রেপ্তারি, গাড়ি চাপা লোকের প্রতি বরদা বাবুর সভতা, বড়আদালতের ফৌজদারি নকদানা করণের ধারা, বাঙ্গারামের দৌড়াদৌড়ি, ঠকচাচা ও বাছলোকুর বিচার ও সাজার ছন্দ।

বাগাতে খানকাটা আরম্ভ হইয়াছে, সান্তি সাঁই করিয়া চলিয়াছে—চারি দিগ জলময়—মধ্যে চৌকি দিবার উৎস

কিছু প্রার্থার নিস্তার নাই—এদিকে মহাজন ওদিকে জনি-  
 কারের পাইক। যদি বিকি ভাল হয় তবে ভাঙ্গামিগের দুই  
 বেলা দুই মঠা আহার চলিতে পারে নতুবা নাছটা শাকটা ও  
 জনখাটা ভরি। ডেঙ্গাতে কেবল হৈমন্তি বনন হয়—আউশ  
 প্রায় বাঢ়াতেই জয়ে। বঙ্গদেশে খান্য অনায়াসে উৎপন্ন  
 হয় খটে কিছু হাজা শুকা পোকা কাঁকড়া ও কার্তিকে ঝড়ে  
 কসনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয় আর খান্যের পাউটও আছে,  
 তদারক না করিলে কলা ধরিতে পারে। বাহুল্য প্রাতঃকালে  
 আপন জোতের জমি তদারক করিয়া বাটীর দাওয়াতে বসিয়া  
 ভাগ্যুক খাইতেছেন, সম্মুখে একটা কাগজের দপ্তর, নিকটে  
 দুই চারি জন হারামজাদা প্রজা ও আদালতের লোক  
 বসিয়া আছে—হাকিমের আইনেরও নামনার কথাবার্তা হই-  
 তেছে ও কেহ নুতন দস্তাবেজ তৈয়ার ও সাক্ষী তালিম  
 করিবার ইশারা করিতেছে—কেহ টাকা টেকথেকে খুলিয়া  
 দিতেছে ও আপন মতলব হাশিল জন্য নানা প্রকার স্তুতি  
 করিতেছে। বাহুল্য কিছু যেন অন্যান্যনক্ষ—এদিকে ওদিকে  
 দেখিতেছেন—এক বার আপন কুবানকে ফাল্তো করমাটশ  
 করিতেছেন “ওবে ঐ কচুর ডগাটা মাচার উপর তুলে দে,  
 ঐ খেড়ের আটিটা বিছিয়ে ধপে দে,” ও এক বার  
 ছন্দহমে ভাবে চারিদিকে দেখিতেছেন। নিকটস্থ এক  
 ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—মৌলবি সাহেব! ঠকচাচার  
 কিছু মন্দ খবর শুনিতে পাঠি—কোন পেন্ট নাই তো?  
 বাহুল্য কথা ভাবিতে চান না, দাড়ি নেড়ে হাততুলে  
 অতি বিজ্ঞরূপে বলিতেছেন—মরদের উপর হরেক আপদ  
 গেলে, তার ডর করলে চলবে কেন? অন্য একজন  
 বলিতেছে—এতো কথাই আছে কিছু সে ব্যক্তি নারৈহা,  
 আপন বুদ্ধির জোরে বিপদ থেকে উদ্ধার হইবো সে বাহা,  
 হউক আপনার উপর কোন দায় না পড়িলে আমরা  
 বাঁচি—এই ডেঙ্গাভবানীপুরে আপনি বই আমাদের  
 সহায় সম্পত্তি আর নাই—আমাদের বল বলন বুদ্ধি বলন  
 মঙ্গলই আপনি। আপনি না থাকিলে আমাদের এখান

হইতে বাস উঠাইতে হইত। তাণ্ডে আপনি আমাকে  
 কয়েক খানা কবজ বানিয়ে দিয়াছিলেন তাই জমিদার  
 বেটাকে জব্দ করিয়াছি, আমার উপর সেই অবাধ কিছু  
 দৌরাত্ম্য করে না—সে ভাল জানে যে আপনি আমার  
 পাল্লায় আছেন। বাহুল্য আত্মদে গুড়গুড়িটা ভড়ু করিয়া  
 চোক মুখ দিয়া ধূয়া নির্গত করত একটু মুছু হাস্য করিলেন।  
 অন্য একজন বলিল মফঃসলে জমি জমা শিরে সহিতে পেলেন  
 জমিদার ও নালকরকে জব্দ করার জন্য দুই উপায় আছে  
 —প্রথমতঃ মৌলুপি সাহেবের মতন লোকের আশ্রয় লওয়া  
 —দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টিয়ান হওয়া। আমি দেখিয়াছি অনেক  
 প্রজা, পাদরিব দোহাই দিয়া মোকুলের যাঁড়ের ন্যায়  
 বেড়ায়। পাদরি সাহেব কর্জিতে বল সহিতে বল  
 সুপারিসে বল “তই লোকদের” সর্বদা রক্ষা করেন।  
 সকল প্রজা যে মনের সহিত খৃষ্টিয়ান হয় তা নয় কিন্তু যে  
 পাদরিব মণ্ডলীতে যায় সে নানা উপকার পায়। মাল  
 মকদমা পাদরিব চিঠিতে বড় বর্ধে লাগে। বাহুল্য  
 বলিলেন সে সচ্ বটে—লেকেন আদমির আপনার দিন  
 খোয়ানা বহুত বুবা। আমি সকলে বলিল তা বটেতো,  
 তা বটেতো আমরা এই কারণে পাদরিব নিকটে যাই না।  
 এই রূপ খোস গল্প হইতেছে ইতিমধ্যে দারোগা জনকয়েক  
 জমিদার ও পুলিশের সারজন ছড়মুড় করিয়া আসিয়া  
 বাহুল্যের হাত ধরিয়। বলিল—তোম ঠকচাচা কো সাত  
 জাল কিয়া—তোনারি উপর গেরেপ্তারি হেয়। এই কথা  
 শুনিবা নাহে নিটস্থ লোক সকলে ভয় পাইয়া সটৎ  
 করিয়া প্রস্থান করিল। বাহুল্য দারোগা ও সারজনকে  
 খন লোত দেখাইল কিছু তাহারা পাছে চাকরি যায়  
 এই ভয়ে ও কথা আমলে আনিল না, তাহার হাত ধরিয়।  
 লইয়া চলিল। ডেপুটী বাবানীপুরে এই কথা শুনিয়া লো-  
 কারণ্য হইল ও ভড়ু লোকে বলিতে লাগিল দুষ্কর্ষের শাস্তি  
 বিলম্বে হউক বা শীঘ্র হউক অবশ্যই হইবে, যদি লোকে  
 লাপ করিয়া অধে কাটাইয়া যায় তবে সৃষ্টিই মিথ্যা হইকে

এমন কখনই হইতে পারেনা। বাহুল্য ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়াছেন—মনেকের মতিত দেখা হইতেছে কিন্তু কাহাকে দেখেও দেখেন না। দুই এক ব্যক্তি বাহারা কখন না কখন তাহা কর্তৃক অপকৃত হইয়াছিল তাহারা এই অবকাশে কিঞ্চিৎ ভীষা পাঠানিকটে আসিয়া বলিল—মৌনবি সাহেব! একি ব্রহ্মের ভাব না কি? আপনার কি কোন ভাবি বিষয় কর্ম হইয়াছে? না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া বাহুল্য বংশদ্রোণীর ঘাট পার হইয়া শাগণ্ডে আসিয়া পড়িলেন দেখানে দুই এক জন টেপুবংশীয় শাজাদা তাহাকে দেখিয়া বলিল—কেউ তু গেরেশ্বার হোয়—আচ্ছ হুই—এ রসাদ মদজাত আদমিকো শাজা নিশানা বহুত বেহতর। এই সকল কথা বাহুল্যের মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা লাগিতে লাগিল। ঘোর তর অপমানে অপমানিত হইয়া ভাবনী পুরে পৌঁছিলেন—কিঞ্চিৎ দূর থেকে বোধ হইল রাস্তার বামদিকে কতক গুলিন লোক দাঁড়াইয়া গোল করিতেছে, নিকটে আসিয়া সারজন বাহুল্যকে লইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল এখানে এত গোল কেন? পরে লোক চেলিয়া গোলের ভিতর বাইয়া দেখিল এক জন ভদ্রলোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ফোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন—আঘাতিত ব্যক্তির মস্তক দিয়া অবিশ্রান্ত রুধির নির্গত হইতেছে, ঐ রক্তে উক্ত ভদ্রলোকের বস্ত্র ভাসিয়া যাইতেছে। সারজন জিজ্ঞাসা করিল আপনি কেও এলোকটি কি প্রকারে জখম হইল? ভদ্রলোক বলিলেন আমার নাম বরুদা প্রাসাদ বিশ্বাস—আমি এখানে কোন কর্ম অমুরোধে আসিয়াছিলাম নৈবাৎ এই লোক গাড়ি চাপা পড়িয়া আঘাতিত হইয়াছে এই অন্য আমি আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছি—শীঘ্র হাসপাতালে যাইব তাহার উদ্যোগ পাইতেছি—একখান পাঙ্ক আনিতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু বেচারারা ইহাকে কোন মতে লইয়া যাইতে চাহে না কারণ এই ব্যক্তি জেভে হাড়ি। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে বটে কিন্তু এ ব্যক্তি গাড়িতে উঠিতে অক্ষম।

পাল্কি কিনা ডুলি পাইলে যত ভাড়া লাগে তাহা আনি দিতে প্রস্তুত আছি। সততার এননি গুণ যে ইহাতে অধমের ও মন ভেজে। বরদা বাবুর এই ব্যবহার দেখিয়া বাহুল্যের আশ্চর্য্য করিয়া আপন মনে ধিক্কার হইতে লাগিল। সারজন বলিল বাবু—বাহুল্যেরা হাড়িক স্পর্শ করে না, বাহুল্য হইয়া তৈমার এত দর করা বড় সহজ কথা নহে বোধ হয় তুমি বড় অসাপারণ ব্যক্তি, এই বলিয়া আসানিকে পেয়াদার হাওয়ালে রাখিয়া সারজন আপনি আড়ার নিকট যাঁইয় ভয়নৈত্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাল্কি আনিয়া বরদা বাবুর সহিত উক্ত হাড়িকে হাঁসপাতালে পাঠাইয় দিল।

পূর্ব্বে বড় আদালতে ফৌজদারি মকদ্দমা বৎসরে তিনই নাম অন্তর হইত এক্ষণে কিছু বৎসর হইয়া থাকে। ফৌজদারি মকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থ তথায় দুই প্রকার জুরি মকরর হয় প্রথমতঃ গ্রাঞ্জুরি, যাহারা পুলিস চালানি ও অন্যান্য লোক যে ইণ্ডাইটমেন্ট করে তাহা বিচার যোগ্য কি না বিবেচনা করিয়া আদালতকে জানান—দ্বিতীয়তঃ পেটিজুরি, যাহারা গ্রাঞ্জুরির বিবেচনা অন্তিমারে বিচার যোগ্য মকদ্দমা জঞ্জের সহিত বিচার করিয়া আসানিদিগকে দোষি বা নির্দোষ করেন। একই সেশনে অর্থাৎ ফৌজদারি আদালতে ২৪ জন গ্রাঞ্জুরি মকরর হয়, যে সকল লোকের দুই লক্ষ টাকার বিষয় বা বাহারা সৌদাগরি কাম্ব করে তাহারা ই গ্রাঞ্জুরি হইতে পারে। সেশনে পেটি জুরি প্রায় প্রতি দিন মকরর হয়, তাহাদিগের নাম ডাকিবর কালীন আসানি বা কৈরাদি স্বেচ্ছানসারে আপত্তি করিতে পারে অর্থাৎ যাহার প্রতি সন্দেহ হয় তাহাকে না লইয়া অন্য আর এক জনকে নিষুক্ত করাইতে পারে কিন্তু বার জন পেটি জুরি শপথ করিয়া বসিলে আর বদন হয় না। সেশনের প্রথম দিবসে তিন জন জজ বসেন, যখন যাহার পালা তিনি গ্রাঞ্জুরি মকরর হইলে তাঁহাদিগকে চার্জ অর্থাৎ সেশনীয় নোকদ্দমার হালাৎ সকল বুঝাইয়া দেন। চার্জ দিলে পর অন্য দুই জন জজ যাহাদের পালা নয় তাঁহারা উঠিয়া যান ও গ্রাঞ্জুরি।

এক কামরার তিতর বাইরা প্রত্যেক ইণ্ডাস্ট্রিস্টের উপর  
জাপন বিবেচনামুসারে স্বার্থ বা অস্বার্থ লিখিয়া পাঠাইয়া  
হেন তাহার পর বিচার আরম্ভ হয়।

রজনী প্রায় অবসান হয়—মন্দঃ সমীরণ বহিতেছে এই  
পুশীতল সময়ে ঠকচাচা মুখ হাঁ করিয়া বে ডর নাক ডাকিয়া  
নিদ্রা বাইতেছেন অন্যান্য কয়েদির উঠিয়া ভাগ্যক খাইতেছে  
ও কেহঃ ঐ শব্দ শুনিয়া “মোস পোড়াখাঃ” বলিতেছে  
কিন্তু ঠকচাচা কুস্কর্ণের ন্যায় নিদ্রা বাইতেছেন—“নাসা  
গর্জন শুনি পরাগ সহরে”। কিয়ংকাল পরে জেলরক্ষক  
সাহেব আসিয়া কয়েদিদের বলিলেন তোমরা শীঘ্র প্রস্তুত  
হও, অন্য সকলকে আদালতে বাইতে হইবে।

এদিকে শেশন খালিমানাজে দশ ঘণ্টার অগ্রেই বড়  
আদালতের বারাণ্ডা লোকে পরিপূর্ণ হইল—উকিল, কৌন-  
সুলি, ফৈরাদি, আসাদি, সাক্ষী, উকিলের মুংসুদি, জুরি, সার-  
জন জমাদার, পেয়াদা—নানা প্রকার লোক থৈঃ করিতে  
লাগিল। বাঞ্জোরাম বটলার সাহেবকে লইয়া ফিরিতেছেন  
ও ঘনি লোক দেখিলে তাঁহাকে জানুন না জানুন আপনার  
বায়নাই ফলাইবার জন্য হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে-  
ছেন কিন্তু যিনি তাঁহাকে ভাল জানেন তিনি তাঁহার শিক-  
চারিতে তুলেন না—তিনি এক লহমা কথা কহিয়াই একটানা  
একটা মিথ্যা বরাত অনুরোধে তাঁহার হাতহইতে উদ্ধার হই-  
তেছেন। দেখতেঃ হেন খানার গাড়ি আসিল—আগু পাচ  
হুইদিগে সিপাই, গাড়ি খাড়া হইবা মাত্রে সকলে বারান্দা  
থেকে দেখিতে লাগিল—গাড়ির তিতর থেকে সকল কয়েদি  
লইয়া আদালতের নীচেকার ঘরের কাটগড়ার তিতর  
রাখিয়া বাঞ্জোরাম হনঃ করিয়া নীচে আসিয়া ঠকচাচা  
ও বাঞ্জোরাম সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—তোমরা  
জীমার্জ ন—ভয় পেও না—এক ছেলের হাতে পিটে?

হুই প্রহর হইবা মাত্রে বারাণ্ডার মধ্যস্থল খালি হইল  
—লোক সকল হুই দিগে দাঁড়াইল—আদালতের পেয়াদা  
“চপলঃ” করিতে লাগিল—জতেরা আসিতেছেন বলিয়া

শাবিতীয় লোক নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময়ে লায়জনে  
 পেয়াদা ও চোপদারেরা বলরাম বর্শা আশামেটা তলওয়ার  
 ও বদশাহার রৌপ্যনয় মটকাকৃত সজ্জা হস্তে করিয়া বাহির  
 হইল তাহার পর সরিগ ও ডিপুটি সরিগ ছ'ডি হাতে করিয়া  
 দেখা দিল তাঁহার পর তিনজন জুজু লাল কোর্ভী পরা গম্ভীর  
 বদনে মজুৎ গতিতে বেঞ্চের উপর উঠিয়া কৌনসুলিদের  
 সেলামি করত উপবেশন করিলেন। কৌনসুলিরা অর্মানি দাঁড়া-  
 ইয়া সম্মানপূর্ব্বক অভিবাদন করিল—চৌকির নাডানাড়ি  
 ও লোকের বিজ্ঞবিক্রি এবং ফসফসনি বৃদ্ধি হইতে লাগিল—  
 পেয়াদারা নমোৎ “চপস” করিতেছে—সারজনেরা “হিশ”  
 করিতেছে—কুয়ের “ওইস—ওইস” বলিয়া সেশন খলিল।  
 অনন্তর প্রাঞ্জুরদিগের নাম ডাকা হইয়া তাহারা মকরুর হইল  
 ও তাহারা আপনাদিগের ফোরমেন অর্থাৎ প্রধান প্রাঞ্জুরি  
 নিযুক্ত করিল। এবার রমুলসাহেবের পাল্লা, তিনি  
 প্রাঞ্জুরির প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন—“মকদ্দমার  
 তালিকা দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে কলিকাতার জালকরা  
 বৃদ্ধি হইয়াছে কারণ ঐ কালেবের পাঁচ ছয়টা মকদ্দমা  
 দেখিতে পাই—তাহার মধ্যে ঠকচাচা ও বাহুল্যের প্রতি  
 যে নালিস তৎসম্পর্কীয় জ্ঞানবন্দিতে প্রকাশ পাইতেছে যে  
 তাহারা শিয়ালদাতে জাল কোম্পানির কাগজ তৈয়ার  
 করিয়া কয়েক বৎসরাবধি এই সহরে বিক্রয় করিতেছে—এ মক-  
 দ্দমা বিচার যোগ্য কিনা তাহা আমাকে অগ্রে জানাইবেন—  
 ঐন্যান্য মকদ্দমার দস্তাবেজ দেখিয়া যাহা কর্তব্য তাহা  
 করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কিছু বলা বাহুল্য”। এই চার্জ  
 পাইয়া প্রাঞ্জুর কানরার ভিতর গমন করিল—বাঞ্জুরাম  
 বয়স ভাবে বটলর সাহেবের প্রতি দেখিতে লাগিলেন।  
 দশ পোনের মিনিটের মধ্যে ঠকচাচা ও বাহুল্যের প্রতি  
 ইণ্ডাইটমেন্ট যথার্থ বলিয়া আদালতে প্রেরিত হইল অর্মানি  
 জেলের প্রহরি ঠকচাচা ও বাহুল্যকে আনিয়া জেলের  
 সম্মুখে কাঠরার ভিতর খাড়া করিয়া দিল ও পেটি জুরি নিযুক্ত

হুগন কালীন কোটের ইন্টেরপিটর চীৎকার করিয়া বলিলেন—  
 মোকাজ্জন ওরফে ঠকচাচা ও বাহুল্য! তোমলোক্কা উপর  
 জালকোম্পানির কাগজ বানানেকো না লেস ছয়া—তোমলোক  
 এ কান্ কিয়া দেগে উয়া নেহি? আসামিরা বলিল—জাল বি  
 কাকে বলে আর কোম্পানির কাগজ বি কাকে বলে মোরা  
 কিছুই জানিনা, মোরা সেরেফ মাছ ধরবার জাল জানি—  
 মোরা চালাবাস করি—মোদের এ কাম নয়—এ কাম  
 লাভেব সুভদের। ইন্টেরপিটর তাক্তে হইয়া বলিল—তোম-  
 লোক বহুত লম্বা২ বাত কহ তাহেয়—তোমলোক এ কাম  
 কিয়া ইয়া নেহি? আসামিরা বলিল মোদের বাপ দাদারাও  
 কখন করেনাই। ইন্টেরপিটর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেজ  
 চাপড়িয়া বলিল—হামারি বাতকো জবাব দেও—এ কাম  
 কিয়া ইয়া নেহি? নেহি? এ কাম হামলোক যদি কিয়া নেহি  
 —এই উক্তর আসামিরা অবশেষে দিল। উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা  
 করিবার তাৎপর্য এই যে আসামি যদি আপন দোষ স্বীকার  
 করে তবে তাহার বিচার আর হয় না—একেবারে সাজা হয়।  
 অনন্তর ইন্টেরপিটর বলিলেন—শুন—এই বারো ভালা আদমি  
 বয়েট করকে তোমলোক কো বিচার করুঁগা—কিসকা উপর  
 আগর ওজর রহে তেব আবি কহ—ওনকো উঠায় করকে দোসরা  
 আদমিকো ওনকো আগমে বঠলা জায়েগি। আসামিরা  
 এ কথাই ভাল মন্দ কিছু না বুঝিয়া চপ করিয়া থাকিল। এনিগে  
 বিচার আরম্ভ হইয়া ফেরাদির ও সাকির জবানবন্দির দ্বারা  
 সরকারের তরফ কৌনসলি স্পষ্ট রূপে জাল প্রমাণ করিল পরে  
 আসামিদের কৌনসলি আপন তরফ সাকীনা তুলিয়া কেবল  
 মার পেচি কথা ও আইনের তিত্তা করত পেটি জুরিকে  
 তুলাইয়া দিতে চেঙা করিতে লাগিলেন। তাহার বক্তৃত্তা শেষ  
 হইলে পর রসল সাহেব মকদ্দমা প্রামাণের খোলসা ও  
 জালের সাক্ষর করিকে বুঝাইয়া বলিলেন—পেটি জুরি এই চার্জ  
 সাইয়া পরামষ করিতে কামরার তিত্তর গমন করিল—জুরিরা  
 সকলে একা না হইলে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে না।  
 এই অবকাশে বাঞ্জোরাম আসামিদের নিকট আসিয়া সূচী

দ্বিতে লাগিলেন, দুই চারিটা ভাল বৃন্দ কথা শুতেছে  
 ইতি মধ্যে জুরিদের আগমনের গোল পড়েগেল। তাঁহার  
 আসিয়া আপন স্থানে বসিলে ফোরমেন দাঁড়াইয়া খাড়া  
 হইলেন—আদালত একেবারে নিস্তব্ধ—সকলেই ঘাড় বাড়িয়া  
 কাণ পেতে রহিল—কুর্টের ফৌকদারি নামলার প্রধান কন্স-  
 কারী ক্লার্ক আব্দিকৌন কিজাসা করিল—জুরিমহাশয়ের !  
 ঠকচাচা ও বাছল্য গিল্টি কি নাট গিল্টি? ফোরমেন  
 বলিলেন—গিল্টি এত কথা শুনিবামাত্র আসামিদের একেবারে  
 পড় থেকে প্রাণ উড়েগেল—বাঞ্চারাম অস্থ বাস্থ আসিয়া  
 বলিলেন—আরে ও কস গিল্টি! এ কি ছেলের তাতে পিটে?  
 এখনি নিউ ট্রায়েল অর্থাৎ পুনর্বিচারের জন্য প্রার্থনা করিব।  
 ঠকচাচা দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন মোশাই মোদের নসিবে যা  
 আছে তাই তবে মোরা আর টাকা কড়ি সরবরাহ করিতে  
 পারিব না। বাঞ্চারাম কিঞ্চিৎ চটে উঠিয়া বলিলেন সুত্  
 হাড়িতে পাত বাঁধিয়া কত করিব? এ সব কন্সে কেবল কেঁদে  
 কি মাটি ভিজান যায়?

এদিকে রসুল সাহেব বচি উল্টে পাল্টে দেখিয়া আসামি  
 দের প্রতি দৃষ্টি করত এই হুকুম দিলেন—“ঠকচাচা  
 ও বাছল্য! তোমাদের দোষ বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল—যে  
 সকল লোক এমন দোষ করে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হওয়া  
 উচিত, এ কারণ তোমরা পুলিপলমে গিয়া যাবজ্জীবন  
 থাক”। এই হুকুম হইবা মাত্র আদালতের প্রহরীরা  
 আসামিদের হাত ধবিয়া নাচে লইয়া গেল। বাঞ্চারাম  
 পিটীকাটিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া আছেন—কেহও তাঁহাকে  
 বলিল—এ কি—আপনার মকদ্দমাটা যে কেঁসে গেল?—  
 তিনি উত্তর করিলেন—এতো জানাইছিল—আর এমন সব  
 গল্টি মামলার আমি হাত দি না—আমি এমন সকল  
 মকদ্দমা কখনই ক্যার করি না।

২৮ বেণী বাবু ও বেচারাম বাবুর নিকট বরদা-  
বাবুর সত্তা ও কাতরতা প্রকাশ, এবং ঠক-  
চাচা ও বাছলের কথোপকথন।

বৈদ্যবাটীর বাটী ক্রমে অন্ধকারময় হইল—রক্ষণাবেক্ষণ  
করে এমন অতিভাবক নাই—পরিষ্কারের ছুরবস্তায় পড়িল—  
দিন চলা ভার হইল, গ্রামের লোকে বলিতে লাগিল বাবুর  
বাঁধ কতক্ষণ থাকিতে পারে? ধর্ম্মের সংসার হইলে প্রস্থরের  
গাঁথনি হইত। এদিকে মতিলাল নিরুদ্ধেশ—দলবল ও  
অস্তর্ধান—ধুমধাম কিছুই শুনা যায় না—প্রেমনারায়ণ  
মজুমদারের বড় আফ্লাদ—বেণী বাবুর বাড়ীর দাওয়ায়  
বসিয়া ভুড়ি দিয়া “বাবলার ফুললো কাণেলো ছলালি,  
মুড়িমুড়িকির নাম রেখচো রূপনি সোণালি” এই গান গাই-  
তেছেন। ঘরের ভিতরে বেণীবাবু তানপুরা মেও করিয়া  
হামির রাগ তাঁজিরা “চামেলি ফুলি চম্পা” এই খেয়াল সুর  
মুছনা ও গমক প্রকাশ পূর্বক গান করিতেছেন। ওদিকে  
বেচারাম বাবু “ভবে এসে প্রথমেতে পাইলাম আমি পঞ্জু-  
ড়ি” এই নরচন্দী পদ ধরিয়া রাস্তায় যাবতীয় ছোঁড়াগুলকে  
ঘাঁটাইয়া আসিতেছেন। ছোঁড়ারা হোঁ করিয়া হাত্তালি  
দিতেছে। বেচারাম বাবু একই বার বিরক্ত হইয়া “দূর”  
করিতেছেন। যৎকালে নাদেরশী দিল্লী আক্রমণ করেন  
তৎকালীন মহমদশা সংগীত শ্রবণে মগ্ন ছিলেন—  
নাদেরশী অধুধারী হইয়া সন্মুখে উপস্থিত হইলেও মহ-  
মদশা কিছুবাত্র না বলিয়া সংগীতসুধা পামে ক্ষণকালের  
জন্যেও কাণ্ড হইলেন নাই—পরে একটি কথাও না কহিয়া স্বয়ং  
আপন সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। বেচারাম বাবুর আগমনে  
বেণীবাবু তক্রপ করিলেন না—তিনি অমনি তানপুরা রাখিয়া  
ভাড়াভাড়ি উঠিয়া সন্মান পূর্বক তাঁহাকে বসাইলেন।  
কিয়ৎক্ষণ শিষ্ট শিষ্ট আলাপ হইলে পর বেচারাম বাবু

বলিলেন—বেণী ভায়া! এত দিনের পর মৰলপক্ষ হইল—  
ঠকচাচা আপন কৰ্ম্ম দোষে অক্ষয়পাতে গেলেন—তোমার  
মতিলাল ও আপন বুদ্ধি দোষে ক্লমল হইলেন। ভায়া!  
তুমি আমাকে সৰ্বদ বলিতে ছেলের বালাকালাবধি মাফা  
বুদ্ধি ও ধৰ্ম্মজ্ঞান কৰ্ম্ম শিক্ষা না হইলে ঘোর বিপদ ঘটে  
একখাটির উদাহরণ মতিলালেতেই পাওয়া গেল। দুঃখের  
কথা কি বলিল? এ সকল দ্রাঘ বাবুরামের। তাঁহার  
কেবল মোক্ষারি বুদ্ধি ছিল—বড়িতে চতুর কিন্তু কাহনে  
কাণা, দুঃখ!

বেণী বাবু। আর এ সকল কথা বলিয়া তাকে প করিলে  
কি হবে? এ শিক্ষান্ত অনেক দিন পূর্কেই করা ছিল—যখন  
মতির শিক্ষা বিষয়ে এত অমনোযোগ ও অসং সঙ্গ নিবা-  
বনের কোন উপায় হয়নাই তখনই রান না হতে রামায়ণ  
হইয়াছিল। যাহা হউক: বাঙ্গারামেরই পতাবার—বক্তে-  
শ্বরের কেবল আকুঁপাকুঁ সার। নাটরি কৰ্ম্ম করিয়া  
বড়মানুষের ছেলেদের খোসামোদ করিতে এখন আর কাটা-  
কেও দেখা গেল না—ছেলেপুলেদের শিক্ষা দেওয়া তথৈবচ,  
কেবল রাত দিন লবৎ, অথচ বাহিরে দেখান আছে আমি বড়  
কৰ্ম্ম করিতেছি—যা হউক। মতিলালের নিকট বাওয়াঞ্জির  
আশাবায়ু নিবৃত্তি হয় নাই—তিনি “জলদেৎ” বলিয়া  
গগিয়া আকাশ ফাটাইয়াছেন কিন্তু লাভের দেখও কখন  
দেখিতে পান নাই—বৰ্ণন কি প্রকারে দেখিবেন?

প্রেমনারায়ণ মজুমদার বলিল—নহাশয়দিনের আর  
কি কথা নাই? কবিকক্কণ গেল—বাল্লীক গেল—ব্যাল  
গেল—বিষয় কৰ্ম্মের কথা গেল—একা বাবুরামি হাঙ্গামে  
পড়ে যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—মতে ছোঁড়া যেমন অসং  
ভেমনি তার হুর্গতি হইয়াছে, সে চুলোয় যাউক, তাহার জন্য  
কিছু খেদ নাই।

হরি তোমাক সাক্ষিয়া হুঁকাটি বেণীবাবুর হাতে দিয়া  
বলিল—সেই বাঙ্গাল বাবু আসিতেছেন! বেণী বাবু

উচ্চিয়া দেখিলেন—বরদাপ্রসাদ বাবু ছুড়ি হাতে করিয়া  
 দাস্ত হুঁহা আসিতোঁছেন—অমনি বেণীবাবু ও বেচারাম  
 বাবু উচ্চিয়া অত্যাধিক করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। পরস্পরের  
 কুশল জিজ্ঞাসা হইলে পর বরদাবাবু বলিলেন এদিকে তো  
 যা হবার তা হইয়াগেল সম্প্রতি আমার একটি নিবেদন  
 আছে—বৈদ্যবাটীতে আমি বহুকালবাধি আছি—এ কারণ  
 সাধানুসারে সেখানকার লোকদিগের তত্ত্ব লওয় আমার  
 কর্তব্য—আমার অধিক ধন নাই বটে কিন্তু আমি যেমন  
 মানুস বিবেচনা করিলে পরমেশ্বর আমাকে অনেক দিয়াছেন।  
 আমি অধিক আশা করিলে কেবল তাঁহার সুবিচারের  
 উপর দোষারোপ করা হয়—এ কর্ম মানবগণের উচিত  
 নহে। যদিও প্রতিবাসিদের তত্ত্ব লওয় আমার কর্তব্য  
 কিন্তু আমার অালস্য ও দুর্দন্ট বশতঃ এ কর্ম আমা হইতে  
 সম্যক রূপে নিকাহ হয় নাই। এক্ষে—

বেচারাম। এ কেমন কথা! বৈদ্যবাটীর যাবতীয়  
 দুঃখি প্রাণি লোককে তুমি নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছ  
 —কি খাদ্য দ্রব্যে—কি বস্ত্রে—কি অর্থে—কি ঔষধে—কি  
 পুস্তকে—কি পরামর্শে—কি পরিশ্রমে, কোন অংশে ত্রুটি  
 কর নাই। ভায়া! তোমার গুণকীর্তনে তাহাদিগের  
 অশ্রুপাত হয়—আমি এ সব ভাল জানি—আমার নিকট  
 তাঁড়াও কেন?

বরদাবাবু। আজ্ঞে না তাঁড়াই নাই—মহাশয়কে স্বরূপ  
 বলিতেছি, আমি হইতে কাহারো সাহায্য যদি হইয়া থাকে  
 তাহা এত অল্প যে স্মরণ করিলে মনের মধ্যে ধিক্কার জন্মে।  
 সে যাইউক, এখন আমার নিবেদন এই মতিলালের ও  
 ঠকটাচার পরিবারেবা অসমভাবে মারা যায়—শুনিতে পাই  
 তাহাদের উপবাসে দিন যাইতেছে একথা শুনিয়া বড় দুঃখ  
 হইল এজন্য আমার নিকট যে দুই শত টাকা ছিল তাহা  
 আনিয়াছি আপনারা আমার নাম না প্রকাশ করিয়া কোন  
 কোণে এই টাকা পাঠাইয়া দিলে আমি বড় আপ্যায়িত  
 হইব।

এই কথা শুনিয়া বেণী বাবু নিস্তর হইয়া থাকিলেন।  
বেচারাম বাবু ক্ষণেককাল পরে বরদাবাবুর দিকে  
দৃষ্টি করিয়া ভক্তিভাবে নয়ন বারিতে পরিপূর্ণ হওত  
তাহার গলায় হাত দিয়া বলিলেন—ভাই হে! শর্ম্ম যে কি  
পদার্থ, তুমিই তাহা চিনেছ—আমাদের বৃথা কাল গেল—  
বেদে ও পুরাণে লেখে যাহার চিন্তা শুদ্ধ সেই পরমেশ্বরকে  
দেখিতে পায়—তোমার চিন্তার কথা কি বলিব? অন্য পর্য্যাপ্ত  
কখন এক বিন্দু মালিন্য দেখিলাম না! তোমার যেমন  
মন পরমেশ্বর তোমাকে তেমনি সুখে রাখুন! তবে!  
রামলালের সংবাদ কিছ পাউয়াছ?

বরদা বাবু। কয়েক মাস তইল হরিদ্বার হইতে এক  
পত্র পাউয়াছি—তিনি ভাল আছেন—প্রত্যাগমনের কথা  
কিছুই লেখেন নাই।

বেচারাম। রামলাল ছেনেটি বড় ভাল—তাকে দেখলে  
চক্ষু জুড়ায়—অবশ্য তার ভাল হবে—তোমার সংসর্গের গুণে  
শে তরে গিয়াছে।

এখানে ঠকচাচা ও বাহুল্য জাহাজে চড়িয়া সাগর পার  
হইয়া চলিয়াছে। দুটিতে নানিক যোড়ের মত, এক জাহাজ  
বসে—এক জাহাজায় খায়—এক জাহাজায় শোয়, সর্বদা  
পরস্পরের দুঃখের কথা বলাবলি করে। ঠকচাচা দীর্ঘ  
নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে মোদের নসিব বড় বুরো—মোর  
একেবারে মোটী হলুস—কিকির কিছু বেরায় না, মোর  
সেকু থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল বিবির  
সাতে বি মোলাকাত হলো না—মোর বড় উর তেনা বি  
পেল্টে মাদি করে।

বাহুল্য বলিল—দোস্ত! ওসব বাৎ দেল থেকে  
তকাৎ কর—তুমিয়ারি মুসাকিরি—সেরেক আনা বানা—  
কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কর্বলা, মোর চেটে—সব  
জাহাজে ডান দেও, আবি মোদের কি কিকিরে বেহতর  
হই তার তবির দেখ। বাতাস হুহু বহিতেছে—জাহাজ

একপেশে হইয়া চলিয়াছে—তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা জাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছেন—দোস্ত! মোর বড় ডর মালম হচ্ছে—আন্দাজ হয় মোত নজদিগ। বাহুল্য বলিল—মোদের মোতেব্ব বা কি কি?—মোরা মেন্দো হয়ে আছি—চল মোরা নীচু গিয়া আল্লামির দেধাচা পড়ি—মোর বেলকুল নোকজাবান আছে—যদি ডুবি তো পিরের নাম লিয়ে চলাব।

২৯ বৈদ্যবাটীর বাটী দখল লওন—বাঞ্জারামের কুবাব-হার—পরিবারদিগের হুঃখ ও বাটী হইতে বহিস্কৃত হওন—বরদাবাবুর দয়া।

বাঞ্জারাম বাবুর ক্ষুধা কিছুতেই নিবারিত হয় না—সর্বক্ষণ কেবল দাঁও মারিবার ফিকির দেখেন এবং কিরূপ পাক-চক্র করিলে আপনার ইন্দি সিক্ত হইতে পারে তাহাই সর্বদা মনের মধ্যে ভোলা পাড়া করেন। এইরূপ-করাতে তাহার ধূর্ত বুদ্ধি ক্রমে প্রথর হইয়া উঠিল। বাবুরাম ঘটিত রোগ্যার সকল উন্টেপাল্টে দেখতে হঠাৎ এক সুন্দর উপায় বাহির হইল। তিনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া ভাবিতে অনেক ক্ষণ পরে আপনার উরুর উপর করাঘাত করিয়া আপনা আপনি বলিলেন—এই তো দিব্য রোজগারের পথ দেখিতেছি—বাবুরামের চিনেবাজারের জায়গা ও ভদ্রা-সন বাটী বন্ধক আছে তাহার মিয়াদ শেষ হইয়াছে—হেরম্ব বাবুকে বলিয়া আদালতে একটা নালিস উপস্থিত করাই, তাহা হইলেই কিছু দিনের জন্য ক্ষমিবৃত্তি হইতে পারিবে, এই বলিয়া চাদর খানা কাঁদে দিলেন এবং গঙ্গা দর্শন করিয়া আসি বলিয়া জুতা ফটাস ফটাস করিয়া মস্তুর জাধন কি শরীর পতন এইরূপ স্থির ভাবে হেরম্ববাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্তা কোথা রে? বাঞ্জারামের

স্বর শুনিয়া হেরম্ব বাবু অমনি নাশিয়া আসিলেন—হেরম্ব বাবু—সাদাসিদ্দে লোক—সকল কথাতেই—“হ্যাঁ” বলিয়া উত্তর দেন। বাণ্ডারাম তাঁহার হাত ধরিয়া অতিশয় প্রণয় ভাবে বলিলেন—চৌধুরী মহাশয়! বাবুরামকে আপনি আমার কুখায় টাকা কর্ত্ত দেন—তাঁহার সংসার ও বিষয় আশয় ছারখার হইয়া গেল—বান সম্ভ্রমও তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছে—বড় জেলেটা বানর—ছোট টা পাগল, দুটাই নিরুদ্দেশ হইয়াছে, একপে দেনা অনেক—অন্যান্য পাওনা ওয়ালারা নালিস করিতে উদ্যত—পরে নানা উৎপাত বাধিতে পারে অতএব আপনাকে আর আমি চুপ করিয়া থাকিতে বলিতে পারি না—আপনি মারগেজি কাগজ গুলান দিউন—কালিই আমাদের আফিসে নালিসটি দাগিয়ে দিতে হইবেক—আপনি কেবল এক খানা ওকালত নামা সহি করিয়াদিবেন। পাছে টাকা ডুবে এই ভয় এ অবস্থায় সকলেরই হইয়া থাকে, হেরম্ব বাবু খল কপট নহেন, সুতরাং বাণ্ডারামের উক্ত কথা তাঁহার মনে একেবারে চৌচাপটে লেগে গেল, অমনি “হ্যাঁ” বলিয়া কাগজপত্র তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। হনুমান যেমন রাবণের মৃত্যুবাদ পাইয়া আক্লাদে লঙ্কা হটতে মহাবেগে আসিয়াছিল, বাণ্ডারামও এই সকল কাগজপত্র ইক্ট কবচের ন্যায় বগলে করিয়া সেইরূপ ত্বরায় সহর্ষে বাটী আসিলেন।

প্রায় সন্ধ্যার গত হয়—বৈদ্যবাটীর বাড়ীর সদর দরওয়াজা বন্ধ—ছাত দেয়াল ও প্রাচীর শেওলায় মলিন হইল—চারিদিকে অসঙ্খ্য বন—কাঁটানটে ও শেয়ালকাঁটার ভরিয়া গেল। বাটীর তিতরে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী এই দুইটি অবলামাত্র বাস করেন তাঁহারা আবশ্যকমতে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়েন। অতি কষ্টে তাঁহাদের দিবা স্নাত হয়—অঙ্গে মলিন বস্ত্র—মাসের মধ্যে পোনের দিক্ত মনোহাটের যায়—বেণী বাবুর দ্বারা যে টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দেনা পরিশোধ ও কয়েক মাসের খরচেই করাইয়া

গিয়াছে, স্মরণে এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ক্লেণ পাইতেছেন  
ও নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছেন।

মতিলালের স্ত্রী বলিতেছেন—ঠাকুর! আমরা আর  
জন্মে কতই পাপ করেছিলাম বলিতে পারি না—বিবাহ  
হইয়াছে বটে কিন্তু স্বামির মুখ কখন দেখিলাম না—স্বামী  
এক বারও ফিরে দেখেন না—বেঁচে আছি কি মরেছি তাহাও  
একবার জিজ্ঞাসা করেন না। স্বামী মন্দ হইলেও তাঁহার  
নিন্দা করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য নহে—আমি স্বামির নিন্দা  
করি না—আমার কপাল পোড়া, তাঁহার দোষ কি?  
কেবল এই মাত্র বলি এক্ষণে যে ক্লেণ পাইতেছি স্বামী  
নিকটে থাকিলে এ ক্লেণ ক্লেণ বোধ হইত না। মতিলালের  
বিমাতা বলিলেন—না! আমাদের মত দুঃখিনী আর নাই  
—দুঃখের কথা বলতেগেলে বুক ফেটে যায়—দীন হীনদের  
দীননাথ বিনা আর পতি নাই।

লোকের যাবৎপর্যন্ত অর্থ থাকে তাৎপর্যন্ত চাকর দাসী  
নিকটে থাকে, এ দুই অবলার ঐরূপ অবস্থা হইলে সকলেই  
চলিয়া গিয়াছিল, নমতা বশতঃ একজন প্রাচীন দাসী নিকটে  
থাকিত—সে আপনি শিক্ষাশিক্ষা করিয়া দিনপাত করিত।  
শান্ত্রী বৌয়ে ঐরূপ কথাবার্তা হইতেছে এমত সময়ে  
ঐ দাসী ধরৎ করে কাঁপতে আসিয়া বলিল—অগো  
মাঠাকুর! জানালা দিয়া দেখ—বাপুঁরাম বাবু সারজন  
ও পেয়াদা সঙ্গে করিয়া বাড়ী ঘিরে ফেলেছেন—আমাকে  
দেখে বললেন মেয়েদের বাড়ী থেকে বেরিয়া যেতে বল। আমি  
বললাম মোশাই! তাঁরা কোথায় যাবেন?—অমনি চোক  
লাল করে আমার উপর হুমকে বললেন—তারা জানে না  
এ বাড়ী বলক আছে—পওনী ওয়ালা কি আপনায় টাকা  
পত্রায় তানিয়ে দেবে? ভাল চায় তো এইবেলা থেকে  
নাহলে গলাটিপি দিয়া বার করে দিব? এই কথা শুনিরা  
মাত্র শান্ত্রী বৌয়ে ভয়ে ঠকৎ করিয়া কাঁপিতে লাগি-  
লেন। এদিকে সদর দরওয়াজা তাঙ্গিবার শব্দে বাস্ত্রী গরি-  
ব হইল, রাস্তায় লোকারণ্য, বাপুঁরাম আফগান

করিয়া “ভাণ্ডাল” ছকম দিতেছেন ও হাত নেড়ে বলতে-  
 ছেন—কার সাধ্য দখল লওয়া বন্ধ করিতে পারে—এক  
 ছেলের হাতের পিটে? কোটের ছকুম, এখনি বাড়ী তেছে  
 দখল লব—ভালমামুষ টাকা কর্ত্ত দিয়া কি চোর? এ কি  
 অন্যায়! পরিবারেরা এখনি বেরিয়ে যাউক। অনেক  
 লোক জমা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ছুই এক ব্যক্তি  
 অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—আরে বাগ্গারাম! তোর বাড়ী  
 নরাদন আর নাই—তোর মন্ত্রণায় এ ঘরটা গেল—চির  
 কালটা জেয়াচি করে এই সংসার থেকে রাশ টাকা লয়ে-  
 ছিস—এক্ষণে পরিবার গুলাকে আবার পথে বসাইতে  
 বসোঁচিস—তোর মুখ দেখলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়—তোর  
 নরকেও ঠাঁই হবে না। বাগ্গারাম এসব কপায় কাণ না  
 দিয়া দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া সারজন সতিত বাড়ীর ভিতর  
 ছড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করেন  
 এগন সময়ে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী ছুই জনে ঐ  
 প্রাচীনা দাসীর ছুই হাত ধবিয়া হে পরমেশ্বর! অবলা  
 ছুইখনী নারীদের রক্ষা কর এই বলিতেই চকের জল পুঁচিতেই  
 খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। মতিলালের  
 স্ত্রী বলিলেন মাগো! আমরা কুলের কামিনী—কিছুই  
 জানি না—কোথায় বাইব? পিতা সবংশে গিয়াছেন—তাই  
 নাই—বোন নাই—কটুধও নাই—আমাদের কে রক্ষা করিবে?  
 হে পরমেশ্বর! এখন আমাদের ধর্ম ও জীবন তোমার হাতে  
 —আনাহারে মরি সেও ভাল, যেন ধর্ম নষ্ট হয় না। অনন্তর  
 পাঁচ সাত পা গিয়া একটি বট বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া তাবি-  
 তছেন, ইতিমধ্যে একখান ডলি সঙ্গে বরদাপ্রসাদ বাবু  
 গড় নত করিয়া মানবদনে সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—  
 মাগো তোমরা কাতর হইও না, আমাকে সম্বল স্বরূপ  
 রাখ—তোমাদের নিকট আমার ভিক্ষা এই ঘে দ্বার  
 হই. ডলিতে উঠিয়া আমার বাটীতে চল—তোমাদের  
 মিত্রে আমি স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিয়াছি—সেখানে  
 দুই দিন অবস্থিতি কর, পরে উপায় করাযাইবে—বরদা

বাবর এই কথা শুনিয়া মতিলালের স্ত্রী ও বিমাতা যেন সমস্তে পড়িয়া কল পাউলেন, কৃতজ্ঞতায় মগ্ন হইয়া বসিলেন,—বাবা! আমরাদিগের উচ্চা ভয় তোমার পদ-তলে পড়িয়া থাকি—এসময় এমন কথার কেবলেই বোধ হয় তুমি আর জন্মে আমরাদিগের পিতা হইলে। বরদা-বাবু তাঁহাদিগকে দ্বায়ে সোয়াড়িতে উঠাইয়া অ পন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অনেক সন্তিত দেখা হইলে তাহারা পাছে একথা কিস্কাসা করে এজন্য গাি ঘৃণিত দিয়া আপনি শীঘ্র বাটী আউলেন।

৩০ মতিলালের বারানসী গমন ও সংসঙ্গ লাভে চিত্ত শোধন, তাহার মান ও ভূমির দুঃখ, রামলাল ও বরদা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ, পরে তাহাদের মতিলালের সহিত সাক্ষাৎ, পথে ভয় ও বৈদ্যবাটীতে প্রত্যাগমন।

সদুপদেশ ও সংসঙ্গে স্মৃতি জন্মে কাহার অল্প বয়সে হয়— কাহার অধিক বয়সে হইয়া থাকে। অল্প বয়সে স্মৃতি না হইলে বড় প্রমাদ ঘটে—যেমন বনে অগ্নি লাগিলে ছহ করিয়া দিগ্‌দাহ করে অথবা প্রবল বায়ু উঠিলে একবারে বেগে গমন করত বৃক্ষ অট্টালিকা দি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে সেইরূপ শৈশবানন্দায় দুর্মতি জন্মিলে ক্রমশঃ রক্তের তেজে সতেজ হওয়াতে ভয়ানক হইয়া উঠে। এ বিষয়ের ভূরিই নিদর্শন সদাই দেখা যায়। কিছ কোনই ব্যক্তি কিছ কাল দুর্মতি ও অসহ কর্ণে রত থাকিয়া অধিক বয়সে হঠাৎ ধার্মিক হইয়া উঠে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পবিত্বের মূল সদুপদেশ অথবা সংসঙ্গ। পরন্তু কাহারো দৈবাৎ, কাহারো বা কোস ঘটনায়, কাহারো বা একটি কথাতেই কখনই হঠাৎ চেতনা হইয়া থাকে—এরূপ পরিবর্তন গতি অসাধারণ।

৩১ মতিলাল যশোহর হইতে নিরাশ হইয়া আসিয়া সঙ্কীর্ণ

দিগকে বলিলেন—আমার কপালে ধন নাট আর ধন  
 অন্বেষণ করা বৃথা, এক্ষণে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কিছু দিনের  
 জন্য ভ্রমণ করিয়া আসি—তোমরা কেহ আমার সঙ্গে যাবে?  
 সকলেই লক্ষ্মীর বরদাহী—অথ হাতে থাকিলে কাহাকে  
 ডাকিতেও হয় না—অনেকে আপনাপন আপনায় জাটে  
 যায় কিন্তু অর্পণ নাই হইলে সস্তি পাওয়া যায় না। মতিলালের  
 নিকট তাহার থাকিত তাহার আমোদ প্রমোদ ও অপের  
 অনুবোধে অস্বীয়তা দেখাত—স্বস্ত্যঃ মতিলালের প্রতি  
 তাহাদের কিছুমাত্র আস্থারিক যেরূপ ছিল না। তাহার যখন  
 দেখিল যে তাহার কোন যোজনা নাই—চতুর্দিকে দেখা বাবুগণ  
 করা দূর থাকুক আশারাদি চলাপড়ায়, তখন মনে করিল  
 তাহার সঙ্গে প্রণয় রাখায় কি ফল? এক্ষণে চটকে পড়া  
 শ্রেয়। মতিলাল এই প্রকার প্রস্তাব করিয়া দেখিলেন কেহই  
 কোন উত্তর দেয় না। সকলেই চোকে গিয়া এঁ প্তে  
 করিয়া নানা গুচর ও অন্যান্য বরাতের কথা ফেলে।  
 তাহাদিগের বাবুগণে মতিলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন—  
 নিপদেই বন্ধু টের পাওয়া যায়, এত দিনের পর আমি  
 তোমাদিগকে চিনলাম—যাহা শুধক এক্ষণে তোমরা আপন  
 আপন বাটী যাও আমি দেশ জননে চলিলাম। সজ্জিরা  
 বলিল বড় বাবু! রাগ করিও না—আপনি বরং আগু  
 যাউন আমরা আপন বরং নিটাওয়া পশ্চাৎ জুটব।  
 মতিলাল তাহাদের কথায় আর কাণ না দিয়া পদব্রজে  
 চলিলেন এবং স্থানেই অতিথি হইয়া ও ভিক্ষা মাঞ্জিয়া তিন  
 মাসের পর বারাগসীতে উত্তরিলেন। এই প্রকার দুর্-  
 বস্থায় পড়িয়া ক্রমাগত একাকি চিন্তা করিতে তাহার মনের  
 গতি বিভিন্ন হইতে লাগিল। বহু ব্যয়ে নির্মিত মন্দির,  
 ঘাট ও আউলিকা ভগ্ন হইয়া যাবার উপক্রম হতেছে—বহু  
 শাখায় বিস্তীর্ণ তেকসি প্রাচীন বৃক্ষের জীর্ণাবস্থা দৃষ্ট হইল—  
 নদ নদী গিরি গুহার অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না—ফলতঃ  
 কালেতে সকলেরই পরিবর্তন ও ক্ষয় হইয়া থাকে—সকলের  
 অনিত্য—সকলেই আসার। মানবগণও রোগ জারা বিয়োগ

শোক ও নান ভূখণ্ডে অবিদ্যুৎ প্রসংসারে মদ মাংসর্ষা ও স্না  
 খোদ প্রমেদ সকলই কলবিদ্যবৎ। মতিলাল এই সকল ধ্যান  
 করিয়া প্রতিদিন বারানসী ধামের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করত  
 বৈকালে মঙ্গলারথ এক নির্জন স্থানে বসিয়া দেখেন অসারত্ব,  
 আত্মার সারত্ব, এবং আপন চরিত্র ও কর্ম্মানি পুনঃ  
 চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই রূপ চিন্তা করিতে তাঁহার  
 ভ্রমঃ স্বপ্নঃ হইতে লাগিল অসুখঃ আপনাত্ম পুঙ্ক কর্ম্মাদি  
 ও উপাত্তঃ চুম্বিতঃ প্রসূতিঃ কাঙ্ক্ষক হইয়া উঠিল। মনের  
 এবং প্রকার গতিঃ চতুর্থাৎ তাঁহার আপনাত্ম প্রতি পিক্কার  
 জ্বলিল এবং এই পিক্কারে অত্যন্ত সছাপ হইতে লাগিল।  
 তখন আপনাকে সম্বাদা এত জিজ্ঞাসা করিতেন—আমার  
 পরিভ্রমঃ কি রূপে হইতে পারে—আমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছি  
 তাহা স্মরণ করিলে এখনও জন্ম দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া  
 উঠে। এই রূপ ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন—আহারানি  
 ও পরিষেয় পুঙ্কাদির প্রতি দরগাত ও না—অপু প্রায়  
 ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কিছুকাল এই প্রকার ক্ষেপণ  
 হইলে দৈবাৎ এক দিবস দেখিলেন একটা প্রাচীন পুরুষ  
 তরু তলে বসিয়া মনঃসংযোগ পুঙ্কক একঃ বার একখানি  
 গ্রন্থ দেখিতেছেন ও একঃ বার চক্ষুঃ মুদিত করিয়া ধ্যান  
 করিতেছেন। এই ব্যক্তিকে দেখিলে হঠাৎ বোধ হয় সে  
 বহু দর্শী—জ্ঞানের সাধারণ গ্রহণ এবং মনঃসংযম বিলক্ষণ  
 হইয়াছে। তাঁহার মুখ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ ভক্তির উদয়  
 হয়। মতিলাল তাঁহাকে দেখিবামাত্র নিকটে যাইয়া  
 সতীক্বে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। বিয়ংকাল  
 পরে এই প্রাচীন পুরুষ মতিলালের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া  
 বলিলেন—বাবা! তোমার আকার প্রকারে বোধ হয়  
 তুমি ভক্ত সন্তান—কিন্তু এমত সন্তাপিত হইয়াছ কেন?  
 এই নিউ কথায় উৎসাহ পাইয়া, মতিলাল অকপটে  
 আত্মপুঙ্কিক আপন পরিচয় দিয়া কহিলেন—মহাশয়!  
 আপনাকে অতি বিজ্ঞ দেখিতেছি—আমি আপনকার দাস  
 হইলাম—আমাকে কিঞ্চিৎ সছপদেশ দিউন। সেই প্রাচীন

মিলেন—দেখিতেছি তুমি ক্ষুণ্ণ—কিঞ্চিৎ আহার ও  
 বিশ্রাম কর পরে সকল কৰ্মবাস্তী হইবে। সে দিবস  
 আতিথেয় খেল—সেই প্রাচীন পুরুষ মতিলালের সরল  
 ক্রিয় দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। মানব স্বভাব এই যে পর-  
 স্পরের প্রতি সন্তোষনা জন্মিলে মন খোলা খুলি হয় না। প্রথম  
 আলাপেই যিনি এমনতরু ক্রমে তাহ হইলে পরস্পরের মনের  
 কথা শীঘ্রই ব্যক্ত হয় আর এক জন সারল্য প্রকাশ করিলে  
 অন্য ব্যক্তি অতিরিক্ত কপট হইবে কখনই কপটতা  
 প্রকাশ করিতে পারে না। এই প্রাচীন পুরুষ অতি ধার্মিক,  
 মতিলালের সরল হৃদয় তুষ্ট হইয়া পুলকিত হইয়া স্নেহ  
 করিতে লাগিলেন অনন্তর পারমর্শিক বিষয়ে তাঁহার যে অতি-  
 দুরায় ছিল তাহা ক্রমশ ব্যক্ত করলেন। তিনি বারম্বার বলিলেন  
 বাবা! সকল ধর্মের তাৎপর্য এই কাণ্ড মন চিত্ত তর্ক স্নেহ ও  
 প্রেম প্রকাশ পৃথক পরমেশ্বরের উপাসনা করা, এই কথাটি  
 সর্বদা ধ্যান কর ও মন থাকি কণ্ঠের দ্বারা অভ্যাস কর।  
 এই উপদেশটি তোমার মনে দৃঢ়রূপে বন্ধন হইলেই মনের  
 গতি একবারে ফিরিয়া যাবে তখন অন্যান্য ধর্ম অনুষ্ঠান  
 স্থাপনা আপনি হইবে কিন্তু পরমেশ্বরের প্রেমার্থ মনের  
 দ্বারা বাক্যের দ্বারা ও কন্ঠের দ্বারা সদা এক রূপ থাকি অতি  
 কঠিন—সংসারে রাগ দ্বেষ লোভ মোহ ইত্যাদি রিপু সকল  
 বিজাতীয় ব্যাঘাত করে এজন্য একাগ্রতা ও দৃঢ়তার অভ্যাস  
 আবশ্যিক। মতিলাল উক্ত উপদেশ গ্রহণ পূর্বক মনের  
 সহিত প্রতিদিন পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনায় রত এবং  
 আত্ম দোষানুসন্ধান ও দোষ শোধনে সযত্ন হইলেন।  
 কিছু কাল এই রূপ করিতে তাহার মনো মাধ্য জগদীশ্বরের  
 অতি ভক্তি উদয় হইল; সাধু সঙ্গের অনিচ্ছনীয় মাহাত্ম্য!  
 যিনি মতিলালের উপদেশক, তিনি ধার্মিক চূড়ানগি, তাঁহার  
 সহবাসে মতিলালের যে এমন মতি হইবে ইহা কোন্  
 বিচিত্র!

পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে ষাবতীর্ণ,  
 ধর্মবোধের প্রতি মতিলালের মনে জাত্বৎ ভাব জন্মিল-  
 তখন পিতা মাতা ও পরিবারের প্রতি স্নেহ, পর দুঃখ

ঘোচন ও পরহিতার্থ বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। সত্য ও সরলতার বিপরীত দর্শন অথবা প্রবণ হইলই বিজাতীয় অসুখ হইত। মতিলাল আপন মনের ভাব ও পূর্ক কথা সৰ্বদাই ঐ প্রাচীন পুরুষের নিকটে বলিতেন ও মধ্যেই খেদ করিয়া কহিতেন—গুরো! আমি অতি দুঃখী, পিতা মাতা তাই ভগিনী ও অন্যান্য লোকের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে নবকেব যে আমার স্থান হয় এমন বোধ হয় না। ঐ প্রাচীন পুরুষ সন্তুনা করিয়া বলিতেন—বাবা! তুমি প্রাণপণে সদভাসে রত থাক—মনুষ্য নাহেই মনোর বাক্যজ ও কপ্তজ পাপ করিয়া থাকে, পরিভ্রাণের ভরসা কেবল সেই দয়াময়ের দয়া—যে ব্যক্তি আপন পাপ জন্য অধঃকরণের সহিত সম্ভাপিত হইয়া আত্ম শোধনার্থ প্রকৃত রূপে যত্নশীল হয় তাহার কদাপি মার নাই। মতিলাল ঐ সকল শুনেন ও অধোবদন হইয়া ভাবেন এবং সময়ে বলেন আমার মাঝিমা তা ভগিনী ভ্রাতা স্ত্রী—উঁহার কোথায় গেলেন? উঁহাদের জন্য মন উচ্চাটন হইতেছে।

শরতের আবির্ভাব—দ্রিয়াম অবসান—বৃন্দাবনের কিবা শোভা! চারি দিগে ভাল ভামাল শাল পিয়াল বকুল আদি নানাকান্তি বৃক্ষ—তত্পরি সহস্র পক্ষী নানা রবে গান করিতেছে—বায়ু মন্দা বহিতেছে—যমুনার তরঙ্গ বেন রঙ্গ জলে পুলিনের একাঙ্গ হইতেছে—ব্রজবালক ও ব্রজবালিকারা কুঞ্জের পথে বীণা বাজাইয়া তজন গাইতেছে। মিশাবসানে দেবালয় সকলে মঙ্গলারতির সময় সহস্র শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। কেশী ঘাটে কচ্ছপ সকল কিলকিল করিতেছে—বৃক্ষদির উপরে লক্ষ বানর উল্লঙ্খন প্রোদক্ষন করিতেছে—কখন লাঙ্গল জড়ায়—কখন প্রসারণ করে—কখন বিকট বদন প্রদর্শন পূর্কক রূপ করিয়া পড়িয়া গোকেয় খাদ্য সামগ্রী কাড়িয়া লয়।

নানা বনে শত তীর্থ যাত্রা পরিক্রমণ করিতেছে—নানা স্থান দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার কথা কহিতেছে। এদ্বিগে প্রথর রবি—মৃত্তিকা উত্তপ্ত—পদব্রজে যাওয়া অতি কঠিন, একারণ অনেক বাতী স্থানে বৃক্ষতলে বলিয়া বিক্রাম

করিতেছে। মতিলালের মাতা কন্যার হাত ধরিয়া জন্ম  
করিতে ছিলেন, অত্যন্ত শান্তিযুক্ত হওয়াতে একটি নির্জন স্থানে  
বসিয়া কন্যার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। কন্যা  
আপন অঙ্গস দিয়া আক্রান্ত মাতার স্বপ্ন মুছিয়া বাতাস  
করিতে লাগিল। মাতা কিঞ্চিৎ শিথল হইয়া বলিলেন  
প্রেমদা! বাচ্চা তুই একটু বিশ্রাম কর—আমি উঠে বসি।  
কন্যা উত্তর করিল—মা! তোমার অত্যন্ত দব হওয়াতেই  
আমার শান্তি গিয়াছে—তুমি ক্ষেপক আমি গোমার দুটি  
পায়ে হাত বুলুয়াই কন্যার এইরূপ সত্য হইয়া মাতা  
সকল নগ্নে বলিলেন—বাচ্চা! তোমু মুখ দেখেই বেঁচে  
আছি—জন্মান্তরে কন্যাপাপ করেছিল ম, তা না হলে এত  
দুঃখ কেন হবে? আপনি যখন আমার মরি ভাতে খেয়  
নাই, তোকে এক মুটা খাওয়াই এমন সম্ভ্রতি নাই—এই  
আমার বড় দুঃখ! এ দুঃখ রাখবার কি ঠাই আছে?  
আমার দুটি পুত্র কোথায় আছে—বৌটি বা কেমন  
আছে? কেনই বা রোগ করে এলাম? মতি আমাকে  
মেরেছিল—মেরেইছিল, ছেলেতে আবদার করে কিনা বলে  
—কিনা করে? এখন তার আর রামের জন্যে আমার  
প্রাণ সর্বদাই খড়ফড় করে। কন্যা মাতার ঢঙ্কর  
তল মুচাইয়া শাস্তনা করিতে লাগিল। কিঞ্চৎ কাল পরে  
মাতার একটু তন্দ্রা হইল। কন্যা মাতাকে নিদ্রিত দেখিয়া  
স্বপ্নের চইয়া বসিয়া একটা বাতাস দিতে আরম্ভ করিল।  
দুহিতার শরীরে নশা ও ডাঁশ বসিয়া কামড়া হইতে লাগিল  
কিছু পাছে মায়ের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এজন্য তিনি শব্দ হইয়া  
থাকিলেন। স্ত্রীলোকদের সেত ও সহিস্যতা আশ্চর্য্য! বোধ  
হয় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী এবিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। মাতা নিদ্রা-  
বন্ধায় স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন একটি পীতবসন নবকিশোর  
তঁহার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন—“মা! তুই আর  
কামিনী—তুই বড় পুণ্যবতী—অনেক দুঃখি কাজালির দুঃখ  
রিবারণ করিয়াছিস—তুই কাচার ভাল বই কখন মন্দ  
করিস নাই—তোর শত্রু ভাল হবে—তুই দুই পুত্র পাটয়া  
স্বামী হইবি”। দুঃখিনী মাতা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু উন্মীলন

করিয়া দেখেন কেবল কন্যা নিকটে আছে আর কেইই  
নাই। পরে কন্যাকে কিছু না বলিয়া তাহার হস্ত ধারণ  
পূর্বক বহু ক্রোশে আপনাদের কুণ্ড প্রত্যাগমন করিলেন।

মায়ে সিয়ে সর্সদা কপোপকথন হয়—মা বলেন, বাছা!  
মন বড় ঢকল হইতেছে, বাড়ী যাব সর্সদা এই ভাবতেছি,  
কন্যা কিছুই উপায় না দেখিয়া বলিল—মা! আমরাদিগের  
সম্বলের মধ্যে দুই একখানি কাপড় ও জল খাবার ঘটাটি  
আছে—ইহা বিক্রয় করিলে কি হতে পারবে? কিছু দিন  
স্থির হও আমি রাখুনি অথবা দাসীর কস্ম করিয়া কিছু  
লক্ষ্য করি তাহা হইলেই আমাদের পথ খরচের সংস্থান  
হইবে। মা এ কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া  
নিস্তক থাকিলেন, চক্ষের জল আর রাখিতে পারিলেন  
না। মাতাকে কাতর দেখিয়া কন্যাও কাতর হইল।  
নিকটে এক জন ব্রজবাসিনী থাকিলেন, তিনি সর্সদা  
তাহাদিগের তত্ত্ব লইতেন, ঠৈবাৎ ঐ সময়ে আসিয়া  
তাহাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া সান্ত্বনা করণান্থর সকল  
বৃত্তান্ত শুনিলেন। তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া  
সেই ব্রজবাসিনী বলিলেন—মাগী! কি বলব আমার হাতে  
কড়ি নাই—আমার ইচ্ছা হয় সর্সদা দিয়া তোমাদের  
দুঃখ মোচন করি, এখন একটি উপায় বলেদি তোমরা  
ডাই কর। শুনিতে পাই এক বাঙ্গালী বাব চাকরি  
ও ভেঁজারতের দ্বারা কিছু বিষয় করিয়া মধুরায় আসিয়া  
বাস করিতেছেন—তিনি বড় দয়ালু ও দাতা, তোমরা তাঁর  
কাছে গিয়া পথ খরচ চাহিলে অবশ্যই পাইবে। দুঃখিনী  
মাতা ও কন্যা অন্য কোন উপায় না দেখাতে প্রস্তাবিত  
উপায়ই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার ব্রজবাসিনীর  
নিকট হইতে বিদায় হইয়া দুই দিনের মধ্যে মধুরায়  
উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সরোবরের নিকটে যাইয়া  
দেখেন কতক গুলিন আতুর অন্ধ ভগ্নাঙ্গ দুঃখী দরিদ্রাঙ্গের  
একত্র বসিয়া রোদন করিতেছে। মাতা তাহাদিগের মধ্যে  
এক জন প্রাচীন স্ত্রীলোককে লিঙ্গাঙ্গ করিলেন—বাঙ্গালী  
কোন কীর্তিতেছে? ঐ স্ত্রীলোক বলিল—মা

এখানে এক বাব আছেন তাঁহার গুণের কথা কি বলিব? তিনি গরিব দুঃখির বাড়া ফিরিয়া তাঁহাদের খাওয়া পরা দিয়া সর্বদা তত্ত্ব লয়েন আর কাহার ব্যারাম হইলে আপনি তাঁহার শেওরে •বসিয়া সারা রাত্রি কাগিয়া ঔষধ পথ্য দেন । তিনি আমাদের সকলের স্মৃথে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, সেই বাবুর গুণ মনে করিতে গেলে চক্ষে জল জ্বাইসে—যে মেয়ে এমন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন তিনি পন্য—তাঁহার অদৃশ্যই অর্থা ভোগ হইবে—এমন লোক দেখানে বাস করেন সে স্থান পুণ্য স্থান । আমাদের পোড়া কপাল যে ঐ বাবু এখন এ দেশ হইতে চলিলেন—এর পর আমাদের দশা কি হবে তাই ভাবিয়া কাঁদছি । মাতা ও কন্যা এই কথা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—বোধ হয় আমাদের আশা নিষ্ফল হইল—কপালে দুঃখ আছে, ললাটের লিপি কে ঘুচাইবে? উক্ত প্রাচীনা স্ত্রী তাঁহাদিগের বিষয় তাব দেখিয়া বলিল—আমার অহুমান হয় তোমরা ভদ্র স্বরের মেয়ে—ক্লেশে পড়িয়াছ—যদি কিছু টাকা কড়ি চাহ তবে এই বেলা আমার সঙ্গে ঐ বাবুর নিকট যাবে চল, তিনি গরিব দুঃখি ছাড়া অনেক ভদ্রলোকেরও সাহায্য করেন । মাতা ও কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং সেই বৃদ্ধার পশ্চাৎ যাইয়া আপনারা বাটীর বাহিরে থাকিলেন, বড়ী ভিতরে গেল ।

\*দিবা অবসান—সূর্য্য অস্ত হইতেছে—দিনকরের কিরণে বৃক্ষাদির ও সরোবরের বর্ণ সুবর্ণ হইতেছে । যেখানে মাতা ও কন্যা দাঁড়াইয়া ছিলেন সেখানে এক খানি ছোট উদ্যান ছিল—স্থানে মেরাপে নানা প্রকার লতা—চারিদিকে কেয়ারি ও মধ্যে এক চবুতারা । ঐ নাগানের ভিতরে দুই জন ভদ্র লোক হাত ধরাধরি করিয়া কুম্ভার্জুনের ন্যায় বেড়াইতে ছিলেন । দৈবাৎ ঐ দুই স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি পাত হওয়াতে তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিলেন—মাতা ও কন্যা তাঁহাদিগকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া

দিকটা একটু অন্তরে দাঁড়াইলেন। ঐ দুই জন ভদ্র লোকের মধ্যে বাহার কন বয়স তিনি কোনল বৎকো বলিলেন—আপনারা আমাদিগকে সম্মান স্বরূপ বোধ করিবেন—জজ্ঞা করিবেন না—আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, আমাদিগের নিকট বিশেষ করিয় বলুন, যদি আমাদিগের দারা কোন সাহায্য হইতে পারে আমরা তাহাতে কোন প্রকারে ক্রটি করিব না। এই কথা শুনিয়া মাতা কন্যার হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর্ভিনী হইয়া আপন অরুণ্ড সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন। তাহার কথা লক্ষ্য হইতে না হইতে ঐ দুই জন ভদ্রলোক পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে বাহার কন বয়স তিনি একেবারে মায়াতে মগ্ন হইয়া মা—মা—বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন অন্য আর এক জন অধিক বয়স্ক ব্যক্তি দুঃখিনী মাতার চরণে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন—মা গো! দেখ কি? যে ভূমিতে পড়িয়াছে সে তোমার অঞ্চলেব ধন—সে তোমার রাম,—আমার নাম বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস। মাতা এই কথা শুনিব... মুখের কাপড় খুলিয় বলিলেন—বাবা! তিনি কি বলিলে এ অভাগিনীর কি এমন কপাল হবে? রামলাল চৈতন্য পাইয়া মায়ের চরণে মস্তক দিয়া নিস্তক হইয়া রহিলেন জননী পুত্রের মস্তক ফোড়ে রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে তাহার মুখাবলোকন করিয়া আপন তাপিত মনে সান্তনায় বারি নেচন করিতে লাগিলেন ও ভগিনী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার চক্ষের জল ও গাছের ধূলা পুঁচাইয়া দিয়া নিস্তক হইয়া রহিলেন। এদিকে ঐ বড়ী বাটার মধ্যে বাবুকে না পাইয়া তাড়াতাড়ি বাগানে আসিয়া দেখে যে বাবু তাহার সমভিব্যাহারিণী প্রাচীন স্ত্রীলোকের কোণে মস্তক দিয়া ভূমে শয়ন করিয়া আছেন—ও মা একি গো!—ওগে বাবুর কি ব্যারাম হইয়েছে—আগি কি কথিরাজ ডেকে আনব? বড়ী এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বরদাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—শির হও—বাবুর পীড়া হয় নাই, এই যে দুইটি স্ত্রীলোক—এরা বাবুর মা ও

ভগিনী! বুড়ী উদ্বৃত্ত করিল—বাবু! তুঃখি বলে কি চাট্টা  
 করতে হয়? বাবু হলেন লক্ষ্মাপণ্ডিত, খার এঁরা হল পণের  
 কাছালিনী—আমার সঙ্গে এসে কেও হলেন না কেও  
 হলেন বান—বোপ হয় এর কামাখ্যার মেয়ে—ভেলিকিতে  
 তুলিয়েছে—বাবু! এমন মেয়েমানুষ কখন দেখিনি—এদের  
 জাহ্নকে গড করি না। বুড়ী গড রূপ বক্তৃত্তে তাক হইয়া  
 চালায় গেল।

২ এখানে নকলে স্তম্ভিত হইল। বাজী আগমন করিলেন  
 তথায় পুত্রপুত্রকে ও মধ্যস্থকে দেখিয় মাতার পরম সন্তোষ  
 হইল, পরে আগমন রাত্রি পরিবারের কথা অবগত হইয়া  
 বলিলেন, বাবারাম! চল বাজী যাকি—আমার মতি কোথাক?  
 —তার জন্য মন বড় অস্থির হইতেছে। রামলাল পুকেই  
 বাজী মাওনের উদ্যোগে করিয়া ছিলেন—নৌকাদিঘাটে প্রস্তুত  
 ছিল। মাতার আজ্ঞানুসারে ভকম দিন দেখাইয়া সকলকে  
 লইয়া যাত্রা করিলেন—বান্য কালীন মধ্যবার যাবতীয়  
 সৌক ভোগে পড়িল—মতসং চক্ষু পড়িতে পরিপূর্ণ হইল—  
 সহস্র মন হইতে রামলালের গুণ কীর্তন হইতে লাগিল—  
 সহস্র কর তাঁতার আশীষদর্শন উপিত হইল। যে বুড়ী  
 বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল সে জোড় হাত করিয়া রামলালের  
 মাতার নিকট আসিয়া কাদিতে লাগিল, নৌকা যে পর্যন্ত  
 দৃষ্টি পথ অতিক্রমণ না করিল সে পর্যন্ত সকলে যমুনার  
 তীরে যেন প্রাণ শূন্য দেখে দাড়াইয়া রছিল।

এ দিগে একটানী—দক্ষিণে পায়ুব সঙ্কার নাট—নৌকা  
 স্রোতের জোরে বেগে চলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বারাণসীতে  
 আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। বাবাণসীর মধ্যে প্রাতঃকালীন  
 কিবা শোভা! কত দেবদেবী চৌবেদী রামাং নেমাং শৈব  
 শাক্ত গাণপত্য পরমহংস ও ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছে—  
 কত সামবেদী কঠ কৌথুমদির মন্ত্র ও অগ্নি বায়ুর সূক্ত উচ্চা-  
 রণ করিতেছেন—কত সুরাষ্ট্র মহারাম্ট বঙ্গ ও মগধস্থ লক্ষ্য  
 বর্ণ পট বস্ত্র পরিধায়িনী নারীরা স্নাত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ  
 করিতেছে—কত দেবালয় ধূপ ধূনা পুষ্প চন্দনের সৌগন্ধে

অংশে দিত হইতেছে—কতং তত্বে “চরং বিশেষ্বর” শব্দ করত  
 গাল ও কক্ষ বাস্য করত উন্নত হইয়া চলিয়াছে—কতং রক্ত-  
 বসনা ত্রিশূলধারণী তৈরবী অটুং হাম্য করত তৈরবালয়ে  
 তৈরব ভাবিনী তবে ভ্রমণ করিতেছে—কতং সম্যসী  
 উদাসীন ও উদ্ধ্বাহ জটা জট সংযুক্ত ও ভগ্ন বিভূতি আবৃত  
 হইয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহে সমস্ত আছেন—কতং  
 যোগী নিজের বিরল স্থানে সমাধি জন্য রেচক পুরক ও কুম্ভক  
 করিতেছেন—কতং কলায়ত খাড়ি ও আতাই বীণা মৃদঙ্গ  
 , রোবার ও তানপুরা লইয়া ক্ষুপদ ধরু খেয়াল প্রবন্ধ ছন্দ  
 সোরবন্ধ তেরানা সারগম চতুরং ও নকুলে মশমূল হইয়া  
 আছে। রামলাল ও অন্যান্য সকলে মণিকর্ণিকার ঘাটে  
 স্নানাদি করিয়া কাশীতে চারি দিবস অবস্থিতি করিলেন।  
 রামলাল মাঘের ও ভগিনীর নিকট সর্কদা থাকিতেন।  
 বৈকালে বরদাবাবুকে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন।  
 এক দিন পর্যটন করিতেই দেখিলেন সম্মুখে একটি মনোরম  
 আশ্রম, সেখানে এক প্রাচীন ব্যক্তি বসিয়া ভাগীরথীর শোভা  
 দেখিতেছেন—নদী বেগবতী—বারি তরং শব্দে চলিয়াছে  
 —আপনার নির্মলত্ব হেতুক বৈকালিক বিচিত্র আকাশকে  
 যেন ক্রোড়ে লইয়া যাইতেছে। রামলাল ঐ ব্যক্তির নিকট  
 যাইবামাত্র তিনি পূর্ক পরিচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন  
 —কেমন শুকোপনিষৎ পাঠে তোমার কি বোধ হইল?  
 রামলাল তাহার মুখাবলোকন করণানন্তর প্রণাম করিলেন।  
 সেই প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—বাবা!  
 আমার ভ্রম হইয়াছে—আমার এক জন শিষ্য আছে  
 তাহার মুখ ঠিক তোমার মত, আমি তাহাকেই বোধ করিয়া  
 তোমাকে সম্বোধন করিয়াছিলাম। পরে রামলাল ও  
 বরদাবাবু তাহার নিকট বসিয়া নানা প্রকার শাস্ত্রীয় আলাপ  
 করিতে লাগিলেন ইত্যবসরে চিন্তামুক্ত এক ব্যক্তি অধোবদনে  
 নিকটে আসিয়া বলিলেন। বরদাবাবু তাহাকে নিরীক্ষণ করত  
 বলিলেন রাম দেখ কি?—নিকটে যে তোমার দাদা! রাম-  
 লাল এই কথা শুনিবামাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া মতি-

লের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, মতিলাল রামচাঁদ-  
 শ্রবলোকন পূর্কক চমকিয়া উঠিয়া অশ্রুপাত করিলেন।  
 এক কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া—“তাইহে আমাকে কি কথা  
 শ্রবে”—মতিলাল এই কথা বলিয়া অন্তরের গলায় হাত  
 ডাওয়া ক্ষুদ্রাঙ্গ নম্বন বারিতে অভিষিক্ত করিলেন। দুই  
 মনেই কিয়ৎ ক্ষণ মৌন ভাবে থাকিলেন—মুখ চইতে  
 কথা নিঃসরণ হয় ন—তাই যে পদার্থ তাতা উভয়েরই  
 সময়ে বিলক্ষণ বোধ হইল। পরে বরদা বাবুর  
 রণ ধরা লইয়া মতিলাল জোড় হাতে বলিলেন—  
 হাশয়! আপনি যে কি বস্তু তাহ আমি এত দিনের  
 জানিলাম—এ নরাধমকে ক্ষমা করুন। বরদা বাবু  
 ভাতার হাত ধরিয়া উক্ত প্রাচীন ব্যক্তির নিকট হইতে  
 লইয়া পথি মধ্যে তাহাদিগের পরস্পরের যাবতীয়  
 কথা শুনিতে ও বলিতে চলিলেন এবং আলাপ দ্বারা  
 মতিলালের চিত্তের বিভিন্নত দেখিয়া অসীম আশ্চর্য  
 প্রকাশ করিলেন। পরিবারেরা যে স্থানে ছিলেন তথায়  
 গেলিলে মতিলাল কিঞ্চিৎ দূর থেকে উচ্চস্বরে বলিলেন  
 —“কই মা কোথায়?—মা! তোমার সেই কুমস্তান  
 আবার এল—সে আজো বেঁচে আছে—মরে নাই—  
 আমি যে ব্যবহার করিয়াছি তার পর যে তোমার  
 নিকট মুখ দেখাই এমন ইচ্ছা করে না—এক্ষণে আমার  
 মননা এই যে একবার তোমার চরণ দর্শন করিয়া প্রাণ ত্যাগ  
 করি”। মাতা এই কথা শুনিবা মাজে প্রকল্প চিত্তে অক্র-  
 বৃত্ত নম্বনে নিকটে আসিয়া কোষ্ঠ পুস্ত্রের মুখাবলোকনে  
 অবলম্বন প্রাপ্ত হইলেন। মতিলাল মাতাকে দেখিব  
 মাঝেই তাহার চরণে মস্তক দিয়া পড়িয়া থাকিলেন কয়েক কাণ  
 পরে মাতা হাত ধরিয়া উঠাইয়া আপন অঙ্গল দিয়া তাহার  
 মস্তকের অঙ্গল পুছাইয়া দিতে লাগিলেন ও বলিলেন, মতি  
 লালের বিষমতা ভগিনী ও স্ত্রী আইন তাহাদিগের সহি-  
 তে করা। মতিলাল ভগিনী ও বিষমতাকে প্রদা-  
 করিয়া আপন বস্তুকে দেখিয়া পূর্ক কথা শ্রবণ হওয়া

জেমান কুমারী—এমন সংস্কারী যোগ্য আমি কোন প্রকারেই  
 নহি। স্ত্রীপুরুষ বিবাহ কালীন পরমেশ্বরের নিকট  
 প্রকার শপথ করে যে তাহার যাবজ্জীবন পরস্পর প্রেম  
 করিবে, মহা ক্রেশে পড়িলেও ছাড়াছাড়ি হইবে না—  
 অন্য পুরুষের প্রতি মনন কখন হইবে না এবং পুরুষের  
 অন্য স্ত্রীর প্রতি মন কদাপি যাইবে না—এরূপ মননে ঘোর  
 পাপ। এই শপথের বিপরীত কণ্ঠ আমি হইতে অনেক  
 হইয়াছে তবে স্ত্রী কর্তৃক আনুপাতিক কেন না হই? অহি  
 আমার এমন যে ভাই ও ভগিনী তাহারদিগের প্রতি যৎ  
 পরোমান্তি নিগ্রহ করিয়াছি—তুমি যে না—যার বাড়  
 পৃথিবীতে অমল্য বস্তু আর নাহি—তোমাকে অসীম ক্রো  
 দিয়াছি—পুত্র হইয়া তোমাকে প্রহার করিয়াছি? না  
 সকল পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এখানে আমার  
 মৃত্যু হইলে মনে যে দাবানল জ্বলিতেছে তাহা হইলে  
 নিকৃতি পাই, কিন্তু বোপ করি মৃত্যুর মৃত্যু হইয়াছে কার  
 তাহার দূতধরুপ রোগের কিছু চিহ্ন দেখি না—যাহা  
 তোমরা সকলে বাণী যাও—আমি এই ধামে গুরুর নি  
 ষাক্ষিয়া কঠোর অভ্যাসে প্রাণ ত্যাগ করিব।

অনন্তর বরদা বাবু রামলাল ও তাহার মাতা মতি  
 লালের গুরুকে আনাড়িয়া বিস্তর বুঝাইয়া মতিলালকে  
 সঙ্গে করিয়া আনিলেন। মুস্তেরের নিকট রজনীযোগে নৌক  
 চাপন হইলে গোয়াড়ের নত আকৃতি এক জন লোক বসিয়া  
 কাছে আসিয়া “আগুন আছে—আগুন আছে” বলিয়া তাঁ  
 হইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার রকমসকম দেখিয়া বরদা বাবু  
 বসিলেন—সকলে সতর্ক হও, তদনন্তর নৌকার ছাতের উপর  
 উঠিয়া দেখিলেন একটা ঘোপের তিতরে প্রায় বিশ  
 জন অস্ত্রধারী লোক ঘাপটি মরিয়া বসিয়া আছে—এ  
 সঙ্কেত করিলে চড়াও হইবে। অমনি রামলাল ও বরদা  
 বাবু বাহির হইয়া বন্দুক লইয়া কাওয়াজ করিতে লাগিলেন  
 বন্দুকের আওয়াজে ডাকাইতেরা বনের ভিতর প্রবেশ করিল  
 বরদা বাবু ও রামলালের মানস যে তদওয়ার হাতে লইয়া  
 তাহারদিগের পশ্চাৎ গিয়া হই এক জনকে ধরিয়া আনি

নিকটস্থ দারোগার জিন্মা করিয়া দেন কিন্তু পরিবারেরা সকলে  
বেধ করিল। মতিলাল এই ব্যাপার দেখিয়া বলিল  
যাটার বাল্যাবস্থা অবধি মর্দ ও করেই কুশিক্ষা হইয়াছে  
—আমার বাবুমানাতেই সম্ভব হইয়াছে। রামলাল  
কমলং করিত তাহাতে আমি পরিহাস করিতাম—কিন্তু  
মাজ জানিলাম যে বালককালাবধি মর্দনা কমলং না  
করিলে সাহস হয় না। সংপ্রতি আমার অতিশয় ভয়  
হইয়াছিল, যদ্যপি রামলাল ও বরদা বাবু না থাকিতেন  
তবে আমরা সকলেই কাটা মাইতাম।

অল্প কালের মধ্যে সকলে বৈদ্যবাসীতে পৌছিয়া  
দা বাবুর বাসীতে উঠিলেন। বরদা বাবু ও রাম-  
লালের প্রভাগবনের সংবাদ শুনিয়া গ্রামস্থ যাবতীয় লোক  
দিক্ থেকে দেখা করিতে আসিল—সকলেরই মনে আন-  
ন্দের উদয় হইল—সকলেরই বদন আফ্লাদে দেদীপ্যমান হইল  
সকলেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইয়া প্রার্থনা ও আশীষাদেয়  
করিয়া বৃষ্টি করিতে লাগিল।

হরমুচন্দ্র চৌধুরী বাবু পর দিবস আসিয়া বলিলেন  
—রাম বাবু! আমি সুখ ও পারি নাই—বাপুয়ারামের  
পরামর্শে তোমাদিগের ভ্রমাসন দখল করিয়া লইয়াছি  
—আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে তোমাদিগের পরি-  
বারকে বাহির করিয়া বাটা দখল লইয়াছি। তোমার  
স্বার্থপরতা গুণ—এক্ষণে আমি বাটা অমনি ফিরিয়া  
দেখি—আপনারা স্বচ্ছন্দে সেখানে গিয়া বাস করুন।  
রামলাল বলিলেন আপনার নিকট আমি বড় উপদ্রুত  
হইলাম যদ্যপি আপনার বাটা ফিরিয়া দিবার মানস হয়  
তবে আপনার ঘাটা যথার্থ পাওনা আশে গ্রহণ করিলে  
আমরা বাধিত হইব। হেরমু বাবু এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট  
হইলে রামলাল তৎক্ষণাৎ নিজে হইতে টাকা দিয়া দুই  
বরের নামে কওয়াল লিখিয়া লইয়া পরিবারের সহিত  
তৎ ভ্রমাসনে গেলেন এবং উর্দ্ধ দৃষ্টি করত কৃতজ্ঞ চিত্তে  
বলিলেন—“অমদীশ্বর! তোমা হইতে কি না হইতে

অন্যস্বরূপ রামলালের বিবাহ হইল ও দুই ভাইয়ের অতি  
 মনস্কীর্ষে মাতের ও অন্যান্য পরিবারের সুখস্বচ্ছন্দ হই  
 পরন সুখে কাশ বাপন করিতে লাগিলেন। বরদা য-  
 মরদা প্রমাদে বদরুগপ্তে নিময় কর্মাগ গমন করিলেন  
 বেচারাম বাবু নিময় বিভব বিক্রয় করিয়া প্রকৃ  
 বেচারাম হইয়া বাবাগসীতে বাস করিলেন—বেণী বা  
 কিছু দিন বিনা শিক্ষায় সৌখিন হইয়া আইন ব্যবসায়  
 মনোযোগ করিলেন—বাগ্ধারাম বহু ফান্ড ও যের  
 করিয়া বজাপাতে করিয়া গেলেন—বক্রেশ্বর খোদামে  
 ও বয়ামদ করিয়া ফ্যান্ড করিয়া গেড়াইতে লাগিলেন—  
 চাচা ও বাজুল্য পুলিপলমে গিয়া জাল করাতে সেখা  
 ভায়াদিগকে বাজ জের মাটি কাটিতে গুয় এবং কিছু দিন প  
 যইপরেমাতি ক্রেশ পাঠিয়া তাহাদের কৃত্য হইল—ঠকটা  
 কোন উপায় না দেখিয়া চাড়া প্রয়ানী হইয়া ভেটিয়ারি গ  
 “চুড়িয়া লেব চুড়িয়া” গাইতে গনিহ ফিরিতে লাগিলেন  
 হলধর গদাধর ও তারহ রজবালক মতিলালের স্ব  
 ভিন্ন দেখিয়া অন্যান্য কাপটেন বাবুর অধবেণ করিতে উ  
 হইল—জান সাহেব ইনসাল বেট লওয়াদালালি কন্ম আ  
 করিলেন—প্রেমনারায়ণ নজুমদার ভেঙ্কিয়া “মহা  
 বের মনের কথা রে অরে ভক্ত বই আর কে জানে”  
 বলিয়া চৎকার করিয়া নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতে আ  
 করিলেন—প্রমদার স্বামী অনেক স্থানে পাণি গ্রহণ করি  
 ছিলেন একগে শূন্য পাণি হওয়াতে বৈদ্যবাটীতে আ  
 শ্যাজকদিগের স্বক্ষে ভোগ করত কেবল কলাইকন্দ ভেয়া  
 তাহাফেনি বেদানা সেও ও জলগোত্রা খাইয়া টক্সা মার  
 তারহ করিলেন—তাহার পরে যে সকল ঘটনা হইয়া  
 তাহা বর্ণনা করতে বাকি রহিল—“আমার কথাটি কু  
 নদে গাছটি সুভাপ”

